ভালোবাসা সবার তরে
ঘৃণা নয়কো কারো 'পরে

লা ইলাহা ইল্লাল্লাহু মুহাম্মাদুর রাসুলুল্লাহ্

পাক্ষিক আহ্‌মদী

নব পর্যায় ৭৪ বর্ষ | ১০ম সংখ্যা

রেজি. নং-ডি. এ-১২ | ১৬ অগ্রহায়ণ, ১৪১৮ বঙ্গাব্দ | ৪ মুহররম, ১৪৩২ হিজরি | ৩০ নবুওয়ত, ১৩৯০ হি. শা. | ৩০ নভেম্বর, ২০১১ ঈসাব্দ

আহমদীয়া মসজিদ, শ্রীনগর, কাশ্মীর, ভারত

Ahmadiyya Mosque, Sri Nagar, Kashmir, India

Luxury Forever...

Bashundhara
Size : 1285-1750 sft

Dhanmondi
Size : 1350 sft

Zigatola
Size : 1285 sft

Nurer Chala
Size : 1210-1215 sft

Mirpur
Size : 1275-1350 sft

Nordha
Size : 1165-1350 sft

Land Wanted

Hot Line : 01817-033388
01819-296797
01817-143100

উত্তম বাসস্থানে প্রতিজ্ঞাবদ্ধ
কৌণিক প্রপার্টিজ লিঃ

Member | REHAB

Kounik Properties Ltd

Corporate Office : Safwan Road, House # 193, Level # 6, Block # B, Bashundhara, Baridhara, Dhaka-1229, Bangladesh.

To Watch Friday Sermon Regularly

Please visit: www.alislam.org

www.ahmadiyyabangla.org; www.mta.tv

Courtesy : **INTERNATIONAL TRADING HOUSE**

207/2, West Kafrul (2nd Floor), Rokeya Swarani, Mirpur, Dhaka-1207.

Phone : 88-02-9113176, Fax : 88-02-8121001, Web : www.ithbd.com, E-mail : tushar@ith.com, info@ithbd.com

Amecon Since 1983

www.amecon-bd.net

Our Activities
- Crest
- Trophy
- Sign Board
- Metal Sign
- Acrylic Letter
- POP & Interior
- Digital Printing

MEMBER ARA

H-79/3, Block-E, Chairman Bari, Banani, Dhaka-1213
Tel: 8824945, 9895686, 03792003208, Fax: 880-2-8824945
E-mail: amecon2007@yahoo.com, amecon2008@gmail.com

AMECON
NIAZ METALLIC

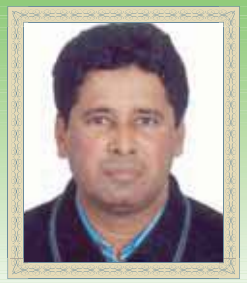

Meer Hasan Ali Niaz
Founder

Mobile: 01713001536, 01973001536

H - 79, Block # H / 11, Banani Chairman Bari, Zia Int'l Airport Road, Dhaka Tel : 9861046, 8856075, 8812459, Fax:8856075

Jessore Office	Bogra Office	Chittagong Office
Palbari More, New Khairtola	Kanas Gari, Sherpur Road	205, Baizid Bostami Road
Jessore. Tel : 67284	Bogra. Tel : 73315	Ctg. Tel : 682216

ameconniaz@yahoo.com

সম্পাদকীয়

mPxc Î

ইসলাম শান্তি ও সার্বজনীন ধর্ম

'ইসলাম'-এর শাব্দিক অর্থ শান্তি। এই একটি মাত্র শব্দের মধ্যেই সমস্ত ইসলামী শিক্ষা ও দৃষ্টিভঙ্গী অত্যন্ত সুন্দরভাবে এবং সংক্ষিপ্তাকারে প্রতিফলিত হয়েছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম। এর শিক্ষা মানুষের স্বার্থ এবং আশা-আকাঙ্খার প্রতিটি ক্ষেত্রেই শান্তির গ্যারান্টি দান করে।

আজকের এই পৃথিবীর সবচাইতে মারাত্মক ব্যাধি হচ্ছে শান্তির অনুপস্থিতি। সমকালীন বিশ্বে, মানুষ, সামগ্রিকভাবে, বস্তুগত উন্নতির কারণে অনেক উঁচু স্তরে উঠতে পেরেছে। এটা সম্ভব হয়েছে মানবীয় প্রয়োজনের প্রতিটি ক্ষেত্রে বিজ্ঞান ও প্রযুক্তির শিহরণ জাগানো অগ্রগতির ফলে।

সন্দেহ নেই, মানব-সমাজের অধিকতর ভাগ্যবান অংশের লোকেরা অর্থাৎ প্রথম ও দ্বিতীয় বিশ্বের বাসিন্দারা হাল যামানার বৈজ্ঞানিক উন্নতির সুফল ভোগ করছে অনেক বেশি করে। তৃতীয় বিশ্বও বেশ খানিকটা উপকৃত হয়েছে। কেননা, অগ্রগতির আলোক-রশ্মি সর্বাপেক্ষা অন্ধকার অঞ্চলগুলোর সেই সব গভীর প্রদেশেও প্রবেশ করেছে, যেখানে এখনও পর্যন্ত মানবসমাজের এক একটা অংশ দূর অতীতেই পরে আছে।

তথাপি, মানুষ সুখী নয়, পরিতৃপ্ত নয়। অস্থিরতা বৃদ্ধি পাচ্ছে। বৃদ্ধি পাচ্ছে ভীতি, শঙ্কা ও ভবিষ্যতের প্রতি অনাস্থা এবং সেই সঙ্গে অতীত থেকে প্রাপ্ত সব উত্তরাধিকারের প্রতিও অসন্তোষ। এগুলোই হচ্ছে, সেই সমস্ত গুরুত্বপূর্ণ উপাদানের কয়েকটি যা সমসাময়িক বিশ্বের প্রকৃতিকে চ্যালেঞ্জ করছে। এটাই আবার উল্টোভাবে, মানুষের মনের অন্তস্তলে জন্ম দিচ্ছে তার অতীত অথবা তার বর্তমানের প্রতি, গভীর অসন্তোষ। বিশেষ করে এটাই প্রবিষ্ট হচ্ছে তরুণ প্রজন্মের চিন্তাধারার গঠন প্রক্রিয়ার গভীরে। মানুষ, তাই শান্তির অন্বেষায় ব্যাকুল।

পবিত্র কুরআন বার বার এ বিষয়টি পরিষ্কার করে বলেছে যে, ইসলাম এমন একটি ধর্ম যার শিক্ষা মানুষের মন ও আত্মার সঙ্গে সম্পৃক্ত। ইসলাম জোর দিয়ে বলে যে, মানবমন বা মানবাত্মার মধ্যে প্রোথিত যে ধর্মের মূল তা স্থান ও কালের সীমাকে অতিক্রম করে যায়। মানবাত্মা অপরিবর্তনীয়। সুতরাং যে ধর্মের মূল প্রকৃতই মানবাত্মার অভ্যন্তরে প্রোথিত, তা অপরিবর্তনশীল। অবশ্য, যদি তা মানুষের পরিবর্তনশীল অবস্থাদির মধ্যে খুব বেশী জড়িয়ে না পড়ে, তা সে যে কোন যুগই হোক, আর মানুষ যত বেশি প্রগতিই সাধন করুক। যদি কোন ধর্ম, সেই সমস্ত নীতির উপরে অটল থাকে, যা মানবাত্মা থেকে স্বত: উৎসারিত, তবে সেই ধর্মের পক্ষে একটি সার্বজনীন ধর্মরূপে পরিণতি লাভ করার যৌক্তিক সম্ভাবনা রয়েছে।

[হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর 'বিশ্ব শান্তি: সমকালীন সমস্যাবলীর ইসলামী সমাধান' পুস্তক থেকে উদ্ধৃত]

৩০ নভেম্বর ২০১১

কুরআন শরীফ	২
হাদীস শরীফ	৩
অমৃত বাণী	৪
১১ নভেম্বর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	৫
২১ অক্টোবর ২০১১-এ প্রদত্ত **জুমুআর খুতবা** হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.)	১১
ইসলামে জিহাদ এর দর্শন আমিরুল হক, টরোন্টো, কানাডা	১৮
চরিত্রই হচ্ছে মানুষের প্রধান পরিচয় সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী	২১
চাঁনতারা মোখালেফাত ও কিছু কথা মুহাম্মদ আমীর হোসেন	২৩
তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্	২৬
স্মৃতির পাতা থেকে- **জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা** ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A	২৮
পাঠক কলাম	২৯
সংবাদ	৩২
বাংলাদেশে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রতিষ্ঠার শতবার্ষিকী জুবিলী ২০১৩ পালনের জন্যে দোয়া ও ইবাদতের আধ্যাত্মিক কর্মসূচী	৩৫
পত্র-পত্রিকার পাতা থেকে	৩৬

কুরআন শরীফ

সূরা ইউসুফ-১২

يٰبَنِيَّ اذْهَبُوْا فَتَحَسَّسُوْا مِنْ
يُّوْسُفَ وَ اَخِيْهِ وَ لَا تَايْـَٔسُوْا مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ ؕ اِنَّهٗ
لَا يَايْـَٔسُ مِنْ رَّوْحِ اللّٰهِ اِلَّا الْقَوْمُ الْكٰفِرُوْنَ ﴿۸۸﴾

৮৮। হে আমরা পুত্ররা! তোমরা যাও ইউসুফ, ও তার ভাইয়ের[১৪০৫] অনুসন্ধান কর এবং আল্লাহ্‌র কৃপা থেকে নিরাশ হয়ো না। আল্লাহ্‌র কৃপা থেকে অবিশ্বাসী ছাড়া আর কেউই নিরাশ হয় না'

فَلَمَّا دَخَلُوْا عَلَيْهِ قَالُوْا يٰۤاَيُّهَا الْعَزِيْزُ مَسَّنَا وَ اَهْلَنَا
الضُّرُّ وَ جِئْنَا بِبِضَاعَةٍ مُّزْجٰىةٍ فَاَوْفِ لَنَا الْكَيْلَ وَ
تَصَدَّقْ عَلَيْنَا ؕ اِنَّ اللّٰهَ يَجْزِى الْمُتَصَدِّقِيْنَ ﴿۸۹﴾

৮৯। অতএব তারা যখন তার (অর্থাৎ ইউসুফের) কাছে এল তারা বললো, 'হে ক্ষমতাধর ব্যক্তি! আমরা ও আমাদের পরিবার নিদারুন কষ্টে পড়ে গেছি। আর আমরা খুব সামান্য পুঁজি নিয়ে এসেছি। অতএব আমাদেরকে পূর্ণ মাত্রায় (শস্য বরাদ্দ) দাও এবং আমাদেরকে কিছু দান খয়রাতও কর[১৪০৫-ক]। নিশ্চয় আল্লাহ্ দানখায়রাতকারীদেরকে প্রতিদান দিয়ে থাকেন।'

قَالَ هَلْ عَلِمْتُمْ مَّا فَعَلْتُمْ بِيُوْسُفَ وَ اَخِيْهِ اِذْ اَنْتُمْ
جٰهِلُوْنَ ﴿۹۰﴾

৯০। সে বললো, 'তোমরা যখন অজ্ঞ ছিলে[১৪০৬] তখন তোমরা ইউসুফ ও তার ভাইয়ের সাথে যা করেছিলে তোমাদের কি তা স্মরণ আছে?'

قَالُوْۤا ءَاِنَّكَ لَاَنْتَ يُوْسُفُ ؕ قَالَ اَنَا
يُوْسُفُ وَ هٰذَاۤ اَخِيْ ۫ قَدْ مَنَّ اللّٰهُ عَلَيْنَا ؕ اِنَّهٗ مَنْ
يَّتَّقِ وَ يَصْبِرْ فَاِنَّ اللّٰهَ لَا يُضِيْعُ اَجْرَ الْمُحْسِنِيْنَ ﴿۹۱﴾

৯১। তারা বললো, 'তুমিই কি সেই ইউসুফ?' সে বললো, 'হাঁ, আমিই ইউসুফ। আর এ হলো আমার ভাই। নিশ্চয় আল্লাহ্ আমাদের (উভয়ের ওপর) অনুগ্রহ করেছেন। যে-ই তাক্‌ওয়া অবলম্বন করে এবং ধৈর্য ধরে নিশ্চয় সেক্ষেত্রে সৎকর্মপরায়ণদের প্রতিদান আল্লাহ্ কখনো বিনষ্ট হতে দেন না।'

১৪০৫। এই আয়াতও বলছে, হযরত ইয়াকুব (আ.) এর দৃঢ় বিশ্বাস ছিল যে ইউসুফ, বেনজামিন এবং ইহূদা মিশর দেশে বেঁচে আছেন।

১৪০৫-ক। এখানে হযরত ইউসুফ (আ.) এর ভাইদের আচরণ দুর্বোধ্য বলে মনে হয়। তারা নৈতিকভাবে এত দুর্বল হয়ে গিয়েছিল যে তখন তাদের মিশর যাওয়ার উদ্দেশ্য ছিল ইউসুফ, বেনজামিন ও ইহূদার অনুসন্ধান করা। কিন্তু তারা তা উপেক্ষা করে নিজেদের জন্য খাদ্য শস্যের প্রার্থনা জানালো।

১৪০৬। এভাবে ভাইদেরকে ভিক্ষা করার হীনমন্যতার অতিরিক্ত সুযোগ না দিয়ে হযরত ইউসুফ (আ.) নিজেকে প্রকাশ করার জন্য মনস্থ করলেন এবং পরোক্ষভাবে সেই বিষয় উত্থাপন করলেন।

হাদীস শরীফ

তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর, যেভাবে তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত

কুরআন :

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।' (সূরা আলে ইমরান : ১০৩)

হাদীস :

আন আনাসিন (রা.) ইন্নাকুম লাতা'লামুনা আ'মালান হিয়া আদাককু ফী আ'ইউনিকুম মিনাশ্ শা'রে কুন্না নাউদ্দুহা আলা আহদে রাসুলিল্লাহি সাল্লাল্লাহু আলাইয়ে ওয়া সাল্লামা মিনাল মু'বিকাতে (বুখারী)।

অর্থাৎ আনাস (রা.) হতে বর্ণিত তোমরা এমন সবকাজ করে থাকো যেগুলো তোমাদের দৃষ্টিতে চুল হতেও নগণ্য। কিন্তু আমরা রাসূলুল্লাহ্ (সা.)-এর যুগে সেগুলোকে ধ্বংসকারী তুচ্ছ হিসেবে গণ্য করতাম (বুখারী)।

'হে যারা ঈমান এনেছ! তোমরা আল্লাহ্‌র তাক্‌ওয়া অবলম্বন কর যেভাবে তাঁর তাক্‌ওয়া অবলম্বন করা উচিত, এবং তোমরা কখনও মৃত্যু বরণ করো না, যতক্ষণ পর্যন্ত না তোমরা আত্মসমর্পণকারী হও।'

ব্যাখ্যা :

ইসলাম আমাদের জীবনকে সুন্দর ও পরিপূর্ণ করতে চায়। পরিপূর্ণ জীবনের জন্য তাকওয়া হলো পাথেয়। তাক্‌ওয়াবিহীন জীবন অসফলতার প্রতীক। মানুষ প্রতিনিয়ত পাপ করে যাচ্ছে। আর এর কারণ হলো, মানুষ এসবকে তুচ্ছ মনে করে। যার মাঝে তাক্‌ওয়া আছে সে তার কোন কর্মকে খাটো করে দেখে না। বরং তার কর্ম সে খোদার সন্তুষ্টির মাপকাঠিতে মেপে দেখে।

সাহাবায়ে কেরাম আল্লাহ্‌র রাসূল (সা.)-এর যুগে ছোট ছোট বিষয়কেও প্রধান্য দিয়েছেন। তাঁরা ঐ সকল খোদার সন্তুষ্টির মাপ কাঠিতে মেপে দেখেছেন। সালাম দেওয়া, প্রতিবেশীর সাথে ভাল ব্যবহার, মানুষের সাথে ভাল ব্যবহার, হাস্যবদনে সকলের সাথে সাক্ষাৎ করা এমন সব বিষয়কে তাঁরা অত্যন্ত গুরুত্ব দিতেন।

কিন্তু আজ আমরা এ সকল বিষয়ের দিকে ফিরেও তাকাতে চাই না। যার সাথে ইচ্ছা যেমন ব্যবহার করলাম এটাও তাক্‌ওয়ার পরিপন্থী।

আল্লাহ্ করুন আমরা সবাই যেন আমাদের আমলের দিকে তাকাই ও সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম বিষয়গুলোকেও যা আল্লাহ্‌র দৃষ্টিতে বড়, গুরুত্ব দিয়ে আমল করি, আমীন।

আলহাজ্ব মওলানা সালেহ্ আহমদ
মুরব্বী সিলসিলাহ

অমৃতবাণী

প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া

হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)

জগদ্বাসী তাদের সম্পদ ও বন্ধু-বান্ধবদের উপর খোদাকে প্রধান্য দেয় না, কিন্তু তোমরা তাঁকে প্রাধান্য দাও যাতে আকাশে তোমরা তাঁর জামা'তভুক্ত বলে গণ্য হতে পার। রহমতের নিদর্শন দেখানো আদিকাল থেকেই খোদা তাআলার রীতি, কিন্তু তোমরা এই রীতির দ্বারা তখনই উপকৃত হতে পারবে, যখন তাঁর এবং তোমাদের মধ্যে কোন দূরত্ব না থাকেএবং তোমাদের সন্তুষ্টি তাঁর সন্তুষ্টি ও তোমাদের ইচ্ছা তাঁর ইচ্ছাতে পরিণত হবে এবং প্রত্যেক সফলতা ও বিফলতার সময় তোমাদের মস্তক তাঁর দ্বারে অবনত থাকবে যেন তাঁরই ইচ্ছা পূর্ণ হয়। যদি তোমরা এইরূপ কর, তা হলে সেই খোদা তোমাদের মধ্যে প্রকাশিত হবেন যিনি দীর্ঘকাল যাবৎ আপন চেহারা লুক্কায়িত রেখেছে। তোমাদের মধ্যে কি কেউ আছে, যে এই উপদেশ মত কার্য করতে ও তাঁর সন্তুষ্টি লাভের আকাঙ্ক্ষী হতে এবং তাঁর কাযা ও কদরে (ফয়সালা ও নিয়তিতে) অসন্তুষ্ট না হতে প্রস্তুত?

অতএব বিপদ দেখলে তোমরা তোমরা আরও সম্মুখে অগ্রসর হবে কারন এটাই তোমাদের উন্নতির উপায়। তাঁর তৌহীদ জগতে প্রচার করতে নিজেরা সমস্ত শক্তি প্রয়োগ কর। তাঁর বান্দাগণের প্রতি দয়া প্রদর্শন কর ও তাদেরকে নিজ জিহ্বা বা হস্ত দ্বারা বা অন্য কোনও উপায়ে উৎপীড়ন করো না এবং সৃষ্ট জীবনের উপকার সাধনে সচেষ্ট থাক। কারোও প্রতি, সে তোমার অধীনস্থ হলেও, অহঙ্কার দেখাবে না এব কেউ গালি দিলেও তুমি গালি দিও না। বিনয়ী, সহিষ্ণু সদুদ্দেশ্যপরায়ণ ও সৃষ্ট জীবরে প্রতি সহানভূতিশীল হও, যেন খোদা তাআলার নিকট গ্রহণীয় হতে পার। অনেকে এইরূপ আছে, যারা বাহ্যত: সরল, কিন্তু অভ্যন্তরে সর্প-বিশেষ। সুতরাং কখনো তাঁর নিকট গ্রহণীয় হবে না, যে পর্যন্ত তোমাদের বাহ্যিক ও আভ্যন্তরীণ অবস্থা এক না হয়। বড় হয়ে ছোটকে অবজ্ঞা করবে না, তার প্রতি দয়া প্রদর্শন করবে। বিদ্বান হলে, বিদ্যাহীনকে আত্মগরিমাবশত: অবমাননা না করে তাকে সুদপদেশ দিবে। ধনী হলে আত্মভিমান দারিদ্রের প্রতি গর্ব না করে তাদের সেবা করবে। ধ্বংসের পথ হতে সাবধান থাকবে। সর্বদা আল্লাহকে ভয় করবে এবং তাক্‌ওয়া অবলম্বন করবে। কোন সৃষ্ট জীবের উপসনা করবে না। নিজ প্রভুর প্রতি একনিষ্ঠ হও। সংসার হতে মনকে নির্লিপ্ত রাখ এবং তাঁর জন্য সকল প্রকার অপবিত্রতা ও পাপকে ঘৃণা কর; কেননা তিনি পবিত্র। প্রত্যেক প্রভাত যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি তাক্‌ওয়ার সাথে রাত্রি যাপন করেছ এবং প্রত্যেক সন্ধ্যা যেন সাক্ষ্য দেয় যে, তুমি ভীতির সাথে দিন অতিবাহিত করেছো।

সুতরাং যে ব্যক্তি আমার নিকট সত্যিকার বয়আত গ্রহণ করে সরল অন্ত:করণে আমার অনুগামী হয় এবং আমার আনুগত্যে বিলীন হয়ে স্বয়ী কামনা বাসনাকে পরিত্যগ করে সেই ব্যক্তির জন্যই এই বিপদসঙ্কুল দিনে আমার রূহ শাফায়াত (সুপারিশ) করবে। সুতরাং হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামাতভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামাতভুক্ত বলে পরিগণিত হবে যখন তোমরা সত্যিকারভাবে তাক্‌ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচ ওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নিবিষ্টচিত্তে আদায় করবে যেন তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে সাক্ষাৎভাবে দেখতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে, সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে, নিশ্চয় স্মরণ রেখো যে কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যাতে তাক্‌ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্‌ওয়া।

(কিশতিয়ে নূহ্ পুস্তকের ২২-২৩ ও ২৬-২৭ পৃষ্ঠা থেকে উদ্ধৃত)

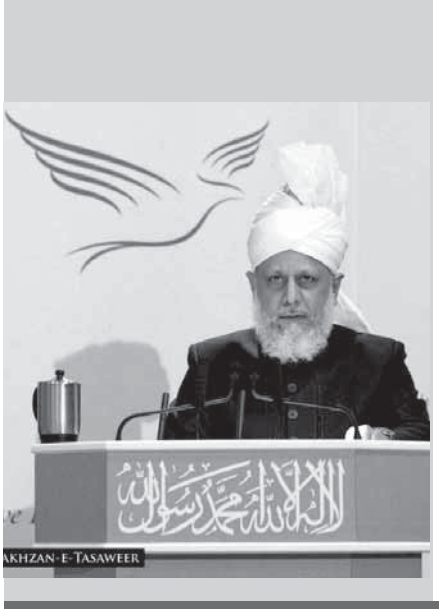

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ১১ নভেম্বর ২০১১-এর (১১ নবুয়ত, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

(বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে)

১৯৭৪ ইং সনে পাকিস্তানের সংসদে আহমদীদের অমুসলিম ঘোষণা করে আইন পাশের পর থেকেই আহমদীদের উপর অত্যাচার ও নির্যাতন অব্যাহত রয়েছে, স্বদেশে তাদের জীবন দুঃর্বিসহ করে তোলার অপচেষ্টা চলছে। স্বৈরশাসক জেনারেল জিয়াউল হক স্বৈরাচারিতাকে পুরোপুরি কাজে লাগিয়ে সেই আইনকে কঠোরতর করেছে- এই বলে যে, আহমদীদের কোন গুরত্বই নেই; এদের বিরুদ্ধে আমরা আইন পাশ করেছি। তাদের আমরা আমাদের মধ্যে থেকে তথা (তাদের ধারণামতে) মুসলিম উম্মত থেকে বের করে দিয়েছি। (অবশ্য আহমদীদের তারা আহমদী নয় বরং কাদিয়ানী অথবা মির্যায়ী বলে থাকে)। তাদের বলেছি, তোমরা নিজেদেরকে অমুসলিম বলবে, কলেমা পাঠ করবে না, কাউকে আসসালামো আলাইকুম বলবে না।

তোমরা এমন কিছু করবে না যাতে মুসলমান হওয়ার সামান্যতম হাবভাবও প্রকাশ পেতে পারে। কিন্তু তোমরা তারপরও বিরত হচ্ছ না! তোমরা সেই সকল কথা ও কাজ করছ যা একজন খাঁটি মুসলমানের হয়ে থাকে। তাই আমরা তোমাদেরকে হয়ত কারাগারে পাঠাব অথবা এই অর্ডিনেন্সের অবাধ্যতা করে, হযরত খাতামুল আম্বীয়া মুহম্মদ মুস্তফা সাল্লাল্লাহো আলাইহে ওয়া সাল্লামের সাথে সম্পৃক্ততার কারণে তোমাদেরকে ফাঁসীর তক্তায় ঝোলাবো এবং তোমাদেরকে ফাঁসী দেব। তোমাদের এতবড় দু:সাহস! সংখ্যায় তোমরা এত সল্প হওয়া সত্ত্বেও মুসলমান হওয়ার দাবী করে সংখ্যাগরিষ্ট শ্রেণীর মনে আঘাত দিচ্ছ।

অতএব পাকিস্তানে আহমদীদের সাথে যে আচরণ করা হচ্ছে এবং যে আইন চাপানো হচ্ছে এ হলো তার সারকথা। তারা সংখ্যা লঘুতার ঢোল পিটিয়ে আহমদীদেরকে ঈমান থেকে বিচ্যুত করার যে অপচেষ্টা করে আসছে এবং চেষ্টা করে চলেছে তা কোন নতুন ঘটনা নয়। ধর্মের ইতিহাসে এসব কিছুই হতে দেখা যায়। প্রত্যেক যুগের ফেরাউন নিজ যুগের নবী ও খোদা-প্রেমিকদের সাথে এমনই আচরণ করেছে। কুরআন করিমে বর্ণিত এ বিষয়টি আজও বিরাজমান। ফেরাউন বলেছিল,

إِنَّ هَؤُلَاءِ لَشِرْذِمَةٌ قَلِيلُونَ وَإِنَّهُمْ لَنَا لَغَائِظُونَ

(সূরা শো'আরা ৫৪-৫৫) অর্থাৎ এরা সংখ্যায় একটি তুচ্ছ দল, তারপরও আমাদেরকে রাগান্বিত ও উত্তেজিত করে। সুতরাং আমরা আহমদীরা যখন এই বিরোধীতা দেখি আমাদের ঈমান দৃঢ় হয় কেননা নবীদের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি ঘটছে।

আজ অবশ্যই আমরা সংখ্যায় কম এবং জাগতিক দৃষ্টিতে কোন মূল্য রাখি না। আমাদের প্রতি তারা ক্ষেপাটে, একারণে নয় যে আমরা কোন পাপে লিপ্ত অথবা বড় কোন অপরাধ করছি বা আমরা কোন আইন লঙ্ঘন করে দেশের ক্ষতি সাধন করছি, আমরা আইন অমান্য করে জনগনের অধিকার খর্ব করছি বা একারণেও নয় যে আমরা সন্ত্রাস করছি বরং আমাদের দেখে তারা রাগান্বিত বা উত্তোজিত হওয়ার কারণ হলো, আমরা আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূল (সা.)-এর সাথে ভালবাসা এবং বিশ্বস্ততা রক্ষা করছি। আমরা দেশ প্রেমে উদ্বুদ্ধ হয়ে শান্তিপ্রিয়তার দৃষ্টান্ত স্থাপন করছি। (তাদের দুঃখ হলো) আমরা কেন আল্লাহ্‌র বান্দাদের অধিকার কেড়ে নিচ্ছি না? কেন সেই সন্ত্রাসী কর্মকান্ডে অংশ নিচ্ছি না যা দেশে যুলুম, অত্যাচার ও বর্বরতার বাজার গরম করে রেখেছে?

সুতরাং তাদের উদ্দেশ্যে আমাদের জবাব এটিই যে, আমরা এ যুগের ইমাম, হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর প্রকৃত প্রেমিক, তাঁর (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুসারে আগমনকারী মসীহ্ মওউদ ও ইমাম মাহদী (আ.)- এর মান্যকারী, যার পৃথিবীতে অবির্ভূত হয়ে তাঁর মনিব ও অনুসরনীয় নেতা (সা.)-এর সুন্নত বা আদর্শকে পুনঃপ্রবর্তন করে পৃথিবীতে প্রেম, প্রীতি, ভালবাসা সুখ শান্তিও সৌহার্দ্য সৃষ্টির রীতি শিখানোর কথা ছিল।

সুতরাং যুগ ইমামের হাতে বয়আত করে আমরা যে এ সব কিছু করছি তা সত্যিকার অর্থে আমাদের নেতা হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)-এর অনুসারী হিসেবে স্বীয় দায়িত্ব পালনের চেষ্টা মাত্র। আমরা প্রাথমিক যুগের মুসলমানদের আদর্শ পুনঃপ্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা করছি। আমাদের মাঝে এ সাহসের সঞ্চার এবং মৃত্যুর চোখে চোখ রেখে দাঁড়াবার ক্ষমতা আল্লাহ্‌র সেই বীর পুরুষ সৃষ্টি করেছেন যাকে আল্লাহ্ তা'লা ইসলামের পুনঃজাগরনের জন্য এ যুগে প্রেরণ করেছেন। আমাদের জীবনের নিরাপত্তার চেয়ে ঈমানের নিরাপত্তাবিধানের সাহস মহানবী (সা.)-এর সেই প্রেমিক আমাদের দান করেছেন যিনি সুরাইয়া নক্ষত্র থেকে ঈমানকে পুনঃরায়

পৃথিবীতে এনেছেন। আমরা এসব ত্যাগের জন্য প্রস্তুত। আমরা ত্যাগের মর্ম বুঝেই ত্যাগ স্বীকারে প্রস্তুত। আমরা সেই ইমামকে মেনেছি যাঁকে আল্লাহ্ তা'লা 'জরিউল্লাহে ফি হুলালিল আম্বিয়া' আখ্যা দিয়েছেন (অর্থাৎ আল্লাহ্‌র বীর, নবীগণের পোষাকে) অর্থাৎ তিনি নবীগনের পোষাকে আল্লাহ্‌র রসূল। বারাহীনে আহমদীয়ার পঞ্চম খন্ডে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন "এ ওহীর অর্থ হলো, হযরত আদম (আ.) এর পর থেকে যত নবীরা (আ.) খোদার পক্ষ থেকে এ পৃথিবীতে এসেছেন, হোন না বনী ইসরাঈলী অথবা অইসরাঈলী, তাঁদের বিশেষ বিশেষ ঘটনাবলী বা গুণাবলী হতে কিছু না কিছু এ অধমকে দান করা হয়েছে। এমন কোন নবী গত হন নি যাঁর গুণাবলী ও তাঁর বিশেষ ঘটনাবলীর কোন না কোন অংশ আমাকে দেয়া হয় নি। প্রত্যেক নবীর প্রকৃতির ছাপ আমার মধ্যে রয়েছে। আর এ বিষয়টি আল্লাহ্ আমাকে জানিয়েছেন।

অতএব তাঁকে যেহেতু সব নবীদের (গুণাবলী হতে) অংশ দেয়া হয়েছে তাই তাঁদের সাথে ঘটে যাওয়া বিরুদ্ধাচারণ মূলক ঘটনাসমূহ এবং তাঁদের যুগের ইতিহাসের পুনরাবৃত্তি তিনি (আ.) ও তাঁর জামাতের সাথেও ঘটার ছিল। তবে বিরুদ্ধাচারণ ও আইন প্রনয়ন করে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর জামাতের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। কেননা এসব সংবাদের সাথে সেই বিজয়ের সুসংবাদ ও তিনি পেয়েছেন এবং সে সব সফলতারও সুসংবাদ লাভ করেছেন যা (অতীতের) নবীগণ পেয়েছিলেন; বরং এর চেয়ে বড় সুসংবাদ প্রাপ্ত হয়েছেন। তাঁর একটি ইলহাম হলো "বুশরা লাকা ইয়া আহমদী" হে আমার আহমদ তুমি সুসংবাদ প্রাপ্ত হও।

সুতরাং এসব আইন, কঠোরতা ও নির্যাতন হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের উন্নতিকে বাধা গ্রস্থ করতে পারবে না, যদিও বিরোধীতার কঠিন যুগ আমরা অতিবাহিত করছি। অনেক স্থানে অত্যাচার নির্যাতন অনেক বেশী চলছে কিন্তু পরিনামে বিজয়ের দ্বার উম্মোচিত হওয়ার সুসংবাদ আল্লাহ্ তা'লাই তাঁকেই দিয়েছেন আর বিভিন্নভাবে দিয়েছেন।

তিনি তাঁর পুস্তিকা আসমানী ফয়সালায় লিখেন:

"খোদা তা'লা আমাকে সম্বোধন করে সুস্পষ্ট ভাষায় বলেছেন "আনাল ফাত্তাহু আফতাহু লাকা তারা নাসরান আজীবান ওয়া ইউখিররুনা আলাল মাসাজিদে রাব্বানাগ ফিরলানা ইন্না কুন্না খাতেঈন"। অর্থাৎ আমি বিজয় দান কারী, আমিই তোমাকে বিজয় দান করবো। তুমি এক বিস্ময়কর সাহায্য প্রতক্ষ্য করবে। আর অস্বিকারকারীদের মধ্য থেকে কতক যাদের অদৃষ্টে হেদায়েত প্রাপ্ত হওয়া অবধারিত, তারা নিজেদের সিজদাস্থলে অবনত হবে এবং বলবে হে আমাদের প্রভূ, তুমি আমাদের পাপ সমূহ ক্ষমা কর আমরা ভ্রান্তিতে নিপতিত ছিলাম। তাঁর প্রতি আরেকটি ইলহাম হয়েছে 'লাকাল ফাত্হু ওয়া লাকাল গালবাতু' অর্থাৎ তোমার জন্য বিজয় অবধারিত এবং তোমার জন্য সফলতা। সুতরাং কতক জামাত যে সকল সমস্যার সম্মুখীন হচ্ছে, বিশেষ কওে পাকিস্তান, ইন্দোনেশিয়া, মালায়েশিয়া এবং অন্যান্য মুসলিম দেশগুলিতে আইন করে জামাতের বিরুদ্ধে যে অপত্যৎপরতা চালানো হচ্ছে এর বিপরিতে আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকে এর চাইতে বড় সফলতা ও বিজয়ের সুসংবাদ দিচ্ছেন।

আল্লাহ্ তালার কৃপায় যে ঈমানী সৎসাহস যুগের ইমাম আহমদীদের দান করেছেন সে কারণে তারা এই যুলুম ও নির্যাতনকে আদৌ ভ্রুক্ষেপ করে না। বস্তুবাদী কোন দল যদি হতো তাহলে এই নির্যাতনের কারণে কবেই না নির্যাতনকারীদের সামনে নতজানু হয়ে যেতো বা মুনাফেকী এবং কপটতার আশ্রয় নিতো। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লার ফযলে আহমদীয়া জামাত শুধুমাত্র নির্যাতনই সহ্য করছে না বরং সমস্ত প্রতিকূলতা সত্ত্বেও উন্নতির পথে এগিয়ে চলেছে। কেউ যদি বুদ্ধিমান হয়, ন্যায়নীতিজ্ঞান রাখে, তাহলে তার জন্য এই জামাত যে ঐশী জামাত এর প্রমাণ স্বরপ এই দলিলটিই যথেষ্ট আর যথেষ্ট হওয়া উচিত।

আমি এখনই পড়ে শুনালাম, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) কে আল্লাহ্ তা'লা ইলামের মাধ্যমে জানিয়েছেন, এক সময় এমন আসবে যখন এদের মধ্য থেকে যারা এখন নাম সর্বস্ব মোল্লাদের দ্বারা প্রভাবিত হয়ে বা তাদের ভয়ে ভীত হয়ে বা আইনের ভয়ে সত্যকে চিনছে না, তারা সেজদায় নিজেদের পাপের জন্য ক্ষমা প্রার্থনা করে মহানবী (সা.)-এর এই সত্যিকার প্রমিকের সাথে সম্পৃক্ত হওয়াতে গর্ববোধ করবে। আর যারা নোংরা-প্রকৃতির তারা নিজেদের পরিণামকে এভাবে প্রত্যক্ষ করবে বা তারা জগতের জন্য এমনভাবে শিক্ষনীয় দৃষ্টান্ত হয়ে থাকবে যেভাবে পূর্বের নবীদের বিরুদ্ধবাদীরা ও সত্যের বিরোধীরা হয়েছিল। কুরআনে করীমের কয়েক স্থানে এর উল্লেখ রয়েছে। আল্লাহ্ তা'লা কুরআন করীমের এক জায়গায় বলেন:

أَوَلَمْ يَسِيرُوا فِي الْأَرْضِ فَيَنْظُرُوا كَيْفَ كَانَ عَاقِبَةُ الَّذِينَ كَانُوا مِنْ قَبْلِهِمْ كَانُوا هُمْ أَشَدَّ مِنْهُمْ قُوَّةً وَآثَارًا فِي الْأَرْضِ فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ بِذُنُوبِهِمْ مَا كَانَ لَهُمْ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَاقٍ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ كَانَتْ تَأْتِيهِمْ رُسُلُهُمْ بِالْبَيِّنَاتِ فَكَفَرُوا فَأَخَذَهُمُ اللَّهُ إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

(মু'মিন আয়াত নং ২২-২৩)

পূর্ববর্তীদের কী পরিণাম হয়েছিল তা প্রতক্ষ্য করার মানসে তারা কি পৃথিবীতে পরিভ্রমণ করেনি? (যদি করত তা হলে দেখতে পেতো) তারা এদের চেয়ে অনেক বেশি শক্তিশালী এবং পৃথিবীতে কীর্তি রেখে যাওয়ার ক্ষেত্রে অধিক ক্ষমতাশালী ছিল। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে পাপের কারণে ধৃত করলেন। আল্লাহ্‌র হাত থেকে তাদের কোন রক্ষাকারী ছিল না। এর কারণ হলো, তাদের নিকট তাদের রসূলগণ সুস্পষ্ট নিদর্শনাবলীসহ আসা সত্ত্বেও তারা অস্বীকার করেছিল। সুতরাং আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে ধৃত করলেন। নিশ্চয়ই তিনি পরম শক্তিশালী ও শাস্তি প্রদানে কঠোর।

আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর যে ইলহামসমূহের উল্লেখ করেছি এর কোনটিই তার নিছক দাবী ছিল না যে, আল্লাহ্ তা'লা আমার সাথে আছেন, আর আমাকে তিনি বিজয়ের সুসংবাদ দিয়েছেন। আল্লাহ তা'লা প্রতি কোন কথা আরোপ করা অনেক বড় একটি বিষয়। এমন লোকদেরকে আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করেন না যারা তাঁর নাম নিয়ে মিথ্যা বলে। অতএব হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে খোদা তা'লার সাহায্য ও সমর্থন আমরা প্রত্যক্ষ করছি ।এই বিষয়গুলো আমাদের এই বিশ্বাসকে আরো দৃঢ় করছে যে আল্লাহ্ তা'লা যেভাবে তাঁর যুগে তাঁর সাথে ছিলেন, তাঁকে সাহায্য করেছেন, ভবিষ্যতেও এমনটি করতে থাকবেন আর আজও আল্লাহ্ তা'লা স্বীয়

অনুগ্রতে এমনই করছেন। আজও তথ্য ও উপাত্ত বিষয়টিকে সমর্থন করছে যে আল্লাহ্ তা'লা তাঁর সাহায্য সহযোগিতায় আমাদেরকে সিক্ত করে যাচ্ছেন। হ্যাঁ যেভাবে এ আয়াত থেকে স্পষ্ট, নবীদের বিরোধীদের এবং ঐশী জামাতের উপর নির্যাতনকারীদেরকে খোদা তা'লা এক কাল পর্যন্ত অবকাশ দেন, অবশেষে একদিন অবশ্যই ধৃত করেন। যখন আল্লাহ্ তা'লার ধৃত করার সময় আসে তখন কোন শক্তি, কোন ক্ষমতা ও কোন সংখ্যাধিক্য কাজে আসে না। আজ আহমদীদের উপর বল প্রয়োগকারী ও আইন প্রনয়নকারী, ভিক্ষার ঝুলি ধরিয়ে দেয়ার দাবিকারকগণের বা নাউযুবিল্লাহ্ আহমদীয়াতরূপী তথাকথিত ক্যান্সারকে নিমূলকারীদের শক্তি অতি অল্পই যা আল্লাহ্ যখন বিনাশ করতে চাইবেন তাঁরা বুঝেও উঠতে পারবে না।

যাদের দৃষ্টান্ত আল্লাহ্ তা'লা দিয়েছেন, যাদেরকে তিনি ধ্বংস করেছেন তারা অনেক সম্পদশালী ছিল। যারা আজ আমাদের উপর অত্যাচার করছে, তাদেও নিজস্ব সম্পদও নেই। দেশ চালানোর জন্য তারা অন্যান্য রাষ্ট্রের দিকে ঋণের জন্য চেয়ে থাকে। অতএব, আমাদের শাসকশ্রেণী ও সর্বসাধারনের জন্যও এটি ভাবার বিষয়, যারা না বুঝে অন্যায় করে বা অত্যাচারের সমর্থন করে আল্লাহ্ তা'লার প্রেরিত ব্যক্তিকে নিজেদের সব লেখা ও সরকারী কাগজে গালমন্দ করে। বর্তমানে পাকিস্তানে কোন ডকুমেন্ট বানাতে হলে, কোন সনদ নিতে হলে, কোন কাজ করতে হলে, কোথাও ভর্তি হতে গেলে, এমন কোন কাগজ পাবেন না যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) এর বিরুদ্ধে অশালীন কিছু বিদ্যমান নেই। বলা হয়, যদি তুমি মুসলমান হও তবে এতে সাক্ষর কর। বাজার, অফিস বা পার্ক সমূহে জঘণ্য গালিতে ভরা পোষ্টার লাগিয়ে এসব লোকেরা অনেক বড় পাপ করছে। যারা এসব দেখে নির্বিকার, তারাও পরোক্ষভাবে গুনাহ্ করছে। হয়ত ভদ্রতা হারিয়ে গেছে বা খোদা তাআলার ওপর বিশ্বাস উঠে গেছে।

অন্যায়ভাবে আহমদীদের বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করে তারা এমন কাজ করছে যা নিঃসন্দেহে আল্লাহ্ তা'লার দৃষ্টিতে অপছন্দনীয়। আল্লাহ্ তা'লা বলেছেন, তোমরা শত্রুদের সাথেও সুবিচার কর। যারা তোমাদের উপর নির্যাতন বা অন্যায় করেছে তাদের প্রতিও অন্যায় করো না; কিন্তু সে সব লোকদের কার্যকলাপ, সম্পূর্ণ উল্টো।

আল্লাহ্ তাআলা বলেছেন, মিথ্যা হলো শির্ক। আর শির্ক এমন এক নোংরামী ও পাপ যা আল্লাহ্ তা'লা ক্ষমা করেন না। কিন্তু এদের নিজেদের অবস্থা কি? তাদের তাকওয়া, পূণ্য এবং আল্লাহ্ ও তার রসূলের নাম সমুন্নত করার স্বরূপ তো আমরা রোজই প্রত্যক্ষ করছি।

আমি আপনাদের সামনে একটি ঘটনা বলছি যদ্বারা এর প্রকৃত রুপ ফুটে উঠবে। কিছুদিন পূর্বে এক আহমদীর বিরুদ্ধে মিথ্যা মামলা দায়ের করা হয়। এক হত্যা মামলায় তাকে জড়ানো হয়। যখন তাদের বলা হলো, বোঝানো হলো যে এটি বানোয়াট কথা, একি অন্যায় ও নির্যাতন করছ? তখন মৌলভীদের চাপের মুখে যারা বাদী হয়ে মামলা করেছে তারা বলে আমরা জানি সে নির্দোষ কিন্তু আমরা মামলা করেছি তার আহমদী হওয়ার কারণে। আজ যদি সে আহমদীয়াত ছেড়ে দেয়, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে গালি দেয়, তবে আমরা মামলা প্রত্যাহার করে নেব এবং জেল থেকে ছাড়ানোর সর্বপ্রকার চেষ্টা করব। জেল থেকে বেরুলে তাকে মালা পরিয়ে বরন করব, স্বাগতম জানাবো। এই হচ্ছে এদের অবস্থা। এতসব সত্ত্বেও এরা খাঁটি মুসলমান হবার দাবীদার আর আহমদীগণ কাফের! মিথ্যা তাদের কাছে কোন ব্যাপারই না।

হে আহমদী বিরোধীগণ! সেই খোদাকে ভয় কর যার সম্মুখে তোমাদের সম্পদ, তোমাদের গর্ব ও অহংকার, তোমাদের মসজিদের ইমামতি, তোমদের রাজনৈতিক দল সমূহ, তোমাদের রাষ্ট্র এবং তোমাদের সংখ্যা গরিষ্ঠতার কোন গুরুত্ব নেই। এসব অত্যাচারের বিরুদ্ধে আমাদের জবাব সেটাই যা কুরআন করীম এ আয়াতে প্রদান করেছে,

إِنَّهُ قَوِيٌّ شَدِيدُ الْعِقَابِ

অর্থাৎ ''নিশ্চয় তিনি পরম শক্তিশালী ও কঠোর শাস্তিদাতা''। অত্যাচার এমন চরম সীমায় পৌঁছেছে যে স্কুলের নিঃস্পাপ আহমদী বাচ্চাদের বলা হয়, তোমরা মির্যায়ী কাফের তাই স্কুলে থাকতে পারবে না। স্কুলে পড়ার একটাই রাস্তা, হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) কে গালি দাও। যদি কোন স্কুলের প্রধান শিক্ষক বা কোন প্রাইভেট স্কুলের মালিক ভদ্রতা দেখায় তবে তাকে বলা হয়, আহমদী বাচ্চারা এ স্কুলে পড়লে আমরা আমাদের বাচ্চাদের স্কুলে পাঠাব না এবং তোমার বিরুদ্ধে প্রতিবাদ বিক্ষোভ করব এবং স্কুল বন্ধ করিয়ে দেবো।

ভদ্র মানুষ যদি এসকল মৌলভী ও নৈরাজ্যবাদীদের কথা না মানে তাহলে তাদেরকেও পরিনতির ভয় দেখানো হয়। এতএব একধরণের বিশৃংখলা দেশে বিরাজ করছে আর ব্যবস্থাপকরা, রাজনীতিবিদগণ নিজেদের রাজনৈতিক স্বার্থ সিদ্ধি ও অযোগ্যতার কারণে সেইসব মৌলভীদের হাতের ক্রিড়নকে পরিনত হয়েছে।

তাই যেভাবে আমি বলেছি, তা মৌলভী হোক বা সার্থপর রাজনীতিবিদ বা কোন সরকারী কর্মকর্তা হোক, যারাই এ অত্যাচারের সাথে জড়িত তাদের যেন স্মরণ থাকে যে, আল্লাহ্ তা'লা শাস্তি দানে কঠোর। এই কথা কেবল অতীতের কোন বিষয় নয় বরং জীবন্ত খোদার জীবন্ত হওয়ার এবং আজও সর্ব শক্তির আধার হওয়ার নিদর্শন স্বরূপ।

তাই হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-এর বিরোধীতাকারী এবং বিরোধীতায় সকল সীমা লঙ্ঘনকারীদের স্মরণ থাকা উচিত যে সত্যকে অস্বীকার করে আর সে সত্যের অস্বীকার করে যার ভবিষ্যদ্বাণী হযরত রসূল করীম (সা.) করে গেছেন এবং কুরআন করীমেও যার উল্লেখ রয়েছে যাকে অনেকেই আবেগের সাথে পড়ে থাকে বা পড়ার দাবী করে, তারা সেই লোকদেরই অন্তর্ভূক্ত হচ্ছে যারা মন্দ পরিণামের সম্মুখীন হয়েছে বা যাদের মন্দ পরিনাম পরবর্তী প্রজন্ম প্রত্যক্ষ করেছে বা আগত জাতীর জন্য যারা নিদর্শন হয়ে আছে।

এমন কোন অপরাধ আছে কি যা আজ তারা করছে না? অধিক পরিতাপের বিষয় হলো আহমদীদের উপর যে সকল নির্যাতন করা হচ্ছে তাতো হচ্ছেই, হেন কোন অপরাধ আছে কি যাতে আজ এরা লিপ্ত নয়? ঘুষ রয়েছে অন্য সকল ধরণের পাপ রয়েছে, নোংরামী, নৈতিক ব্যাধি, চুরি, ডাকাতি, হত্যা রাহাজানী এক কথায় সকল প্রকারের পাপ আজ আমাদের চোখে পড়ে।

সুতরাং এসব কি আল্লাহ্ তা'লার শাস্তিকে আমন্ত্রণ জানাচ্ছেনা? হে উদাসীনরা! একটু ভাব। আল্লাহ্ তা'লা এই জাতির প্রতি করুণা করুন, আমাদের এই দোয়াই

থাকবে। সমস্ত অত্যাচার নির্যাতন সত্ত্বেও উম্মতের প্রতি সহানুভূতির খাতিরে, মানবতার প্রতি সহানুভূতির লক্ষে আজকে আহমদীদের উচিত নিজেদের সমুদয় চেষ্টা-প্রচেষ্টাকে কাজে লাগানো। চেষ্টা-প্রচেষ্টার পাশাপাশি সব চেয়ে বেশি দোয়ার প্রতি মনোযোগ দিন আর যেখানে নিজেদের চেষ্টার কোন সুযোগ নেই, যেখানে আমাদের কথা শুনার জন্য কেউ প্রস্তুত নয়, যেখানে সালাম বললে মামলা ঠুকে দেয়া হয় সেখানে দোয়ার মাধ্যমে আল্লাহ্ তা'লার কাছে উম্মতের সংশোধনের জন্য দোয়া করুন। যেভাবে আমি বলেছি, এতে কোন সন্দেহ নেই যে আল্লাহ্ তা'লা হযরত মসীহ মওউদ (আ.)-কে বিজয় দান করবেনই। কেননা আল্লাহ্ তা'লা সর্বদা তাঁর নবীদের ও প্রেরীতদের বিজয় দান করে থাকেন।

আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআন করীমে উল্লেখ করেছেন

كَتَبَ اللَّهُ لَأَغْلِبَنَّ أَنَا وَرُسُلِي إِنَّ اللَّهَ قَوِيٌّ عَزِيزٌ

(সুরা মোজাহেদেলা ২২) অর্থাৎ ''আল্লাহ্ তা'লা সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন যে, তিনি এবং তাঁর রসূলগণই বিজয়ী হবেন। নিশ্চয়ই আল্লাহ্ তা'লা মহাশক্তিধর ও পরাক্রমশালী''।

এ আয়াত থেকে এটিই প্রতিয়মান হয় যে, এই বিজয়ের সিদ্ধান্ত স্বয়ং খোদা তা'লার। আর বিজয়ের যে পন্থা খোদা তা'লা উল্লেখ করেছেন বা যে প্রমাণ উপস্থাপন করেছেন তা হলো খোদা তা'লার সর্বশক্তিমান ও পরক্রমশালী। এই কথায় মোমেন এবং অস্বীকারকারী উভয় পক্ষের জন্য শিক্ষা রয়েছে এবং বলা হচ্ছে যে এসম্পর্কে ভাব। মোমেনদের বলা হয়েছে যে, আল্লাহ্ তা'লা যেখানে সকল শক্তির আধার এবং পরাক্রমশালী আর তিনি এই সিদ্ধান্ত করে রেখেছেন, তিনি এবং তাঁর রসূল বিজয়ী হবেন, সেখানে তোমরা নিজেদের দুর্বলতা এবং সংখ্যার স্বল্পতাকে দেখো না। এটি মনে করো না যে, আমাদের কোন গুরত্বই নেই। নিজেদের ঈমানকে দৃঢ় কর। আল্লাহ্ তা'লার সাথে ভালবাসার সম্পর্ক গড়ে তুলার জন্য যথাসাধ্য চেষ্টা কর। তোমরা বিজয় মাল্য লাভ করছ নাম মাত্র চেষ্টা করে।

অতএব, তোমরা পূণ্যকর্ম করে যাও, ইবাদতের ক্ষেত্রে একাগ্রচিত্ত হও যা তোমাদের সৃষ্টির উদ্দেশ্য। এই ক্ষেত্রে এগিয়ে যাওয়ার চেষ্টা কর। আর বিজয়ের ভাগী হও এবং বিরোধীদেরকে চ্যালেঞ্জ দাও যে তোমরা তোমাদের সমস্ত শক্তি প্রয়োগ করে দেখ কিন্তু স্মরণ রাখবে খোদা তা'লা মহা শক্তিধর এবং পরম পরাক্রমশালী। তাঁর সিদ্ধান্ত, তিনি তাঁর প্রিয়দের বিজয় দান করবেন।

অতএব তোমাদের ষড়যন্ত্র, তোমাদের সকল অপকৌশল, নিষ্পাপ শিশুদেরকে বিরক্ত করার অপপ্রচেষ্টা, আহমদী চাকুরিজীবীদের কষ্ট দেয়ার হীনচেষ্টা, তোমাদের আহমদী ব্যবসায়ীদেরকে বিরক্ত করার দুর্ভিসন্ধি, তোমাদের পথচারী আহমদীদের বিরুদ্ধে মামলা মোকাদ্দমা করার অপপ্রয়াস আল্লাহ্ এবং তাঁর রসূলের জন্য নির্ধারিত বিজয়কে ঠেকাতে পারবে না। যদি এটি বান্দাদের কাজ হতো তবে নিঃস্বন্দেহে তোমাদের শক্তি কাজে আসতে পারতো কিন্তু এটি খোদা তা'লার কাজ এবং পরিশেষে খোদা তা'লার সিদ্ধান্তই বিজয়ী হয়।

অতএব মহা শক্তিধর এবং পরাক্রমশালী আল্লাহ তা'লা যখন বলেছেন যে এ কাজ আমি করব, এক্ষত্রে সংখ্যা গরিষ্ঠ বা সংখ্যা লঘিষ্ঠ, সম্পদের আধিক্য বা সম্পদের অপ্রতুলতা, অথবা উপায় উপকরণের স্বল্পতা বা আধিক্য কোন অর্থ রাখেনা। বদর বা ওহদের যুদ্ধে অথবা যেকোন যুদ্ধে সম্পদের আধিক্য কোন ফলাফল বয়ে এনেছিল কি?। হ্যাঁ একটি বিষয় নিশ্চিত ছিল, আর তা হল, খোদা তা'লার প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও, খোদা তা'লার নিশ্চয়তা প্রদান সত্ত্বেও, খোদা তা'লার উজ্জ্বল নিদর্শন সত্ত্বেও খোদা তা'লার রসূলগণ নিজেদের সামর্থ অনুযায়ী যৎসামান্য যাগতিক প্রচেষ্টা করেই থাকেন। কিন্তু তাঁদের মূল মনযোগ থাকে দোয়ার প্রতি আর এক্ষেত্রে সর্বোত্তম দৃষ্টান্ত স্থাপন করেছেন আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ মুস্তফা (সা.)। বদরের যুদ্ধ আমাদেরকে এ মহান দৃশ্যই উপহার দিয়েছে। সর্বপ্রকার নিশ্চয়তা এবং প্রতিশ্রুতি সত্ত্বেও মহানবী (সা.)-এর ব্যকুলতা এবং উৎকণ্ঠিত অবস্থায় তাঁর দোয়া এবং ক্রন্দন এমন ছিল যে মনে হতো বার বার কেউ মূর্ছা যাচ্ছে। তাঁর বিগলিত চিত্তের ক্রন্দন ভরা দোয়া এমন পর্যায়ের ছিল যে বারবার কাধের চাদর পড়ে যাচ্ছিল।

অতএব যেহেতু আল্লাহ্ তা'লা বলেন, আমি এবং আমার রসূল বিজয়ী হই, তাই আল্লাহ্ তা'লার রসূলও আল্লাহ্তে বিলীন হয়ে ঐশী সিদ্ধান্ত হতে অংশ পাওয়ার চেষ্টা করুন এবং অংশীদার হয়েও যান। মহানবী (সা.)-এর পবিত্র আধ্যাত্মিক শক্তি এবং তরবিয়ত ও সুশিক্ষা সে সকল সাহাবা সৃষ্টি করেছিল যাদের দিনগুলো যুদ্ধে অতিবাহিত হত এবং রাতগুলো কাটতো ইবাদতে। যে যুদ্ধই মুসলমানগণ লড়েছেন, জাগতিক দিক থেকে যদি দেখেন তবে শত্রু ও বিরোধীদের সাথে মুসলমানদের কোন তুলনাই হয়না। কেবল আল্লাহ্ তা'লার সম্পর্ক এবং ইবাদত তাদেরকে আল্লাহ্ এবং রাসূলের মাঝে বিলীন হওয়ার কল্যাণে বিজয়ের ভাগী করেছে। আমাদের এও স্মরণ রাখা প্রয়োজন যে, দিনের বেলা শত্রুর আক্রমণ, যুদ্ধ এবং কঠিন পরিস্থিতি সত্ত্বেও মহানবী (সা.) এবং তাঁর সাহাবীরা ফরজ বা আবশ্যকীয় নামাযকে কখনো উপেক্ষা করেন নি।

একটি সময় এমন এসেছে যখন শত্রুর ক্রমাগত আক্রমনের কারণে মুসলমানদের নামায পড়ার সুযোগই হয় নি এবং নামাযের সময় পেরিয়ে যায় যার ফলে কয়েক বেলার নামাজ একত্রে পড়তে হয়েছে। এতে মহানবী (সা.) এতটা মর্মাহত হন যে, তিনি (সা.) শত্রুদেরকে এই বলে অভিশাপ দেন, শত্রু নিপাত যাক, ধ্বংস হোক তারা যাদের কারণে আমাদের কয়েক বেলার নামাজ একত্রে পড়তে হয়েছে। কিন্তু কোন ধন বা জনসম্পদের ক্ষতির কারণে তিনি এতটা দুশ্চিন্তাগ্রস্ত হন নি বা শত্রুকে অভিশাপ দেন নি। কিন্তু এমন মূহুর্ত শুধু এজন্য এলো যে শত্রু তাঁদেরকে সময় মত ইবাদত করতে দেয়নি, খোদার সামনে ঝুকার সুযোগ দেয়নি; অথচ সর্বদা তাঁর হৃদয় খোদা তা'লার স্মরণে নিমগ্ন থাকত, তাঁর পবিত্র মূখ সর্বদা যিকরে এলাহীতে রত থাকতো। কিন্তু আবশ্যকীয় ইবাদতে বিপত্তি আসলে তিনি সহ্য করতে পারতেন না।

অতএব সর্বদা স্মরণ রাখা প্রয়োজন, নিঃসন্দেহে খোদা তা'লা বিজয়ের প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন কিন্তু খোদা তা'লার সাথে নিজ সুসম্পর্ক বজায় রাখা এবং তাঁর কৃপাবারি আকর্ষণের জন্য ইবাদতসমূহের প্রতি মনযোগ দেয়াও একান্ত আবশ্যক নতুবা আল্লাহর রসূলের জামাতভূক্ত বলে আখ্যায়িত হতে পারবেনা না।

আল্লাহর রসূলের জামাতে তারাই অন্তর্ভূক্ত বলে সাব্যস্ত হবে যারা ইবাদতসমূহের প্রতিও দৃষ্টি নিবদ্ধ রাখবে। সুতরাং যখন আমরা বিরোধীদের অত্যাচার ও নির্যাতনের সম্মুখীন হই তখন আমাদের এটিও স্মরণ রাখতে হবে, ঐশী প্রতিশ্রুতি সমূহের পরিপূরণস্থল হতে হলে তাঁর ইবাদত সম্পর্কে কখনও উদাসিন হওয়া সমীচীন নয়। নবী ও রসূল বান্দা এবং খোদার মাঝে সম্পর্ক স্থাপনের লক্ষ্যেই এসে থাকেন মাত্র। আমরা যদি এই সম্পর্ক স্থাপন না করি তাহলে নবীর জামাত কিভাবে আখ্যায়িত হবো? সেই বিজয়ের ভাগী কিভাবে হবো যা নবী এবং তাঁর জামাতের জন্য অবধারিত? আর এটিই হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর আগমনেরও উদ্দেশ্য।

অতএব সর্বদা এটিকে আমাদের সামনে রাখতে হবে। হযরত মসীহ মাওউদ (আ.) তার কিতাবুল বারিইয়্যাহ্ পুস্তকের ভূমিকায় লিখেছেন, "প্রকৃত পক্ষে সেই খোদা অত্যন্ত প্রতাপশালী ও শক্তিধর খোদা যার প্রতি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সাথে যারা ঝুকে বা বিনত হয় তারা কখনও বিনষ্ট হয় না। শত্রু বলে, আমি আমার ষড়যন্ত্রের বলে তাদের ধ্বংস করে দিব, দুর্ভিসন্ধিবাজ এই মন্দ আকাঙ্খা রাখে যে, আমি তাদের পিষ্ট করব। কিন্তু খোদা বলেন হে নির্বোধ! তুই কি আমার সাথে যুদ্ধ করবি আর আমার প্রিয়াভজনকে অপদস্ত করবি? প্রকৃতপক্ষে পৃথিবীতে তাই সংঘটিত হয় যা প্রথমে আকাশে নির্ধারিত হয় এবং পৃথিবীর কোন হাত আকাশে যতটুকু লম্বা করা হয়েছে তার চেয়ে অধিক লম্বা হতে পারে না।

অতএব যুলম নির্যাতনের ষড়যন্ত্রকারীরা অত্যন্ত নির্বোধ যারা নিজেদের এমন ঘৃন্য ও নির্লজ্জ ষড়যন্ত্রের সময় সেই মহান সত্ত্বাকে মনে রাখে না যার ইশারা ছাড়া একটি পাতাও ঝরতে পারেনা। তাই তারা নিজেদের নোংরা আকাঙ্খা বাস্ড়বায়ন করতে গিয়ে সর্বদা বিফলমনোরথ ও লজ্জিত হয় আর এদের এহেন অপকর্মের কারণে পূণ্যবানদের কোন ক্ষতি সাধিত হয় না। বরং খোদা তালার নিদর্শন প্রকাশিত হয় আর আলাহর সৃষ্টির তত্ত্বজ্ঞান এবং অন্তঃদৃষ্টি বৃদ্ধি পায়। সেই শক্তিশালী ও সর্ব শক্তির আধার খোদাকে যদিও এই চর্ম চোখে দেখা যায় না কিন্তু তিনি বিস্ময়কর সব নিদর্শনের মাধ্যমে স্বীয় অস্তিত্বকে প্রকাশ করে দেন।"

অতএব আমরা যদি ভালবাসা ও বিশ্বস্ততার সাথে এই মহা শক্তিশালী ও প্রতাপান্বিত খোদার সম্মুখে অবনত থাকি তাহলে শত্রুর কোন ষড়যন্ত্র, কোন হীন চেষ্টা, আল্লাহ্ চাহেনতো জামাতের কোন ক্ষতি সাধন করতে পারবে না। এউদ্দেশ্যে আমি কিছুদিন পূর্বে দোয়া, ইবাদত ও নফল রোযার বিশেষ তাহরীক করেছিলাম।

এখন শত্রুরা তাদের সর্বশক্তি দিয়ে আহমদিয়াতের উপর যে আক্রমন করছে, দোয়াই হলো এর মোকাবেলার আমাদের সবচেয়ে মোক্ষম মাধ্যম। আহমদিয়াতের বিরোধিতা এখন আন্তর্জাতিক রূপ ধারণ করেছে। এটি একদিকে এ বিষয়ের সাক্ষর বহন করে যে, আল্লাহ তা'লা বিজয়ের জন্য পূর্বের চেয়ে আপনরূপ বেশী প্রকাশ করতে চান এবং প্রকাশ করবেন ইনশাআল্লাহ। আবার আহমদী বিশ্বকেও সেখানে এদিকে মনযোগী হতে হবে যে আমাদের কাছে সবচেয়ে প্রিয়তর হতে হবে আমাদের ইবাদত। আল্লাহ তা'লার সাথে সম্পর্ক ও ভালবাসা পূর্বের তুলনায় অনেক দৃঢ় করতে হবে। আল্লাহ তা'লা আমাদের সকলকে এর তৌফীক দান করুন।

আরেকটি কথা বলতে চাই, হযরত মসীহ মাওউদ (আ.)-এর একটি ইলহাম রয়েছে 'বাদ গিয়ারাহ' (এগার'র পর)। আহমদীরা ব্যক্তিগত ভাবে এসম্পর্কে বিভিন্ন ধারণা করেন এবং আমাকেও লিখেন, কিন্তু হযরত মসীহ মাওউদ (আ) বলেছেন, আমি জানি না এগার দিন, এগার মাস নাকি এগার বছর। তিনি বলেন, এ সময়ের মধ্যে আমার নির্দোষ হবার প্রমাণ প্রকাশিত হবে। আজ যেহেতু ১১ই নভেম্বর, আর নভেম্বর বছরের ১১তম মাস আবার ২০১১ সন; তাই আহমদীরা নিজ নিজ ধারণা অনুযায়ী বিভিন্ন কথা ভাবছেন।

যাইহোক যদি এই এগার-তে অর্থাৎ আজকের দিনে, এই মাস এবং এ বছরে কোন কিছু হওয়ার থাকে তাহলে ইনশাআল্লাহ তা'লা তা অবশ্যই প্রকাশিত হবে। কিন্তু এটিও স্মরণ রাখা উচিত, অনেক ইলহাম যার মাঝে আল্লাহ্ তা'লার সাহায্য-সহযোগিতা ও অনুগ্রহ প্রকাশ পাওয়ার প্রতিশ্রুতি থাকে তা "বাগতাতান" (আকস্মিকতা) এর বৈশিষ্ট নিজের মাঝে রাখে। অর্থাৎ সব কিছুই হবে আকস্মিক ভাবে। আজকের এই তারিখ, দিন, মাস ও বছর হতে সেই দিনের সূচনা হওয়া অসম্ভব নয় যা ভবিতব্য। কিন্তু দূর্বল প্রকৃতির কিছু লোক অনেক সময় নিজেরাই ফলাফল নির্ধারণ করে নেয়। আর যেরূপ অনুমান করে সেরূপ না ঘটলে নৈরাশ্যের শিকার হয় অথবা আল্লাহ্ তা'লার প্রতি তার মনোযোগে ভাটা পড়ে। নিরাশ হওয়া কখনো মু'মিনকে সাজেনা। বিজয় নিশ্চিত এবং এটি আল্লাহ্‌র সিদ্ধান্ত, তা হবেই হবে বরং হচ্ছে। শত্রু এবং আহমদীয়াত বিরোধীদের বিরোধীতা এবং তারা যেভাবে কান্ডজ্ঞান হারিয়ে বসেছে এবং বসছে; তা ঐশী বিজয়েরই প্রমান বহণ করে। এ সুযোগে আমি এ কথাটিও বলে দিচ্ছি যে, হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) কাদিয়ান থেকে হিজরতের সময়ের একটি ঘটনা লিপিবদ্ধ করেছেন, যাতে হিজরতের বিবরণ রয়েছে।

হিজরতের চিন্তাভাবনা চলছিল সিদ্ধান্ত নেয়াটা অত্যন্ত কঠিন বিষয় ছিল। যাইহোক, তিনি লিখেন, আমি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর ইলহামগুলো পড়ছিলাম, এমন সময় "এগার'র পর" এ ইলহামটি আমার চোখে পড়ে। আমি বুঝলাম, হিজরত করতে হবে এটা নিশ্চিত। পরিবহন সমস্যার সম্মুখীন হতে হয়। তারিখ নির্ধারণ প্রসঙ্গে ১১ তারিখের কথা ভাবা হচ্ছিল । অনেক চেষ্টার পর শেষ পর্যন্ত ব্যবস্থা হল কিন্তু পুনরায় এতে বাঁধা আসল এবং যেদিন রওয়ানা হওয়ার কথা ছিল সেদিনও বিপত্তির লক্ষণ প্রকাশ পেল। বেলা দশটা বেজে গলে, হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেব বললেন, যে ব্যবস্থা ছিল এখন তো মনে হচ্ছে তা বাস্তবায়িত হওয়ার নয়। হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেন, "এগার'র পর" ইলহামটি আমার মাথায় ছিল আর আমি ভাবছিলাম, হয়তো এগারটার পর কোন

ব্যবস্থা হবে।

আল্লাহ্ তা'লা আকস্মিক ভাবেই সব উপকরণ সৃষ্টি করলেন। সব কিছুই হল খুব আকস্মিক ভাবে এবং বেলা এগারটার পর সব ব্যবস্থা পূর্ণতা পেল। এটি হল কাদিয়ান থেকে পাকিস্তানে হিজরতের সেই ঐতিহাসিক ঘটনা। কিন্তু এ ইলহামটি কয়েকস্থানে অন্যভাবেও পূর্ণ হয়েছে। এক স্বৈরশাসক, যে আহমদীয়াতকে ধ্বংস করতে চেয়েছিল, আহমদীয়াতকে সমূলে উৎপাটন করতে চেয়েছিল কিন্তু তাঁর সরকারই সমূলে উৎপাটিত হয় আর তা হয় ঠিক এগার বছর পর। এমন আরো ঘটনা রয়েছে যেখানে এ ইলহামটি প্রযোজ্য হয়। কিন্তু ভবিষ্যদ্বাণী ও ইলহাম বার বার পূর্ণ হয়, তাই আমাদেরকে আরো বেশি স্পষ্ট ও প্রকাশ্য নিদর্শনের প্রত্যাশা রাখতে হবে। কিন্তু এ কথাও স্মরণ রাখবেন, এ ইলহামের সাথে ফার্সী এ ইলহাম

بر مقام فلک شدہ یارب گر امید دیم مدار عجب

ও লিখা রয়েছে । হযরত মুসলেহ্ মওউদ (রা.) বলেছেন, আল্লাহ্ তা'লা বলেন, তোমার ফরিয়াদ ও আহাজারী এখন আকাশে পৌঁছে গিয়েছে, এখন যদি আমি তোমাকে কোন আশার বাণীও সুসংবাদ দেই তুমি আশ্চর্য হবেনা। এটি আমার রীতি ও ভালবাসার পরিপন্থি নয়; এগার'র পর ইনশা আল্লাহ্। তিনি বলেন এর অর্থ বুঝা যায় নি। অতএব, এখানে দোয়ার বিষয়টি পুনরায় বর্ণিত হয়েছে। ফরিয়াদ ও আহাজারী আকাশে পৌঁছাতে হবে। যেভাবে আমি পূর্বেই বলেছি, আমাদেরকে দোয়ার প্রতি গভীর মনোযোগী হতে হবে। দোয়ার প্রতি আমার দৃষ্টি আকর্ষণের কারণ হলো, আপনারা এমন ভাবে দোয়া করুন যেন ফরিয়াদ স্বরূপ তা আকাশে পৌঁছায় এবং আরশকে কাঁপিয়ে তুলে। আর আমরা যেন খুব সত্বর বিজয়ের মাহেন্দ্রক্ষণ প্রত্যক্ষ করি এবং শত্রুদের মাথা অবনত হতে দেখি। আল্লাহ্ তা'লা আমাকে এবং আপনাদের সবাইকে পূর্বাপেক্ষা অধিক দোয়া করার সুযোগ দান করুন। (আমীন)

আজও আমি নামাযের পর দু'টি গায়েবানা নামাযে জানাযা পড়াবো। একটি হলো আমাদের কাদিয়ানের দরবেশ মরহুম চৌধুরী মুহাম্মদ সাদেক সাহেব নাঙ্গলী'র। তার পিতার নাম জনাব দরইয়াম দ্বীন নাঙ্গলী সাহেব। ২৯শে অক্টোবর পড়ে গিয়ে তার কটিদেশের হাড় ভেঙ্গে যায়। হৃদ রোগ ছিল, চিকিৎসাও চলছিল তা সত্বেও ৫ই নভেম্বর তিনি ইন্তেকাল করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। হযরত মোসলেহ মাওউদ (রা.) যখন কাদিয়ানে দরবেশ ব্রত অবলম্বনের তাহরীক করেন তখন তিনি ছোট ছিলেন, তা সত্ত্বেও তিনি অত্যন্ত আন্তরিকতার সাথে এ ডাকে সাড়া দেন আর শেষ নিঃশ্বাস পর্যন্ত অত্যন্ত নিষ্ঠার সাথে এ এই প্রতিশ্রুতি রক্ষা করেন। তিনি কেন্দ্রীয় বিভিন্ন বিভাগে দায়িত্ব পালন করছিলেন । এ ছাড়া কাদিয়ানে জামাতের অনেক অসমতল ভূমি তিনি ভরাট করার সৌভাগ্যও লাভ করেছেন। তিনি একজন সহানুভূতিশীল, মেধাবী এবং নিষ্ঠাবান কর্মী ছিলেন। সৃষ্টির সেবায় তার যথেষ্ট একাগ্রতা ছিল। দুধ, বাগানের সবজি, ফল-মূল ও চাল-ডাল ইত্যাদি যেহেতু তার নিজ ঘরেরই ছিল তাই তিনি প্রতিদিন বিনামূল্যে বিভিন্ন ঘরে কিছু কিছু পাঠাতেন। কাদিয়ানের সালানা জলসায় আগত অতিথিদেরও যথেষ্ট সেবাযত্ন করতেন। তাদের আরাম-স্বাচ্ছন্দ্য এবং খাদ্য-পানীয়ের জন্য তিনি নিজেই সাধ্যাতীত খরচ করতেন। অত্যন্ত মিশুক, গরীব-দরদী, ধৈর্যশীল, এবং নামায-রোযায় অভ্যস্ত একজন নিষ্ঠাবান মানুষ ছিলেন। সন্তানদের উত্তম তরবিয়ত করেছেন। তিনি মূসী ছিলেন। স্মৃতিচিহ্ন হিসেবে তিনি চার ছেলে রেখে গেছেন। তাঁর এক ছেলে ডাক্তার মোহাম্মদ আরেফ সাহেব যিনি অফিসার জলসা সালানা এবং নায়েব নাযের বায়তুল মাল 'খরচ' ছিলেন, যিনি গত বছর পরলোক গমন করেন। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমের পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

দ্বিতীয় জানাযা সিরিয়ার শহীদ জনাব আহমদ ইউসুফুল খাবুরী সাহেবের। তিনি সিরিয়ার একজন আরব বন্ধু। বর্তমানে সেখানে যে অরাজকতা চলছে তার ফলশ্রুতিতে তিনি শাহাদত বরণ করেন। ইন্নালিল্লাহে ওয়া ইন্না ইলাইহি রাজিউন। ঘটনা যে ভাবে ঘটে তাহলো, ৩১শে অক্টোবর আসরের সময় কর্মস্থল থেকে ঘরে ফিরছিলেন। যে রাস্তা তাঁর অতিক্রম করার কথা ছিল তা ছিল অত্যন্ত গোলযোগপূর্ণ, যেখানে বিভিন্ন সময় গুলাগুলি লেগেই থাকত। শহীদ মরহুম কানে খাট ছিলেন, কতক মানুষ তাকে এ দিক দিয়ে যেতে বারণ করেছিল কিন্তু মনে হয় কানে খাট হওয়ার কারণে কথা বুঝতে পারেননি আর সেদিকে দিয়ে চলে যান। যাওয়ার পথে তার মাথায় গুলি লাগে আর ঘঠনাস্থলেই শাহাদত বরণ করেন।

তিনি ১৯৭৬ সালে জন্ম গ্রহণ করেন। শিক্ষাদীক্ষা ছিল সামান্য কেবল প্রাইমারী পর্যন্ত পড়ালিখা করেছেন। পরিশ্রম-মজুরী করে জীবিকা নির্বাহ করতেন আর অবিবাহিত ছিলেন। দশ বৎসরেরও বেশী সময় পূর্বে তিনি আহমদীয়াতের সংবাদ পেয়েছিলেন তবে তিনি বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন গত বৎসর নভেম্বর মাসে অর্থাৎ প্রায় এক বৎসর পূর্বে। শহীদ মরহুমের এক ভাগ্নে জনাব ইউনুস সাহেব বর্ণনা করেন, মরহুম আমার সাথে জামাত সম্পর্কে অত্যন্ত জোরালে আলোচনা করতেন, তার কথায় প্রভাবিত হয়ে আমি তার পূর্বে বয়আত গ্রহণ করি আর তিনি একমাস পর বয়আতের সৌভাগ্য লাভ করেন। অনুরূপভাবে মরহুমের বোন আর ভাগ্নিগণও তার তবলিগে বয়আত করেন। বয়আতের পূর্বে শহীদ মরহুম আলভী ফির্কার সাথে সম্পর্কযুক্ত ছিলেন যদিও তার উপর অত্যন্ত চাপ ছিল তথাপি তিনি অতি নিষ্ঠা এবং আন্তরিকতার সাথে বয়আত করেন। জামাতের প্রত্যেক অনুষ্ঠানে অংশ গ্রহণ করতেন। মরহুম অত্যন্ত উন্নত চরিত্রের অধিকারী ছিলেন। সহজ-সরল স্বভাবের মানুষ ছিলেন এবং অন্যের সেবার প্রেরণা ছিল প্রবল। আল্লাহ্ তা'লা তাঁর পদমর্যাদা উন্নীত করুন এবং তার প্রতি ক্ষমাসূলভ আচরণ করুন। এ দু'জনের গায়েবানা নামাজ জানাযা জুমুআর নামাযের পর পড়া হবে, ইনশাআল্লাহ।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

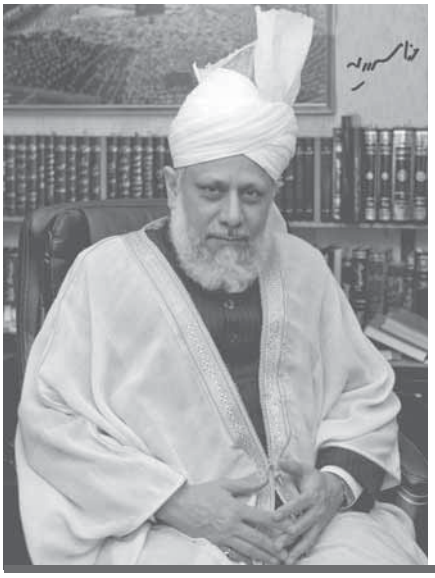

জুমুআর খুতবা

সৈয়দনা হযরত আমীরুল মু'মিনীন খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেস (আই.) কর্তৃক যুক্তরাজ্যের বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদে প্রদত্ত ২১ অক্টোবর ২০১১-এর (২১ ইখা, ১৩৯০ হিজরী শামসি) জুমুআর খুতবা।

أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لـه، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم*
بِسْمِ اللهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * اَلْحَمْدُ لِلّٰهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ * الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ * مَالِكِ يَوْمِ الدِّينِ * إِيَّاكَ نَعْبُدُ وَإِيَّاكَ نَسْتَعِينُ * اِهْدِنَا الصِّرَاطَ الْمُسْتَقِيمَ * صِرَاطَ الَّذِينَ أَنْعَمْتَ عَلَيْهِمْ غَيْرِ الْمَغْضُوبِ عَلَيْهِمْ وَلَا الضَّالِّينَ آمين

বাংলা ডেস্ক নিজ দায়িত্বে খুতবার এই বঙ্গানুবাদ উপস্থাপন করছে।

'আমি জানি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে এ জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। আর না-ই তার বৃদ্ধি বা প্রসার ঘটতে পারে।'

বিগত প্রায় মাসাধিক কাল আমি ইউরোপের বিভিন্ন দেশ তথা জার্মানী, নরওয়ে, হল্যান্ড, ডেনমার্ক ও বেলজিয়াম ইত্যাদির সফরে ছিলাম। এ সফরকালে সার্বক্ষণিকভাবে আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহরাজি প্রত্যক্ষ করেছি। বরাবরের মত এবারও যেখানে জামাতের মাঝে ঈমান, বিশ্বস্ততা এবং আন্তরিকতার দৃষ্টান্ত দেখেছি সেখানে জামাতের বাইরের মানুষদের মাঝেও জামাতের প্রভাব, জামাতের সাথে তাদের সুসম্পর্ক এবং তা আরো সুদৃঢ় করার চেষ্টা এবং ইসলামকে ভাল করে জানার আগ্রহও পূর্বের তুলনায় বেশি মনে হল। অতএব এটি আল্লাহ্‌র বিশেষ অনুগ্রহ, জামাতের প্রতিটি পদক্ষেপ উন্নতির পানে উঠে।

হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর পরিচয় এবং তাঁর মাধ্যমে ইসলামের সঠিক বাণী আমাদের চেষ্টার তুলনার অনেক বেশি বিশ্বের মানুষের কাছে পৌঁছে যাচ্ছে এবং এর ইতিবাচক ফল প্রকাশ পাচ্ছে। এতে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সত্যতার প্রতি একজন আহমদীর বিশ্বাস আরো দৃঢ় হচ্ছে। কেবল মানবীয় প্রচেষ্টার প্রশ্ন যদি হতো তাহলে জাগতিক ভাবে আমাদের ছোট্ট জামাতের প্রতি কারো দৃষ্টি পড়ার কথা নয়। অতএব মানুষের এই আগ্রহ এবং আমাদের উন্নতি কেবল আল্লাহ্‌র প্রতিশ্রুতির পুর্ণতা মাত্র। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন:

'আমাদের জামাত সম্পর্কে আল্লাহ্ তা'লার বড় বড় প্রতিশ্রুতি রয়েছে। মানুষের বুদ্ধি বা দূরদর্শিতা অথবা জাগতিক উপকরণ কখনোই ওসব প্রতিশ্রুতি পূর্ণ করতে পারে না। আমাদের বিরোধীরা নিজেদের চিন্তাধারা ও জাগতিক ধ্যান-ধারণার বশবর্তী হয়ে আমাদের জামাত সম্পর্কে মনে করে, এটি একটি নব্য ফির্কা মাথা গজিয়েছে'।

যেমনটি কিনা বর্তমানেও মুসলমানদের সংখ্যা গরিষ্ঠ শ্রেণী মনে করে বা তাদের আলেমরা তাদের অধিকাংশকে এই ধারণা দিয়েছে, এটি একটি জাগতিক বিষয় বা পার্থিব কোন সংগঠন। বিভিন্ন ভাবে হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর দুর্নাম করা হয়, হুযূর (আ.)-এর বিভিন্ন নাম রাখা হয় যা আমাদের হৃদয়ে নির্মমভাবে আঘাত হানে। যাহোক, এরা যে যা ইচ্ছা মনে করতে পারে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) এহেন মনোভাবের কথা বলতে গিয়ে বলেন:

'আমি জানি, আল্লাহ্ তা'লা স্বয়ং এ জামাত প্রতিষ্ঠা করেছেন এবং তাঁরই অনুগ্রহে এ জামাত বৃদ্ধি পাচ্ছে। মূল কথা হচ্ছে, যতক্ষণ পর্যন্ত আল্লাহ্ ইচ্ছা না করেন কোন জাতি উন্নতি করতে পারে না। আর না-ই তার বৃদ্ধি বা প্রসার ঘটতে পারে। কিন্তু খোদা যখন ইচ্ছা করেন তখন সেই জাতির অবস্থা একটি বীজের ন্যায় হয়ে থাকে। যেমন সময় আসার পূর্বে বীজ অঙ্কুরিত হওয়া ও বৃদ্ধি পাবার কথা কেউ বুঝে উঠতে পারে না; অনুরূপভাবে ঐ জাতির উন্নতিও অসম্ভব বলে মনে করে। অতএব এটি আল্লাহ্‌র জামাত। আমরা প্রতিনিয়ত জামাতের প্রতি আল্লাহ্‌র সমর্থন দেখছি'।

জামাতের উন্নতি দেখে বস্তুবাদী আহমদী বিরোধীরা হতভম্ব। এ জন্যই জামাতের প্রতি শত্রুতাও ক্রমান্বয়ে বৃদ্ধি পেয়েছে। বিগত কয়েক খুতবায় আমি এ বিষয়ে আপনাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। কিন্তু যেমনটি হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, আল্লাহ্ চান এই জামাত উন্নতি করুক আর ইসলামের বিজয় মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের মাধ্যমে সাধিত হোক। এটি খোদা তা'লার পরিকল্পনা আর আল্লাহ্ চাহেনতো এটি হবেই। এই বিরোধীদের সকল চেষ্টা এবং শত্রুতা বৃথা যাবে। প্রত্যেক পবিত্রচেতা এ জামাতের অন্তর্ভূক্ত হবে ইনশাআল্লাহ্। যাহোক, সাধারণত আমি প্রত্যেক সফরের পর সংক্ষিপ্তভাবে সফরের বৃত্তান্ত তুলে ধরি আজও (রীতি অনুযায়ী) কিছু বর্ণনা করব। আল্ ফযল পত্রিকায় যেসব রিপোর্ট প্রকাশিত হচ্ছে বিস্তারিত বিবরণ অনেকটা তাতে এসে যাবে। আমি আংশিকভাবে এখানে কিছু বিষয় বর্ণনা করে দিচ্ছি যার মাধ্যমে বিভিন্নভাবে যে ঐশী কৃপা বর্ষিত হচ্ছে তার ওপর কিছুটা আলোকপাত হবে। জামাতী সফরের সময় আমাদের স্বজনদের অর্থাৎ আহমদীদের উপকার হয়েই থাকে।

অন্যরা তথা বস্তুবাদীলোকেরাও ইসলামের প্রতি আকৃষ্ট হয়, তারাও উপকৃত হয়ে থাকে। ইসলামের প্রকৃত চিত্র উপস্থাপনের সুযোগ ঘটে। কতক শিক্ষিত রাজনীতিবিদ অথবা সরকারের কর্ণধাররা মনে করেন, এটি সম্ভবত পার্থিব কল্যাণে বা পরিবেশকে উন্নত করার জন্য আহমদীরা নিজেদের সাথে সাক্ষাতকারীদেরকে ভালবাসার বার্তা দিয়ে থাকেন আর ইসলামের সুন্দর একটি চিত্র তুলে ধরেন। অধিকাংশ জায়গায় অনুভব করেছি, আহমদীয়াত কী, মানুষ সরাসরি আমার কাছ থেকে তা শুনতে চায়। নিঃসন্দেহে আহমদীরা পূর্বেই এ ব্যাপারে তাদের অবহিত করে থাকবেন তারপরও আত্মতৃপ্তির জন্য তারা আমার কাছে থেকে শুনতে চান। অতএব অন্যদের সাথে যেসব সাক্ষাত হয় তাতে বিশেষ করে শিক্ষিত মানুষের সাথে সম্পর্ক ব্যাপকতর করা ছাড়াও ইসলাম সম্পর্কে প্রচলিত বিভিন্ন প্রকার সন্দেহ এবং কু-ধারণা দূর করার সুযোগ সৃষ্টি হয়। যেভাবে আমি বলেছি, কতক জায়গায় আমি তা বর্ণনাও করেছি, আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় জার্মানী জামাত তবলীগ এবং জনসংযোগ বাড়াতে বিশেষভাবে চেষ্টা করছে। বর্তমানে তাদের চেষ্টা পূর্বের চেয়ে অনেক বৃদ্ধি পেয়েছে আর এ কারণে জার্মান জাতির কাছে ইসলামের সংবাদ এবং জামাতের পরিচয় পৌঁছাচ্ছে। এবারও তারা ঐসব সম্পর্ক রক্ষাকারীদের মধ্য থেকে কতক শিক্ষিত মানুষের সাথে আমার সাক্ষাতের ব্যবস্থা রেখেছিল। বরং এটি বলা উচিত, আমাদের যুবকরা ফ্রাঙ্কফুর্টে আগত বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন প্রফেসরের সাথে সাক্ষাতের ব্যবস্থা করেছিল। আল্লাহ্ তা'লার অনুগ্রহে কিছুকাল যাবত আমি জার্মান যুবকদের মাঝে যথেষ্ট জাগরণ লক্ষ্য করছি। তাদের যোগাযোগের ক্ষেত্রও সম্প্রসারিত হচ্ছে আর তবলীগের প্রতিও আকর্ষণ বাড়ছে। যাহোক, এখানে কয়েকটি সাক্ষাতকারের কথা উল্লেখ করব আর যেসব স্থানে অন্যান্য জামাতী অনুষ্ঠান হয়েছে তারও উল্লেখ করব।

ফ্রাঙ্কফুর্টের মারবুব বিশ্ববিদ্যালয়ের দু'জন অধ্যাপক সাক্ষাত করতে এসেছিলেন আর তারা উভয়ে পি.এইচ.ডি ডিগ্রীধারী ছিলেন। 'পেরিহেকর' এবং 'এফশ ফলস'। তারা উভয়ে বিশ্ববিদ্যালয়ে ইসলামিক ষ্টাডিজ এর প্রফেসর। তারা আরবীও জানেন, ইসলাম সম্পর্কেও যথেষ্ট জ্ঞান রাখেন। তাদের মধ্যে থেকে একজন তুর্কি ভাষা বিশেষজ্ঞ আর তার বিষয় ছিল ইসলামের ইতিহাস। তাদের সাথে ইসলামের ইতিহাস নিয়েও আলোচনা হয়। আমি তাদের একথাই বলেছি, কেবল নিজেদের ঐতিহাসিক বা যারা পাশ্চাত্যের ইতিহাসবিদদের ভাবধারায় প্রভাবিত তাদের বই-ই পড়বেন না বরং আরব ঐতিহাসিকদের লেখা পড়ুন যাদের মূল উৎসের সাথে সম্পর্ক আছে আর হাদীস সমূহও আপনাদের দেখা উচিত। তদ্রুপভাবে হযরত মির্যা বশীর আহমদ সাহেবের বই 'সীরাতুন্ নবী' যার একটি অংশের অনুবাদ হয়ে গেছে। আমি তাদের বলেছি, ঐগুলোর ব্যবস্থাও করে দেয়া হবে– সেগুলো পাঠ করে দেখুন।

এ থেকে আপনারা বুঝতে পারবেন, কীভাবে জীবনী বর্ণনা করা হয়েছে আর কতক আপত্তিরও খন্ডন করা হয়েছে। যাহোক আল্লাহ্ করুন এটির অবশিষ্ট অংশেরও অনুবাদ (সম্পূর্ণ) হয়ে যাক। এটি অনেক ভাল বই, ঐ সকল মানুষের জন্য যারা জীবন চরিতের পাশাপাশি ইসলামের উপর উত্থাপিত বিভিন্ন আপত্তিরও উত্তর পেয়ে যায়। তাদের বিশ্ববিদ্যালয়ের লাইব্রেরীতে ঝরাব ঠড়ষঁসব ঈড়সসবহঃধৎু এবং ইংরেজিতে অনুদিত এই জীবন-বৃত্তান্ত রাখার জন্যও বলেছি। ইনশাআল্লাহ্ যথাসময় তা পৌঁছে যাবে। আমি তাদেরকে এমটিএ দেখার জন্যও বলেছি। এটি দেখে যারা সৎস্বভাবের তারা ইসলামের বাস্তবতা সম্পর্কে জানতে পাচ্ছে, সঠিক শিক্ষা জানতে পারছে। তারা আমাকে আরো প্রশ্ন করেন, মিশরের আল্ আযহার বিশ্ববিদ্যালয়ে আপনাদের কি আছে (বা আপনাদের কোন কথা গৃহীত হয় কিনা?), সেখানে বা তাদের সাথে কোন কথা হয়েছে কি? তখন আমি তাদের বললাম, কয়েক বছর পূর্বে এক সময় তাদের অধ্যাপকদের সাথেও কথাবার্তা হয়েছিল। এ প্রেক্ষিতে আমাদের আরবী ডেস্কের কর্মীরা তথা শরীফ আওদা সাহেবরা তাদেরকে প্রেরণের জন্য একটি বইও রচনা করেছিলেন যা তাদের পাঠানো হয়েছিল। যাহোক, তাদের হৃদয় কঠোর তারা মানবে না তবে যারা পবিত্র স্বভাবের মানুষ তারা যদি পড়ে তাহলে অবশ্যই তাদের হৃদয় উম্মোচিত হয়। মোটকথা এমন লোকদের সাথে এ আলোচনা দীর্ঘক্ষণ চলতে থাকে আর তারা এথেকে ভাল প্রভাব গ্রহণ করেছেন।

ফ্রাঙ্কফুর্টের অদূরে, আশে পাশের এলাকায় দু'টি মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর রাখারও সুযোগ হয়েছে অর্থাৎ একটি দেড়শ' কিলোমিটার দূরত্বে আর অপরটি প্রায় সত্তর-আশি কিলোমিটারের মধ্যে। সেখানকার একটি মসজিদের ভিত্তি স্থাপন অনুষ্ঠানে মেয়রের প্রতিনিধি হিসাবে তাঁর সহকারী মেয়রও এসেছিলেন। সেই অনুষ্ঠানে তিনিও সংক্ষিপ্ত বক্তব্য রেখেছেন আমিও মসজিদের বরাতে কিছু কথা বলেছি। কিন্তু পরবর্তীতে কথা প্রসঙ্গে তিনি বলেন, আমি শুনেছি (লক্ষ্য করুন অজ্ঞতামূলক চিন্তাধারা কেবল অতীতের বিষয় নয়, আজও এ আলোকিত যুগে আর ইউরোপে এ ধারণা বিরাজমান) ইসলাম ধর্ম অনুসারে অ-মুসলমানদের কুরআন পড়া বা দেখা নাকি অপরাধ। আমি বললাম, একথা আপনাকে কে বলেছে? এখনই আপনি কুরআন তিলওয়াত শুনেছেন এর অনুবাদ শুনেছেন।

মহানবী (সা.) সমস্ত পৃথিবীর জন্য এসেছিলেন, সকল মানুষের জন্য এসেছিলেন, আল্লাহ্ তা'লা তাঁর মাধ্যমে এ ঘোষণা করিয়েছেন, পবিত্র কুরআন প্রত্যেক পবিত্র স্বভাবের জন্য রহমত আর আরোগ্য তাই আপনি সম্পূর্ণ ভুল শুনেছেন। আমাদের (কুরআনের) অনুবাদ ছাপা হয়েছে, আপনাকে দেয়া হবে আপনি পড়বেন। এ হচ্ছে পবিত্র কুরআনের শিক্ষা সম্পর্কে ধারণা যা আজও কতক মুসলমানের পক্ষ থেকে বিভিন্ন জায়গায় উপস্থাপন করা হয়। আর আহমদীরা পবিত্র কুরআনের প্রচার ও প্রসার কল্পে যে চেষ্টা করে যাচ্ছে তাতে প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টির চেষ্টা করা হয়। প্রসঙ্গক্রমে আমি বলে দিতে চাই, সম্প্রতি ভারতের দিল্লিতে, অনেক ভাল স্থানে পবিত্র কুরআনের একটি বড় ও ব্যাপক

প্রদর্শনী হয়েছিল। খুবই সুন্দরভাবে এই প্রদর্শনী সাজানো হয়েছিল। হিন্দু, শিখ, খ্রিস্টান এবং শিক্ষিত ও ভদ্র মুসলমানরাও তা পরিদর্শন করেছিলেন। তিন দিনের প্রদর্শনী ছিল কিন্তু তিন দিনই বিশেষ করে প্রথম দু'দিন নামধারী উলামা এত হট্টগোল করল আর চাপ সৃষ্টি করল যে, সরকার সেখানে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টির আশংকা করল আর এ কারণে তৃতীয় দিন সরকার প্রদর্শনী বন্ধের জন্য জামাতকে অনুরোধ করে। সেখানকার বড় বড় সংবাদপত্র এই মর্মে এর ভূয়সী প্রশংসা করেছিল যে, অনেক উন্নত মানের প্রদর্শনী আর আজ আমরা কুরআনের শিক্ষা এবং প্রজ্ঞা সম্পর্কে অবগত হলাম। কোন কোন মুসলমান এ মন্তব্যও করেছেন, কুরআন শরীফের এমন সুন্দর শিক্ষা পূর্বে আমাদের জানা ছিল না। কিন্তু এ মুসলমানরা সব সময় প্রতিবন্ধকতা সৃষ্টি করে আর এমন এমন বিভ্রান্তিকর কথা ছড়ায় যে, ভাবতেও অবাক লাগে।

আমার আরেকটি কথা মনে পড়ল, আমি কাল-পরশুর ডাক দেখছিলাম। পাকিস্তান থেকে একজন লিখেছেন, আমি আমার কোন অ-আহমদী বন্ধুর ঘরে সমবেদনা জানানোর জন্য গিয়েছি। সেখানে কথা-বার্তা চলছিল, একজন বলতে আরম্ভ করে, শুনেছি আহমদী হওয়ার রীতি হলো– আহমদীয়াত গ্রহণের পূর্বে প্রথমে একটি কক্ষে আবদ্ধ করে রাখা হয় আর সেখানে আলমারীর মধ্যে পবিত্র কুরআন রেখে দেয়। তারপর তাকে বলা হবে আলমারী নাড় এবং ধাক্কা দাও। যদি কুরআন করীম পড়ে যায় তাহলে মনে করবে তুমি পাক্কা আহমদী মুসলমান। পূর্ণাঙ্গ আহমদী হয়ে গেছো। এ হলো তাদের ধারণা। এমন মিথ্যাচারও রয়েছে। এদের শুধুই ধিক্কার দেয়া ছাড়া আর কি বলা যেতে পারে। এসব লোকেরা জাতিকে এমনভাবে নির্বোধ বানিয়েছে যে, এদের চিন্তা-ভাবনার শক্তিও লোপ পেয়েছে।

যাহোক জার্মানীর কথা হচ্ছিল। আপনারা এমটিএ-এর বদলৌতে দেখেছেন, আমার জার্মানীর ফ্রাঙ্কফুর্টে অবস্থানকালে খোদ্দাম, আতফাল এবং লাজনা ইমাইল্লাহ্‌র ইজতেমা অনুষ্ঠিত হয়েছে। এতে অংশগ্রহণ করেছি। আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার সেখানে যাওয়া এবং ইজতেমায় অংশগ্রহণের সিদ্ধান্তকে আল্লাহ্ তা'লা অত্যধিক কল্যাণমন্ডিত করেছেন। এই প্রথমবার আমি ইজতেমায় আতফালকে তাদের অবস্থার নিরিখে কিছু কথা বলেছি আর সেখানেই আমার কাছে পত্র আসতে আরম্ভ করে, আপনার উপদেশ আমরা মেনে চলব, দোয়া করবেন আল্লাহ্ তা'লা যেন আমাদেরকে সামর্থ দান করেন। কতকের দৃষ্টান্তও দিয়েছিলাম, মোবাইল ফোন ব্যবহার এবং এই ধরণের অভ্যাস যা শিশুদের মাঝে সৃষ্টি হয়। টিভি এবং ইন্টারনেটের সামনে যারা সব সময় বসে থাকে তারা সবাই এ থেকে বিরত থাকার অঙ্গীকার করেছে। মূল বিষয় হলো, মধ্যম পন্থা অবলম্বন করা। আমাদের ছেলেমেয়ে ও বয়স্কদের জেনে রাখা উচিত, সকল বৈধ কাজও ভারসাম্য বজায় রেখে করা উচিত। আর অশালীন ও অবৈধ বিষয়ের ধারেকাছেও যাওয়া যাবে না। এই স্পৃহা যদি আমাদের শিশু-কিশোর এবং যুবকদের মাঝে সৃষ্টি হয়ে যায় তাহলে তাদের ভবিষ্যত নিরাপদ আর এরফলে জামাতের সামগ্রীক তরবীয়ত বা শিক্ষার মান উন্নত হবে। অনুরূপভাবে খোদ্দামুল আহমদীয়ার সদস্যরাও আমার কথা শুনে যেভাবে ইতিবাচক সাড়া দিয়েছে আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এর উপর স্থায়ীভাবে প্রতিষ্ঠিত থাকার তৌফিক দিন, তিনি তাদেরকে উত্তম প্রতিদান দিন কেননা, তারা কথা শোনামাত্রই ইতিবাচক সাড়া দেয়।

আমি পূর্বেই বর্ণনা করেছি, লাজনাদের অনুষ্ঠানও বেশ ভালো হয়েছে। তবে একটি বিষয়ের প্রতি মহিলাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে চাই বরং একথা সারা বিশ্বের লাজনাদের জন্য প্রযোজ্য। আমার সেই খুতবার উদ্ধৃতি দিয়ে একজন ভদ্রমহিলা আমাকে লিখেছেন, মূল হলের পরিবেশ খুবই ভালো ছিল, নিরবে শোনা গেছে আপনার খুতবা কিন্তু শিশুদের পৃথক যে হল ছিল তাতে শিশুদের অল্পসল্প হট্টগোল যা হয়ে থাকে তাতো ছিলই স্বয়ং মায়েরাও দূরে বসে আছেন ভেবে গল্পগুজবে মেতে উঠে। অতএব লাজনাদের জন্য পৃথক যে তাবু বা হলের ব্যবস্থা করা হয় সে সম্পর্কে মহিলাদের স্মরণ রাখতে হবে, যাদের শিশু সন্তান রয়েছে তারা শিশুদেরকে ইশারা-ইঙ্গিতে যথা সম্ভব নিরব রাখার চেষ্টা করুন আর নিজেরা বক্তৃতা শোনার প্রতি মনোযোগ নিবদ্ধ করুন আর যে অনুষ্ঠান চলছে এর প্রতি মনোযোগী হোন এবং শুনুন। এই পৃথক হল তাদেরকে গল্পগুজবে মত্ত থাকার জন্য দেয়া হয় না। এ ব্যাপারে ভবিষ্যতে আরো সাবধান থাকতে হবে আর ব্যবস্থাপকদেরও এর প্রতি মনোযোগ দিতে হবে।

ফ্রাঙ্কফুর্টে অন্যান্য জামাতী অনুষ্ঠানাদিও হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, রিপোর্টে বিস্তারিত বিবরণ এসে যাবে। সেখানে দু'সপ্তাহের মত অবস্থান ছিল। তারপর সেখান থেকে নরওয়ের উদ্দেশে রওয়ানা হই। যেভাবে খুতবার মাধ্যমে আপনারা শুনেছেন, নরওয়েতে মসজিদে নসর-এর শুভ উদ্বোধন হয়েছে। মাশাআল্লাহ্! এটি খুবই সুন্দর মসজিদ। এখান থেকেও অনেকে গিয়েছিলেন তারা দেখেছেন, এটি অনেক বড় একটি মসজিদ। কেবল উত্তর ইউরোপেরই বড় মসজিদই নয় বরং আমার মনে হয় বা দৃঢ়ভাবে বলতে পারি, অবশ্যই এটি বাইতুল ফুতুহ্ মসজিদের পর ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ। সেখানকার জামাত খুবই ছোট কিন্তু দেখে মনে হয় অনেক বড় জামাত অথবা ধনাঢ্যদের জামাত। কিন্তু এ দুটি কথার উভয়টি ভুল। এটি বড় জামাতও নয় আর এ জামাতে তত ধনাঢ্য ব্যক্তিও নেই। শুধু চেতনা ও মনোযোগের প্রয়োজন ছিল।

এটি সৃষ্টি হলো আর তখন এদিকে মনযোগ আকৃষ্ট হয়েছে। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.)-এর যুগে মসজিদের এই জমি ক্রয় করা হয়েছিল। এই জমিতে বেইসমেন্টের মত করে একটি হল বানানো হয়েছিল; হয়ত তারা মসজিদের বেসমেন্ট বানাতে চেয়েছিলেন। তখন নকশা যাই ছিল, পরবর্তিতে এতে কিছু রদবদল হয়েছে। কেন্দ্র তখন তিন চার মিলিয়ন ক্রোনে অথবা প্রায় চার-পাঁচ লাখ পাউন্ড অনুদান হিসেবে দিয়েছিল এরপর তাদের বলা হয়েছে, নিজস্ব অর্থে আপনারা এই মসজিদ নির্মাণ করুন। ২০০৩ সালে আমিও তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি। মনোযোগ আকর্ষণের ধারা অব্যাহত থাকে কিন্তু নরওয়ে জামাত নিজ অবস্থানে অনড় ছিল। কখনও এই সমস্যা কখনও সেই সমস্যা লেগেই থাকতো। আমাকেও তারা অনেক বিরক্ত করেছে। অবশেষে আমি তাদের বলে দিয়েছি এই জমি দিয়ে আপনাদের যা ইচ্ছা করুন।

যদি বড় মসজিদ বানাতে না পারেন তাহলে অন্য কোন স্থানে এক টুকরো জমি কিনে একটি ছোট মসজিদ নির্মাণ করুন। এরপর জামাত নিজেও এই জমি বিক্রি করার কথা ভাবতে আরম্ভ করে। কয়েকজন বিক্রি না করার পক্ষে মত দিয়েছেন। যাহোক, অবশেষে সিদ্ধান্ত হয়– এটি অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ একটি স্থান, শহর থেকে বিমানবন্দর যেতে রাস্তার পাশেই এই প্লটটি অবস্থিত এবং জায়গাটিও উঁচু তাই জমিটি বিক্রি করা উচিত হবে না। ২০০৫ সালে যখন আমি গেলাম তখন ঘটনাক্রমে সেখানে জুমুআর নামায পড়া হলো, জুমুআর নামাযের জন্য যে হল ভাড়া নেয়া হয়েছিল তা এই প্লটের একেবারে পাশেই ছিল। তখন খুতবায় আমি তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলে ছিলাম, নরওয়েতে

ইনশাআল্লাহ্ মসজিদ হবে এবং একটি-দু'টি নয় বরং এদেশের প্রত্যেক স্থানে মসজিদ হবে। এটি আল্লাহ্ তালা সিদ্ধান্ত যে, তিনি এ জামাতকে অবশ্যই বিস্তৃতি দান করবেন। কিন্তু যখন আপনাদের ভবিষ্যত প্রজন্ম এর পাশ দিয়ে যাবে তখন তারা বলবে, এটি একটি উত্তম প্লট, এই সুন্দর জায়গা আমাদের পিতৃপুরুষরা পেয়েছিলেন কিন্তু তারা একে হাতছাড়া করেছেন। কাজেই একটু আল্লাহ্‌কে ভয় করুন, যে সংকল্প করেছেন একবার তা পূর্ণ করার চেষ্টা করুন। যাহোক, যতটুকু মনে পড়ে এমন ভাষাতেই তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম, পরবর্তী প্রজন্মের সামনে নেক বা উত্তম আদর্শ প্রতিষ্ঠা করুন এবং তাদের দোয়ারও ভাগীদার হোন। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর জামাতের একটি অনুপম সৌন্দর্য হলো, তারা যুগ খলীফার কথাকে মেনে থাকেন এবং তা পূর্ণ করার চেষ্টা করেন। এক ধরনের উদ্দীপনা ও প্রেরণা তাদের মাঝে সৃষ্টি হয়। আর তাই তো হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেছেন, জামাতের সদস্যদের নিষ্ঠা ও আন্তরিকতা দেখে কখনও কখনও আমিও বিস্মিত হয়ে যাই।

মোটকথা এই দৃষ্টি আকর্ষণের ফলে যখন নরওয়ে জামাত সংকল্পবদ্ধ হলো এবং তাদের চোখ খুললো, তখন তারা ত্যাগের দৃষ্টান্তও স্থাপন করলেন যার কাহিনী অনেক দীর্ঘ। নরওয়ের খুতবায় আমি এর কিছু উল্লেখও করেছিলাম। প্রায় একশ' মিলিয়ন ক্রোনের বেশী আর্থিক ত্যাগের বিনিময়ে এই মসজিদ নির্মাণ সম্পন্ন হয়। এই অর্থ প্রায় বারো মিলিয়ন পাউন্ডের সমপরিমান। বারো লাখ নয় বারো মিলিয়ন পাউন্ডেরও বেশী। আমি যেভাবে বলেছি, এরা তত ধনী লোক নয়। কিন্তু যখন তাদের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছিলাম আর তাদেরকে সতর্ক করেছিলাম, ভবিষ্যত প্রজন্মের জন্য তোমরা কি আদর্শ রেখে যাচ্ছ, তখন শুধু সাময়ীক আবেগ ও আত্মমর্যাদাবোধই জাগ্রত হয়নি বরং এক আহমদীর মাঝে সদাবিদ্যমান সেই নেক বৈশিষ্ট্য জেগে উঠে।

যদি সাময়ীক আবেগ বা উত্তেজনা হতো, তাহলে এক বছর পরেই তারা ক্লান্ত-শ্রান্ত হয়ে কাজ ছেড়ে দিত। যদিও এমন সময়ও এসেছে, ব্যবস্থাপকগণ বিচলিত হয়ে আমাকে লেখা শুরু করেন কিন্তু মনোযোগ আকর্ষণ করলে পুনরায় তারা কাজে লেগে যেতেন। অবশেষে পাঁচ বা ছয় বছরের কুরবানীর পর আট বা নয়শ' সদস্যের এ জামাতটি এখানকার সবচেয়ে বড় মসজিদ নির্মাণে সক্ষম হয়েছে। যেভাবে আমি বলেছি, এয়ারপোর্ট থেকে শহরে প্রবেশের সময় এই মসজিদটি অতীব সুন্দর একটি দৃশ্য উপহার দেয়। সেখানকার প্রধানমন্ত্রীও এ কথা স্বীকার করে বলেছেন, এ রাস্তার সৌন্দর্যে একটি নতুন মাত্রা যোগ হয়েছে। প্রতিদিন প্রায় আশি থেকে নব্বই হাজার গাড়ি, প্রাইভেট কার ইত্যাদি এ রাস্তায় চলাচল করে এবং তারা এ মসজিদটি দেখে।

কথায় আছে, একবার যদি কোন জিনিষের স্বাদ পাওয়া যায় তবে সেটা লাভের জন্য মানুষ মরিয়া হয়ে চেষ্টা করে থাকে। মনে হয় আমাদের নরওয়ে জামাতের অধিকাংশের মাঝে এমনটিই ঘটেছে। আগে অবস্থা এমন ছিল, একটি মসজিদ নির্মাণের ক্ষেত্রে দশ বছর পর্যন্ত বিভিন্ন অজুহাত দেখিয়েছে, হবে নাকি হবে না? কোথায় সমস্যার একটি দীর্ঘ তালিকা উপস্থাপন করেছে আর এখন তারাই বলছে, 'ক্রীসচান সান্ড' নামক শহরে আরেক খন্ড জমি আছে আর সেখানে ছোট্ট একটি জামাতও রয়েছে; আমরা সেখানেও একটি মসজিদ নির্মাণ করব। সেখানেও যথেষ্ট অর্থ ব্যয় হবে। এর কারণ এদেশ অত্যন্ত ব্যয়বহুল।

তাই আমি তাদের বলেছি, সবে তো আপনারা এ মসজিদ নির্মাণ করলেন আর এখনই আরেকটি নতুন মসজিদ নির্মাণের কাজ কীভাবে শুরু করবেন? আল্লাহ্‌র ইচ্ছায়; এখন তাদের সাহস এত বেশি বেড়েছে যে, আমেলা এবং অন্য কয়েকজন আমাকে ব্যক্তিগত ভাবে বলেছেন, অনুগ্রহের মালিক আল্লাহ্! আমরা এটা নির্মাণ করে ফেলবো ইনশাআল্লাহ্। কাজেই এ হলো একজন আহমদীর উদ্দীপনা। একবার যদি পণ করে তবে আর কোন বাঁধা বিপত্তি থাকে না। ইচ্ছা পবিত্র হলে সকল বাঁধন ভেঙ্গে যায়, সব ধরনের বাঁধা- বিপত্তি দূর হয়ে যায়। এ সবকিছু কোন একক ব্যক্তি বা কতক লোকের কোন পরাকাষ্ঠা নয় বরং আল্লাহ্ তা'লার কৃপা একে কল্যাণমন্ডিত করে এবং হৃদয়গুলোকে পরিবর্তন করে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সাথে কৃত অঙ্গীকার পূর্ণ হওয়ার এটিই প্রমাণ। আল্লাহ্ তা'লা তাঁকে বলেছেন

ينصرك رجال نوحي إليهم من السماء

(উচ্চারণ: ইয়ানসুরুকা রিজালুন নূহী ইলাইহীম মিনাস সামায়ে) অর্থ: তারা তোমায় সাহায্য করবে যাদের প্রতি আমরা আকাশ থেকে ওহী করব। অতএব ইচ্ছা ও অভিপ্রায় যদি পবিত্র হয় আর আল্লাহ্ তা'লা এবং দোয়ার প্রতি মনোযোগ নিবিষ্ট হয় তাহলে আল্লাহ্ তা'লা হৃদয়কে এভাবে উন্মুক্ত করে দেন যে, সর্বদা তা সাহায্যের জন্য প্রস্তুত থাকে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর মিশনকে অগ্রগামী করা এবং তাঁর এই স্বপ্ন অর্থাৎ 'ইসলামকে পরিচিত করতে হলে মসজিদ বানিয়ে দাও'। অর্থাৎ সেসব মসজিদ যার নির্মাণকারী ও ইবাদতকারীরা যদি আল্লাহ্ ও তাঁর রসূল (সা.)-এর নির্দেশাবলী মান্যকারী হয় তাহলে ইসলাম এমন সুন্দরভাবে পরিচিতি লাভ করে যে, জগদ্বাসী সেই সৌন্দর্য দেখে অবাক হয়ে যায়। কাজেই জামাতের সদস্যরা যখন সৎকর্ম করার মানসে নিজেদের অবস্থায় পরিবর্তন ঘটানোর চেষ্টা করেছে তখন আল্লাহ্ তা'লাও তাদেরকে অসাধারণ মনোবল দিয়েছেন এবং কাজের সামর্থ বৃদ্ধি করেছেন। পৃথিবীর অন্যান্য স্থানেও একই অবস্থা। এবার সফরের সময় এসব লোকদের আমি ঈমান ও নিষ্ঠায় পূর্বাপেক্ষা অধিক অগ্রগামী পেয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তাদের এবং প্রত্যেক আহমদীর ঈমান ও নিষ্ঠাকে উত্তরোত্তর বৃদ্ধি করুন।

নরওয়েও ইউরোপের সেসব দেশের অন্তর্ভূক্ত যেখানে তরবীয়তের প্রতি অধিক দৃষ্টি দেয়া প্রয়োজন। এখানে জাগতিকতার প্রতি আকর্ষণ রয়েছে কিন্তু এবার পুরুষ, মহিলা ও ছেলে-মেয়েদের বুঝানোর পর তাদের দৃষ্টিতে আমি লজ্জা-শরম ও অনুতাপ দেখতে পাই। তাদের মাঝে এ সংকল্প ও প্রত্যয় পরিদৃষ্ট হয়েছে যে, আমরা আমাদের সকল দুর্বলতা দূর করব। আমি যখন ক্লাসের সময় তাদেরকে নিজ নিজ দায়িত্ব সম্পর্কে বুঝিয়েছি তখন বিশেষ ভাবে ওয়াকফে নও ছেলে-মেয়েরা এমন মনোভাব ব্যক্ত করে, বিশেষ করে ওয়াকফে নও মেয়েরা অনেক দৃঢ় সংকল্প ব্যক্ত করেছে। তারা এ অঙ্গীকারও করেছে, তারা নিজেদের অবস্থার পরিবর্তন করবে বরং তারা নিজেদের পরিবেশেকে বদলে দেয়ার প্রত্যয় ব্যক্ত করেছে।

আর তারা এ ব্যাপারে লজ্জিত হয়েছে, তাদের পর্দা এবং পোষাকাদি এবং আহমদী মেয়েদের ভাবমূর্তি রক্ষার ক্ষেত্রে যে দুর্বলতা ও ঘাটতি ছিল তারা শুধুমাত্র তা দূর করেই ক্ষান্ত হবে না বরং নিজেদের সমাজে, জামাতী এবং বাইরের পরিবেশেও নিজেদেরকে আদর্শ হিসেবে উপস্থাপন করবে। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকেও তৌফীক দান করুন এবং পৃথিবীর সকল আহমদী ছেলে-মেয়েদেরকে এই সুযোগ দান করুন যেন তারা আহমদীয়াতের সত্যিকার আদর্শ হতে সক্ষম হয়। কেননা আমাদের মহিলাদের এবং মেয়েদের সংশোধন হলে পরেই পরবর্তী প্রজন্মের সংশোধনের নিশ্চয়তা

পাওয়া যাবে আর আল্লাহ্ তা'লাও বরকত দিবেন। যাহোক, বিগত পাঁচ বছরে নরওয়ে জামাতের বিভিন্ন ক্ষেত্রে আমি উন্নতি লক্ষ্য করেছি।

নরওয়েতে বাহিরের লোকদের সাথে যেসব অনুষ্ঠান হয়েছে তারও কিছু বিবরণ তুলে ধরছি কিন্তু এর পূর্বে নরওয়ে সরকারের প্রতি কৃতজ্ঞতা জ্ঞাপন করতে চাই। জুলাই মাসে সেখানে একটি দুর্ঘটনা ঘটেছিল হয়ত সে কারণে অথবা তাদের কাছে অন্য কোন তথ্য ছিল যে কারণে পরিস্থিতি বিবেচনা করে তারা সেখানে অনেক জোড়ালো নিরাপত্তামূলক ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। মসজিদে স্থায়ীভাবে সিকিউরিটির ব্যবস্থা গ্রহণ করেছিল। আমি যতদিন সেখানে অবস্থান করেছি ততদিন নিরাপত্তা কর্মীরা আমার সাথে ছিল। আল্লাহ্ তা'লা তাদেরকে এ জন্য পুরস্কৃত করুন। সেখানকার একজন সাংসদ– সংসদ ভবন পরিদর্শনের আয়োজন করেছিলেন, সে সময় চার অথবা পাঁচ জন সাংসদও উপস্থিত ছিলেন। সেখানে ছোট্ট একটি অভ্যর্থনারও ব্যবস্থা ছিল আর খুবই সুন্দর অনুষ্ঠান হয়েছে। সংসদের প্রেসিডেন্ট যাকে আমাদের ভাষায় স্পিকার বলা হয়, যার নাম এন্ডারসন তার সাথে আমার সাক্ষাত হয়, তাকে জামাত সম্বন্ধে বিস্তারিত বলার সুযোগ হয়েছে। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর আগমনের উদ্দেশ্য, হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.)-এর সম্পর্কে মহানবী (সা.)-এর ভবিষদ্বাণী ইত্যাদি নিয়ে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। তিনি নিজ থেকেই আমাকে জিজ্ঞাসা করেছেন, শিয়া, সুন্নি এবং আপনাদের মাঝে পার্থক্য কি? এভাবে দীর্ঘ আলোচনার সুযোগ হয় এবং আলোচনা চলতে থাকে। এমনিভাবে সংবাদপত্র, রেডিও এবং টিভি চ্যানেলের প্রতিনিধিরাও সাক্ষাতকার নিয়েছে। নরওয়ে একটি ছোট্ট দেশ, মোট জনসংখ্যা প্রায় পাঁচ মিলিয়ন। যে সংবাদপত্র সাক্ষাতকার নিয়েছে, এর সার্কুলেশন সংখ্যা হলো তিন লাখ পঞ্চাশ হাজার এবং অতি চমৎকার পরিবেশে তারা সাক্ষাতকার গ্রহণ করেছে, মসজিদের কি উদ্দেশ্য, ইসলামের শিক্ষা কি, আহমদীয়া জামাতের মূল উদ্দেশ্য কি? সাক্ষাতকারের এসব কথা তারা তাদের সংবাদপত্রে প্রকাশ করেছে, রেডিওতে বর্ণনা করেছে বা টেলিভিশনের অনুষ্ঠান সমুহে উল্লেখ করেছে এবং দীর্ঘ সময় ধরে তা প্রচার করতে থেকেছে।

এছাড়া জামাত এবং খলীফার সম্পর্ক কি? কি কাজ করতে এসেছেন? এ ধরনের প্রশ্নও করা হয়েছিল। তাদেরকে এর বিস্তারিত উত্তর দিয়েছি এবং তারা স্বচক্ষে তা প্রত্যক্ষও করেছে। তারা বাইরে গিয়ে জামাতের লোকদের কাছ থেকেও এসব কথা জিজ্ঞাসা করেছে। জামাতের সদস্যদের যে খিলাফতের সাথে একটি আত্মিক ও আবেগের সম্পর্ক আছে এটি তাদের কাছে যখন তারা বর্ণনা করেছে তখন তারা আরও বেশি প্রভাবান্বিত হয়েছে। অর্থাৎ এটি কেমন জামাত! যাদের মাঝে খিলাফত এবং জামাতের সত্তা এক ও অভিন্ন। যাহোক, অন্যান্য মুসলমানের বরাতে কথা চলতে থাকে। অন্যান্য মুসলমানদের দৃষ্টিভঙ্গী কি আর আপনারা কি বলেন, আপনাদেরকে কেন মসজিদ বলতে দেয় না এবং আপনাদেরকে কেন মুসলমান মনে করে না। এসব বিষয়ে বিস্তারিত আলোচনা চলতে থাকে যা পত্রিকার রিপোর্টে এসে যাবে।

আমাদের নরওয়েতে মসজিদের অভ্যর্থনায় প্রায় ১২০জন স্থানীয় নাগরিক উপস্থিত ছিলেন যাদের মাঝে বারোজন সাংসদ ছিলেন। প্রধানমন্ত্রীর প্রতিনিধি হিসেবে এসেছিলেন দেশের প্রতিরক্ষা মন্ত্রী মহোদয়া। প্রধানমন্ত্রীর বাণীও তিনি সেখানে পড়ে শুনিয়েছেন, তার সাথে পূর্বেও বিস্তারিত আলোচনা হয়েছিল। তিনি বলেছেন, লাহোরে সংঘটিত ঘটনার জের হিসেবে আপনার অন্তরের ব্যথা আমি অনুভব করতে পারি। আমিও বলেছি, আপনাদের ব্যথাও আমরা অনুভব করতে পারি কেননা, আমাদের আহমদীদেরকেও এভাবে শহীদ করা হয়। আমি সমবেদনা জানিয়ে বাণীও পাঠিয়েছিলাম।

একইভাবে জামাতের মানব সেবামূলক কার্যক্রম, শিক্ষা ও চিকিৎসা সেবার ব্যাপারে তাকে বিস্তারিত অবহিত করা হয়। তিনি অবাক হয়ে যান, কোন মুসলিম সংগঠন এমনও হতে পারে যারা এভাবে তাদের কর্ম সম্পাদন করে! তিনি বলেন, আমি সামান্য সময়ের জন্য এখানে এসেছি। রাত পৌনে আটটার সময় তার যাবার কথা ছিল, কিন্তু ঘটনাক্রমে আমার পূর্ববর্তী বক্তাদের বক্তব্য দীর্ঘ হয়ে গেলে পৌনে আটটায় আমার বক্তব্য আরম্ভ হয়, তিনি অনড় বসে থাকেন। আমার বক্তব্য বেশ দীর্ঘ হয়। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহে আমি দেখেছি, সাধারণত এরা ত্রিশ বা পয়ত্রিশ মিনিটের বেশি বক্তৃতা শুনতে অভ্যস্ত নয়। আমার বক্তব্য তিনি পঞ্চাশ মিনিট পর্যন্ত মনোযোগ দিয়ে শুনতে থাকেন। আমি পরবর্তীতে ক্ষমা চেয়ে নিয়েছি। তিনি বলেন না না, আমার মনে হচ্ছে আজ আমি আমার সময়ের সঠিক ব্যবহার করেছি। এরপরও তিনি বসে ছিলেন এবং খাবার খেয়েছেন। আর যেখানে পৌনে আটটার সময় যাবার কথা ছিল সেখানে সাড়ে নয়টায়ও তার উঠতে মনে চাচ্ছিল না। মোটের উপর তার সাথে অনেক কথা হয়েছে। কেননা অভ্যর্থনা অনুষ্ঠানে মসজিদ সম্পর্কে আমি বলেছি, আল্লাহ্ তা'লার ইবাদত এবং এক খোদার ইবাদত করাই হল মসজিদের মূল উদ্দেশ্য। এখানে যখন লোকেরা এক খোদার ইবাদতের উদ্দেশে আগমন করে তখন কোন ধরনের বিশৃঙ্খলা ছড়ানো বা মন্দ চিন্তাধারার প্রশ্নই উঠে না। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশসমূহেও এমন শ্রেণী আছে যারা মহানবী (সা.) এবং কুরআনী শিক্ষার বিরুদ্ধে বিভিন্ন আপত্তি করে থাকে। তাই আমি তাদেরকে মহানবী (সা.) এবং কুরআন সম্পর্কীত বিষয়ে বিস্তারিত বলতে চাচ্ছিলাম এবং বলেছি। আমি তাদের বললাম, তোমরা বল জগতের শান্তি উঠে গেছে। মহানবী (সা.) সারা রাত ছটফট করতেন, তাঁর রাতগুলো দুঃশ্চিন্তায় কাটতো এবং তিনি দোয়া করতেন, যেন আল্লাহ্ লোকদেরকে সঠিক পথে পরিচালিত করেন এবং তারা যেন খোদাকে চিনতে পারে। আমি তাদেরকে বলেছি, মহানবী (সা.)-এর হৃদয়ে যদি পার্থিব ক্ষমতা দখলের কোন দুরভিসন্ধি থাকতো তবে তিনি রাতে এভাবে দুঃশ্চিন্তাগ্রস্থ হতেন না, তার রাতের দুঃশ্চিন্তা কেবল ইহকালের শান্তির উদ্দেশ্যে ছিল না বরং মৃত্যুর পরের জীবনে নিরাপত্তার নিশ্চয়তার জন্য ছিল। যাহোক, পবিত্র কুরআন এবং মহানবী (সা.)-এর অনুপম আদর্শ সম্পর্কে তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে।

একইভাবে সেখানে কালমার (সুইডেন) কাউন্টির সভাপতিও এসেছিলেন। স্ক্যান্ডিনেভিয়ান দেশেসমূহে রাজনৈতিক দলগুলো পরস্পর একই পার্টির ন্যায় কাজ করে। সিস্টার পার্টি বা একই পার্টি অথবা বিভিন্ন দেশে (মোটামুটি) একই নামে কাজ করছে এবং একে অপরকে সমর্থনও করে। বর্তমান ক্ষমতাসীন দলের যিনি প্রেসিডেন্ট সাহেব তিনি বর্তমান সরকারী পার্টির প্রতিদ্বন্দ্বিতায় সুইডেনে যে সরকারী দল আছে তিনি এর সদস্য। যাহোক, তিনিও ভালো মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। তিনি ইতোপূর্বে এখানের জলসায়ও এসেছিলেন। তিনি বলেন, আমি জলসায় গিয়েছিলাম; (আমি দেখেছি) আহমদীয়া জামাত এমনই একটি জামাত যারা ইসলামের সঠিক চিত্রকে তুলে ধরে আর এর পক্ষ থেকে কোন প্রকার ভয় নেই। এরাই শান্তির পতাকাবাহী। এরপর একদিন খবর পেলাম, সেখানকার প্রাক্তন প্রধানমন্ত্রী মসজিদ পরিদর্শনের জন্য আসছেন এবং সাক্ষাত করতে চাচ্ছেন। তিনি বর্তমানে নরওয়ের মানবাধিকার সংগঠনের সভাপতি।

তার সাথেও বিস্তারিত আলোচনা চলতে থাকে। জামাতের সেবা এবং সারা বিশ্বে জামাতের সাথে কি হচ্ছে, এসব বিষয়াদি নিয়েও আলোচনা হয়েছে।

এই মসজিদ নির্মিত হবার ফলে সকল ক্ষেত্রেই যে জামাতের পরিচিতি বাড়ছে তার একটি হলো, আন্তর্জাতিক পর্যায়ে নির্মাণ সম্পর্কীত যেসব খবারাদি প্রকাশিত হয় তার মধ্যে একটি হল ইন্টারনেটে 'ওয়ার্ল্ড আর্কিটেকচার' নিউজ পত্রিকা। প্রতিমাসে দশ অথবা এগারো মিলিয়ন মানুষ তা ভিজিট করে। আর তাদের সাপ্তাহিক একটি ই-নিউজ লেটারও প্রকাশিত হয় আর তা ১৪৭জনকে ইমেইলও করা হয়। নির্মাণ জগতের সাথে সম্পর্কযুক্ত স্থাপত্যবিদ্যার ছাত্র, প্রতিষ্ঠান এবং এর সদস্যদের কাছে তা পাঠানো হয়। এই পত্রিকা এবং এই ওয়েব সাইটও এই শিরোনামে মসজিদের সচিত্র সংবাদ পরিবেশন করেছে, উত্তর ইউরোপের সবচেয়ে বড় মসজিদ এখানে নির্মিত হয়েছে। আর এর উদ্বোধন করার জন্য আহমদীয়া জামাতের খলীফা এসেছেন এবং এটি একটি জাতিগত মাইল ফলক। মসজিদকে বিশেষভাবে ডিজাইন করা হয়েছে এবং সেই সাথে এ সংবাদও দেয়া হয়েছে, এটি শান্তির প্রতীক। এভাবে মসজিদের পরিচিতি যা আমি সংক্ষেপে তুলে ধরলাম তার ফলে ইসলামের বিস্তারিত পরিচয় উপস্থাপিত হয়।

এছাড়া সিসকম মিডিয়া রয়েছে, ইন্টারনেট টেকনোলজি এবং ম্যাগাজিন প্রকাশক। এটিও একটি গুরুত্বপূর্ণ নাম। এটি টেকনোলজি বা নুতন প্রযুক্তির সংবাদ প্রকাশ করে থাকে। এটিও মসজিদ, আহমদীয়াত এবং ইসলামের শিক্ষা, অভ্যর্থনা, উদ্বোধনের উদ্ধৃতি দিয়ে অনেক দীর্ঘ সংবাদ প্রকাশ করেছে। বরং নরওয়ের প্রতিরক্ষা মন্ত্রীর বরাতে বলা হয়েছে যে তিনি বলেন, নতুন নরওয়ে গঠনের ক্ষেত্রে ধর্মেরও একটি মৌলিক ভূমিকা রয়েছে। আমাদের অভ্যর্থনার বরাত দিয়ে তিনি বলেন, যেভাবে আজকে আমরা এখানে এ দৃশ্য দেখছি, এভাবে আমাদেরকে প্রত্যেকের জন্য হৃদয়কে উম্মুক্ত করতে হবে আর সবাইকে সাথে রাখতে হবে। লেখক পত্রিকায় লেখেন, তিনি বলেন, যদিও এটি আমাদের উপাসনালয় নয় তথাপি আমি এখানে এসে সত্যিকার আনন্দ অনুভব করছি।

নরওয়েতে যে মর্মান্তিক ঘটনা ঘটেছিল তার প্রেক্ষাপটে আমি সমবেদনা জানালাম, পত্রিকা আমার উদ্ধৃতি দিয়ে এ সম্পর্কেও বিস্তারিত লিখেছে। নরওয়ে থেকে হামবুর্গ আসা হয়। সেখানে দু'জন সাংসদ সাক্ষাত করতে এসেছিলেন এবং সংসদে তাদের গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা রয়েছে। তারা মানবাধিকার সংক্রান্ত কাজ করছেন। তাদের সাথে বিস্তারিত আলোচনা হয়েছে। মানবাধিকার কাকে বলে তা আমি তাদেরকে বলেছি আর আমি তাদেরকে কিছু প্রশ্নও করেছি। কিছুক্ষণ পরে আমাকে বলতে থাকে, যেভাবে আপনি প্রশ্ন করছেন আমিতো এর প্রস্তুতি নিয়ে আসি নি। তখন কীভাবে প্রকৃতপক্ষে জগতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা যায় আমি তাদের অবহিত করে বললাম, কুরআনের শিক্ষা কি? আর আপনারা বা পাশ্চাত্যের কোন কোন দেশ কি করছে? এরপর আমাদের যে দু'জন আহমদী সদস্য তাদের নিয়ে এসেছিলেন মেহমানগণ বাহিরে গিয়ে তাদেরকে বললেন, তিনি তো আমাদেরকে চিন্তার খোরাক দিয়েছেন। আমাদের চিন্তা-ভাবনা একই রকম। এখন এই দিকগুলো নিয়ে চিন্তা করবো যেন আমরা জানতে পারি, পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার জন্য কি কি পদ্ধতি অবলম্বন করা উচিত। আর আমরা যা করছি তা থেকে বেরিয়ে আসতে হবে। তাকে আমি পরিস্কার করে একথাও বলেছিলাম, একদিকে যেই শক্তিগুলো শান্তির শ্লোগান দেয় তারাই আবার লড়াইকারীদের হাতে অস্ত্র তুলে দেয়, এভাবে কখনোই শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে না। আবার শান্তির নামে তোমরা নির্যাতনও অব্যাহত রাখ। লিবিয়া প্রভৃতি দেশের উদাহরণ আমাদের সম্মুখে আছে। যাহোক, কিছুটা হলেও তাদের বোধোদয় ঘটেছিল। আমি বলেছি, পবিত্র কুরআনের শিক্ষা হলো, শান্তি ফিরে এলে সেথা হতে বেরিয়ে যাও। এরপর প্রতিশোধ, আমিত্ব ও ব্যক্তি স্বার্থের প্রতি দৃষ্টি দিও না। এ হলো পবিত্র কুরআনে অনুপম শিক্ষা। এ শিক্ষা পালন করলেই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠিত হতে পারে, নতুবা নয়। যাহোক, তিনি কিছুটা হলেও বুঝতে পেরেছেন। তিনি বলেন, এ ব্যাপারে আমি নিজেও চিন্তা করব আর নিজ গন্ডিতে এসব কথা পৌঁছে দিব।

এখান থেকে একদিন আমরা ডেনমার্কের 'নাকস্কো'তেও গিয়েছিলাম। সেখানে আমাদের আলবেনিয়ান ও বসনিয়ান বন্ধুদের সমন্বয়ে গঠিত জামাত আছে। এ জামাতে প্রায় একশ'র মত আহমদী আছেন তবে কোন পাকিস্তানী নেই। আমার মনে হয় তারাও চাইতো যে আমি সেখানে যাই। অত্যন্ত নিষ্ঠাবানদের জামাত এটি। তাদেরও খানিকটা লাভ হয়েছে, তরবিয়তী কিছু বিষয় ছিল সে সম্পর্কে তারা জানতে পেরেছে। কোন কোন পরিবার নিষ্ঠা ও আন্তরিকতায় এতটাই সমৃদ্ধ যে, দেখে অবাক হতে হয় অথচ পূর্বে কখনো দেখা-সাক্ষাতও হয়নি। আবালবৃদ্ধবনিতা সবার সাথে স্বতস্ফূর্ত সাক্ষাত হয়েছে, সেখানে গিয়ে লাভ হয়েছে। এক রাতও কাটিয়েছি সেখানে। সেখানে একটি কেন্দ্র বা একত্রিত হওয়ার যায়গাও আছে, কিছুদিন পূর্বেই জামাত এটি কিনেছে। সেখানে এখন বাজামাত নামায এবং জুমুআ ইত্যাতি পড়া হয়। যদিও একে এখন মসজিদ হিসেবে ব্যবহার করা হচ্ছে, কিন্তু সেখানকার মেয়রের প্রতিনিধি হিসেবে অতিরিক্ত মেয়র এবং আরো কয়েকজন শিক্ষিত মানুষ এসেছিলেন সাক্ষাতের উদ্দেশ্যে। সেখানে আমি বলেছি, স্থায়ী মসজিদের জন্য যদি কোন জমি পাই তবে আমরা সেখানে মসজিদ নির্মাণ করবো। এটি শুনে মেয়র এ প্রতিশ্রুতি দিয়েছেন এবং বলেন, জমি না পাবার কোন কারণ নেই। আমরা মসজিদ বানাবো, কেননা এটি যে একটি শান্তিপূর্ণ জামাত তা আমরা বুঝতে পেরেছি। এটিই সে শহর যেখানে কিছু কাল বা কয়েক মাস পূর্বে সেখানকার ইসলাম বিরোধী স্থানীয় লোকজন এসে আমাদের জামাতের কেন্দ্রে বা মসজিদ হিসেবে ব্যবহৃত স্থানে, বিভিন্ন প্রকার আঁকিবুকি করেছে, আবর্জনা ইত্যাদি নিক্ষেপ করেছে। কিন্তু স্থানীয় প্রশাসন ও পুলিশ আমাদের যথেষ্ট সাহায্য করেছে। যদিও সেখানে বৈরী মনোভাব রয়েছে কিন্তু তা সত্ত্বেও আহমদীয়াত ও ইসলামের বাণী সেখানে পৌঁছাচ্ছে এবং শিক্ষিত সমাজে এ ধারণা সৃষ্টি হচ্ছে যে, আহমদীয়াত ইসলামের সেই চিত্র উপস্থাপন করে যা সত্যিকার ইসলাম এবং শান্তিপূর্ণ ইসলাম। এতে খুবই উপকার হয় আর সফরকালীন সময় পত্র-পত্রিকাও সংবাদ প্রকাশ করে ফলে অধিক মানুষের কাছে বাণী পৌঁছায়।

অনুরূপভাবে ফেরার পথে 'মরসাল'এ বেলজিয়ামের প্রথম মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর স্থাপনের সৌভাগ্য হয়েছে যার নাম বাইতুল মজীদ রাখা হয়েছে। আল্লাহ্ চাহেনতো এ মসজিদ নির্মাণও এক বছরের মধ্যেই সম্পন্ন হবে বলে আশা করি। বরং এর পূর্বেই হয়তো শেষ হবে। খুবই সুন্দর মসজিদ নির্মিত হচ্ছে আর এটি বেলজিয়ামের প্রথম মসজিদ হবে। যে এলাকায় আমাদের মিশন হাউস অবস্থিত তার নাম দিলবেখ। সেখানকার মেয়র এবং কয়েকজন সাংসদ এসেছিলেন। তারা সবাই ভাল মনোভাব ব্যক্ত করেছেন। এছাড়া অন্যান্য দলের প্রতিনিধিরাও এসেছিলেন। সবাই মসজিদের ভিত্তি প্রস্তর অনুষ্ঠান এবং জামাতের শিক্ষার ভূয়সী প্রশংসা করেন। এমনকি মেয়র মহোদয় পরে তার অনুভূতি ব্যক্ত করতে গিয়ে বলেন, আমাকে আপনাদের বিভিন্ন ছবি দিন, এই পুরো অনুষ্ঠানের

সিডি-ডিভিডি দিন। তিনি আহমদীয়া জামাতের শান্তির এ অনুপম বাণী এবং এ মসজিদকে নিজ এলাকার কাউন্সিল এবং জনসাধারণকে দেখাতে চান আর তাদেরকে এ বিষয়ে উদ্বুদ্ধ করতে চান যে, আমাদের এলাকাতেও শীঘ্রই এমন সুন্দর মসজিদ এবং এমন সুন্দর পরিবেশের সূচনা হওয়া উচিত। এই অনুষ্ঠানে তাদের উদ্দেশ্যে প্রদত্ত আমার ভাষণ এবং অনুষ্ঠানের পুরো কার্যক্রম তিনি কাউন্সিলের অফিসিয়াল ওয়েব সাইটে উঠানোর ইচ্ছাও ব্যক্ত করেছেন।

এরপর সেখানে 'মরাকু'তে আছেন ফুয়াদ হায়দার সাহেব। তিনি মুসলমান হওয়া সত্ত্বেও ব্রাসেলস এর সংসদ সদস্য। তিনিও তার অভিব্যক্তি ব্যক্ত করে বলেন, খিলাফত ছাড়া বিশ্ব মুসলিমের কোন ভবিষ্যত নেই। তিনি আমার সম্পর্কে একথাও বলেছেন, আমার চিন্তাধারা এবং আহমদীয়া জামাতের শান্তি ও সম্প্রীতির বাণী তার সহকর্মী বন্ধুদের মাঝে ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সে মুসলমান হোক বা অন্য কোন ধর্মের অনুসারী সবাইকে এবং অনুরূপভাবে তার পরিচিত বন্ধু মহলে অবশ্যই পৌঁছাবেন। এমনকি তিনি আমাদের মুবাল্লেগকে বলেছেন, এ সপ্তাহেই আমার সাথে সাক্ষাত করুন। পূর্বেও তিনি আমার সাথে একবার সাক্ষাত করেছেন। খুবই ভাল ও ভদ্র স্বভাবের মানুষ আর জামাতের সাথে ভাল সম্পর্ক রয়েছে। তিনি অত্যন্ত সাহসী এবং নিজের মতামত প্রকাশের ক্ষেত্রে অত্যন্ত স্পষ্টভাষী।

আল্লাহ্ তা'লার কৃপায় আমার যাবার ফলে সংবাদপত্র এবং রাজনীতিবিদ ও নেতাদের দৃষ্টি আকৃষ্ট হয়, শিক্ষিত সমাজের ভেতর আকর্ষণ জন্মে, এক কথায় অনেক লাভ হয়। তবুও এসব আমাদের চেষ্টামাত্র প্রকৃত ফল আল্লাহ্ তা'লাই দিবেন। আল্লাহ্ করুন যেন এ ফল ধরতেই থাকে। আরেকটি এলাকার মেয়র মহোদয়ও সেখানে এসেছিলেন। তিনি বলেন, এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করে সীমাহীন আনন্দ পেয়েছি। তিনি বলেন, আজ যুবশিক্ষা মন্ত্রণালয়ের মন্ত্রী 'পাসকেল স্মীথ' তার শহরে একটি সরকারী সফরে আসার কথা আর মেয়র হিসেবে সেখানে উপস্থিত থাকা আমার জন্য আবশ্যক ছিল। কিন্তু আমি মনে করি, এ ঐতিহাসিক মুহূর্তে যখন খলীফাতুল মসীহ্ এখানে এসেছেন, এ অনুষ্ঠানে অংশগ্রহণ করাই আমার জন্য সবচেয়ে গুরুত্বপূর্ণ ও জরুরী কাজ তাই আজ আমি আপনাদের মাঝে উপস্থিত হয়েছি। আল্লাহ্ তা'লা তাকে পুরস্কৃত করুন।

আবার এক এলাকার ডেপুটি মেয়র ও কাউন্সিলর বলেন, যেহেতু আমি এই মসজিদের অনুমোদনের জন্য আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বেলজিয়ামকে সাহায্য সহযোগিতা প্রদান করেছি তাই এখন আমি এখানে খলীফাতুল মসীহ্ আল্ খামেসের বক্তব্য শোনার পর পরমানন্দ ও দৃঢ় বিশ্বাসের সাথে বলছি, আমার জামাতকে সাহায্য ও সহযোগিতা করার সিদ্ধান্ত সম্পূর্ণ সঠিক ছিল। আর খলীফাতুল মসীহ্'র একথা শুনে আমি খুবই আনন্দিত যে, এ মসজিদ শুধুমাত্র একটি মসজিদই নয় বরং এ মসজিদ বেলজিয়াম ও অত্রাঞ্চলের সর্বসাধারণের জন্য শান্তি ও ভালবাসার নিদর্শন এবং প্রতীকও বটে। অতএব সর্বসাকুল্যে এই সফর খুবই আশিসমন্ডিত হয়েছে আর আল্লাহ্ তা'লা এতে অশেষ বরকত দিয়েছেন। বেলজিয়ামে ইসলাম বিরোধী একটি শ্রেণী আছে। তারা কিছুদিন পূর্বে এই মসজিদ নির্মাণ করতে দেয়া অনুচিত বলে অত্র এলাকায় ব্যাপক প্রচারণা চালিয়েছিল আর বিক্ষোভ মিছিলের তারিখও নির্ধারণ করেছিল। দু'দিন পূর্বে মিছিলও বের করেছিল। শনিবার ভিত্তি প্রস্তর স্থাপন করা হয়েছে। বৃহস্পতিবার মিছিল করা হয়। হাতে গোনা কিছু মানুষ এতে অংশ নিয়েছে কিন্তু কেউ এর প্রতি কর্ণপাত করেনি। আল্লাহ্ তা'লা এমনভাবে পরিবেশ পাল্টে দিলেন যারফলে স্থানীয় প্রশাসনের উৎকণ্ঠা সম্পূর্ণভাবে দূর হয়ে যায়। মোটকথা এসবই আল্লাহ্ তা'লার আশিস। হযরত মসীহ্ মওউদ (আ.) বলেন-

'আমাদের প্রচেষ্টা শিশুদের খেলামাত্র। না আমরা মানব-হৃদয় থেকে সে অপবিত্রতা দূর করতে সক্ষম যা আজ জগময় ছড়িয়ে আছে। আর না-ই আমরা পরিপূর্ণ ঐশী ভালবাসা তাদের হৃদয়ে সঞ্চার করতে পারি। আমরা তাদের মাঝে পারস্পরিক এমন ভালবাসাও সৃষ্টি করতে পারি না যার ফলে তারা এক আত্মা এক প্রাণ হয়ে যায়। এটি আল্লাহ্ তা'লার কাজ। মহানবী (সা.)-কে সম্বোধন করে আল্লাহ্ তা'লা পবিত্র কুরআনে সাহাবাগণের ব্যাপারে বলেন:

هُوَ الَّذِي أَيَّدَكَ بِنَصْرِهِ وَبِالْمُؤْمِنِينَ وَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ لَوْ أَنْفَقْتَ مَا فِي الْأَرْضِ جَمِيعًا مَا أَلَّفْتَ بَيْنَ قُلُوبِهِمْ وَلَكِنَّ اللَّهَ أَلَّفَ بَيْنَهُمْ إِنَّهُ عَزِيزٌ حَكِيمٌ

(সূরা আল্ আনফাল:৬৩-৬৪) অর্থ: তিনি সেই খোদা! যিনি নিজ সাহায্যে মু'মিনদের মাধ্যমে তোমাকে সাহায্য করেছেন এবং তাদের হৃদয়ে এরূপ ভালবাসা প্রোথিত করেছেন যে, যদি তুমি সমস্ত পৃথিবীর ধনভান্ডার ব্যয় করতে তবুও এরূপ ভালবাসা সৃষ্টি করতে পারতে না। কিন্তু আল্লাহ্ তা'লা তাদের মাঝে সেই ভালবাসা সৃষ্টি করে দিয়েছেন। তিনি মহাপরাক্রমশালী ও পরম প্রজ্ঞাময় খোদা। যে খোদা অতীতে এরূপ কাজ করেছেন তিনি আজও করতে পারেন। ভবিষ্যতেও তাঁর উপরই ভরসা। যে কাজ সংঘটিত হবার তাতে ঐশী কৃপার ফুৎকার হয়। মালি বাগানের পরিচর্যা করলে তা যেমন সবুজ ও সতেজ হয় অনুরূপভাবে খোদা তা'লাও স্বীয় প্রেরিতগণের জামাতকে উন্নতি ও সতেজতা দান করেন। যে ফির্কা কেবলমাত্র নিজেদের চেষ্টা- প্রচেষ্টায় গড়ে উঠে তাদের মাঝে অল্প কয়েক দিনের মধ্যেই বিভেদ দানা বাঁধে। যেমন ব্রাহ্মসমাজ অল্প কিছুদিন উন্নতি করে অবশেষে স্থিমিত হয়ে পড়েছে আর ক্রমশ নিশ্চিহ্ন হওয়ার পথে। কেননা মানবীয় ধ্যান ধারণাই হলো এর ভিত্তি'।

কাজেই এটি আল্লাহ তা'লার জামাত। এটি উন্নতি করবে আর করে যাচ্ছে। আল্লাহ্ তা'লা আমাদেরকেও স্বীয় যৎসামান্য ও তুচ্ছ চেষ্টা-প্রচেষ্টা চালিয়ে যাবার সুযোগ ও সামর্থ দিন যাতে করে আমরাও এ পুণ্যের ভাগী হতে পারি। আল্লাহ্ তা'লা আমাদের চেষ্টা প্রচেষ্টায় কল্যাণ দিন এবং আমাদেরকে উন্নতির সেসব দৃশ্যও দেখান।

নামাযের পর আজ আমি চৌধুরী গোলাম কাদের সাহেবের স্ত্রী মোহতরামা খুরশীদ বেগম সাহেবার গায়েবানা জানাযা পড়াব। তিনি শিয়ালকোর্ট জেলার খীবা বাজোয়া'র অধিবাসীনি ছিলেন। ইনি গত ৪ অক্টোবর মৃত্যু বরণ করেছেন, إِنَّا لِلَّهِ وَإِنَّا إِلَيْهِ رَاجِعُونَ

মরহুমা লাজনা ইমাইল্লাহ্, খীবা বাজোয়া'র প্রেসিডেন্ট হিসাবে দীর্ঘকাল জামাতের সেবা করার সুযোগ পেয়েছেন। তাহাজ্জুদে অভ্যস্ত ছিলেন। যথারীতি নামায, রোযা ও পবিত্র কুরআন পাঠ করতেন। সন্তানদের নামায এবং পবিত্র কুরআন তেলাওয়াতে অভ্যস্ত করানোর জন্য সর্বাত্মক চেষ্টা করেছেন। তিনি ওসীয়্যত করেছিলেন। তাঁর এক ছেলে মোহাম্মদ ইকবাল সাহেব মাডাগাসকার এর মুবাল্লেগ। তিনি মুবাল্লেগ হিসাবে মাডাগাসকার'এ কর্মরত আছেন বলে মায়ের জানাযায়ও অংশ নিতে পারেন নি। তাঁর গায়েবানা জানাযা ইনশাআল্লাহ্ জুমুআর নামাযের পর পড়াব। আল্লাহ্ তা'লা মরহুমার পদমর্যাদা উন্নীত করুন।

(জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ ও বাংলা ডেস্কের যৌথ প্রচেষ্টায় অনুদিত)

ইসলামে জিহাদ এর দর্শন

আমিরুল হক, টরোন্টো, কানাডা

জিহাদ আরবী শব্দ। যার ধাতুমূল জোহ্‌দ, অর্থাৎ প্রচেষ্টা, কষ্টের মধ্যে সাধনা করা। মানব জীবনের উদ্দেশ্য আল্লাহ্‌র ইবাদত করা। (আল কুরআন ৫১ : ৫৭) ইবাদত এর মূল অর্থ হলো ছাপ গ্রহণ করা। সুতরাং আল্লাহ্‌র ইবাদত করার অর্থ আল্লাহ্‌র রং বা স্বভাব ধারণ করা। তাঁর পরম সুন্দর গুণাবলীর সাথে পরিচিত হয়ে সেই গুণাবলী ব্যক্তি জীবনে বাস্তবায়নের উদ্দেশ্যে আন্তরিক নিরলস প্রচেষ্টা অব্যাহত রাখার যে সাধনা তারই নাম জিহাদ। একে ব্যক্তিগত পর্যায় থেকে পারিবারিক, সামাজিক, জাতীয় এবং আন্তর্জাতিক পর্যায়ে প্রাতিষ্ঠানিক রূপদানের প্রচেষ্টা করাও এর অন্তর্ভুক্ত।

ধর্ম = ধৃ+মন। অর্থাৎ মন যাকে ধারন, অবলম্বন বা আশ্রয় করে থাকে। ধর্মের পথে, ধর্ম কর্তৃক অনুমোদন সর্বপ্রকার কার্যক্রমই জিহাদ। অতএব, জিহাদের অর্থ হওয়া উচিৎ ধর্মীয় প্রচেষ্টা বা সাধনা; কেবল ধর্মযুদ্ধ নয়। ইসলামের সূচনা লগ্ন থেকেই ফরজ। ইসলামের নবী নিজে এবং তাঁর সাহাবাগণ তখন থেকেই সেটা যথাযথভাবে পালন করে আসছিলেন। (সূরা ফুরকান : ৫৩) যা মক্কায় নাযিল হয় তা থেকে এ ধারনার ভ্রান্তি প্রমাণিত হচ্ছে যে, জিহাদ মদীনায় হিজরতের পর শুরু হয়েছে।

কুরআনের পরিভাষায় জিহাদ চার প্রকার :

(১) জিহাদে আকবর, আল জিহাদ ফিল্লাহ্ : সর্বোত্তম। সর্বোচ্চ পর্যায়ের এবং সবচাইতে কঠিক জিহাদ। যা আত্মশুদ্ধিমূলক, যা নীরবে নিরবে-নিভৃতে, মনের গহীন কন্দরে সদা-সর্বত্র নিজেরই মন্দ ইচ্ছার বিরুদ্ধে পরিচালনায় আন্তরিক ভাবে চেষ্টিত থাকতে হয়। সে কারণেই হযরত মুহাম্মদ (সা.) এক যুদ্ধ ক্ষেত্র থেকে ফিরার পথে বলেছিলেন, **"রাযায়না মিনাল জিহাদিল আসগারি ইলাল জিহাদিল আকবার।"** অর্থাৎ আমরা ক্ষুদ্রতম জিহাদ হতে বৃহত্তম জিহাদের দিকে ফিরে যাচ্ছি। জিজ্ঞাসা করা হলো, "ইয়া রাসূলুল্লাহ্ (সা.), জিহাদে আকবার কী"? উত্তরে বলা হলো, "রিপুর উপরে নিয়ন্ত্রণ প্রতিষ্ঠা করা"। হযরত দাতা গাঞ্জ বাখশ্ (রহ.) রচিত কাশ্‌ফ্ উল মাহযুব।

আক্রমনকারী শত্রুর অস্ত্রকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারণ করাকে ক্ষুদ্রতম জিহাদ; আর দৈনন্দিন জীবনে রীপুকে দমন করে অন্যায় আচরণ থেকে বিরত থাকা, উপরন্তু ন্যায় আর কল্যাণজনক আচরণে চেষ্টিত থাকাকে বৃহত্তম জিহাদ বলা হয়েছে।

(২) জিহাদ-এ-কবীর, জিহাদ বিল কুরআন, প্রচারমূলক জিহাদ। যুক্তি ও দীললের মাধ্যমে কুরআনের শিক্ষার শ্রেষ্ঠত্ব অপরাপর ধর্মীয় শিক্ষার উপরে শান্তিপূর্ণ পদ্ধতিতে প্রমাণ করা। কুরআনের প্রচার ও প্রসারে সর্বশক্তি দিয়ে প্রচেষ্টা জারি রাখা। যেভাবে কুরআনে নির্ধারিত হয়েছে, "আর তুমি এর (কুরআনের) মাধ্যমে তাদের সাথে বৃহত্তর জিহাদ অব্যাহত রাখ।" (সূরা আল ফুরকান : ৫৩) বক্তৃতা বিবৃতি প্রদান, আন্ত:ধর্মীয় সম্মেলন, বই-পুস্তক, বিজ্ঞাপন প্রভৃতির প্রকাশ এবং যাবতীয় তথ্য প্রযুক্তি ইসলাম প্রচারে নিয়োজিত করা এর অন্তর্ভুক্ত।

(৩) জিহাদ-এ-সাগীর, জিহাদ ফি সাবিলিল্লাহ্, ক্ষুদ্র জিহাদ। ধর্ম প্রচারসহ যাবতীয় জনহিতকর কার্যক্রমে নিজেদের জানমাল সময় সম্মান এবং সকল প্রকারের মানসিক শক্তিসমূহ সক্রিয়ভাবে নিয়োজিত করা। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "তোমরা আল্লাহ্ ও তাঁর রাসূলের (সা.) প্রতি ঈমান আন। এবং নিজেদের ধন সম্পদ ও জীবন দিয়ে আল্লাহ্‌র পথে জিহাদ কর। এটাই তোমাদের জন্য উত্তম। যদি তোমরা তা জানতে।" (সূরা আল-সাফ্‌ফ : ১২)

(৪) জিহাদে-এ-আসগার; জিহাদ বিল সাইফ, ক্ষুদ্রতম জিহাদ। ধর্ম পালন ও প্রচারের স্বাধীনতার জন্য বিবেকের স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠার জন্য সংগ্রাম করা। শান্তিপূর্ণভাবে ধর্ম পালন ও প্রচারে শত্রু যদি অস্ত্র নিয়ে বাধা দেয়, ধর্মীয় স্বাধীনতাকে শক্তি প্রয়োগে হরণ করতে চায়, তাহলে আগ্রাসী শত্রুর বিরুদ্ধে আত্মরক্ষার্থে যুদ্ধ করা। যেমন পবিত্র কুরআন ঘোষণা করেছে, যাদের বিরুদ্ধে (বিনা কারণে) যুদ্ধ করা হচ্ছে তাদেরকে (যুদ্ধ করার) অনুমতি দেয়া হলো। কেননা তাদের প্রতি যুলুম করা হয়েছে। আর নিশ্চয় আল্লাহ্ তাদেরকে সাহায্য করতে পূর্ণ ক্ষমতাবান"। (সূরা আল হাজ্জ : ৪০) এই প্রকার জিহাদের পূর্ব শর্ত হলো ধর্মীয় কারণে শত্রু কর্তৃক আক্রান্ত হওয়া। এর জন্য উপরোক্ত আয়াতে "কিতাল" শব্দ ব্যবহৃত হয়েছে। আক্রমণকারীর অস্ত্রকে প্রতিহত করার উদ্দেশ্যে অস্ত্র ধারনের অনুমতি প্রদত্ত হয়েছে।

এটা সর্বতোভাবে আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধ। যার উদ্দেশ্য সকল নাগরিকের ধর্মীয় স্বাধীনতা প্রতিষ্ঠা ও সংরক্ষণ করা। এহেন যুদ্ধাবস্থাতেও শত্রুর সাথে ন্যায় আচরণের তাকিদ রয়েছে। (সূরা আল মায়েদা : ৯)

বলা হয়েছে, "আর যতক্ষণ নৈরাজ্য দূর না হয় এবং (স্বাধীনভাবে) ধর্ম (পালন ও প্রচার করা) আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে হয়ে না যায়, তোমরা তাদের সাথে যুদ্ধ কর। এরপর তারা বিরত হলে, সীমালংঘনকারীদের ছাড়া অন্য কারো বিরুদ্ধে কোন শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেয়া যাবে না (সূরা আল বাকারা : ১৯৪) কোরআনের শিক্ষার একটি অনন্য বৈশিষ্ট হচ্ছে বিবেকের স্বাধীনতা দান এতে বিশ্বাস

করার বা অস্বীকারের পূর্ণ স্বাধীনতা দেয়া হয়েছে। যেমন আল্লাহ্ তাআলা ঘোষণা করছে।" "এই সত্য তোমার প্রভুর তরফ থেকে প্রেরিত। সুতরাং যার ইচ্ছা সে ঈমান আনুক, যার ইচ্ছা অস্বীকার করুক"। (সূরা আল কাহাফ : ৩০)

এমনকি একবার ইসলামে প্রবেশ করার পর কেহ যদি অপর কোন ধর্ম অবলম্বন করে–যাকে মুর্তাদ বলা হয়, তার জন্য কুরআন কোনরূপ জাগতিক শাস্তির বিধান করেনি। যেমন দেখুন, "আর তোমাদের মধ্য থেকে যে ব্যক্তি স্বেচ্ছায় নিজ ধর্ম থেকে (অপর ধর্মে) ফিরে যায় এবং কাফির অবস্থায় মারা যায়, তাদের কৃতকর্ম ইহকালে ও পরকালে ব্যর্থতায় পর্যবসিত হবে। আর তারা আগুনের অধিবাসী হবে; সুদীর্ঘ কালের জন্য"। (সূরা আলে ইমরান : ১১৮) আরও দেখুন, সূরা আলে ইমরান : ৮৭ ও ৯১ আয়াত।

ধর্মীয় বিষয়ে শক্তি প্রয়োগের কোনরূপ অনুমতি কুরআন প্রদান করেনি। যেমন বলা হয়েছে। "ধর্মে কোন শক্তি প্রয়োগ নেই। নিশ্চয় সৎপথ আর পথ-ভ্রষ্টতার মাঝে পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গিয়েছে।" (সূরা আল বাকারা : ২৫৭) ধর্মীয় বিশ্বাস এবং ধর্মের জন্য মানুষ শুধুমাত্র আল্লাহ্‌র নিকট দায়ী। এ প্রসঙ্গে মানুষ একে অপরকে শুধু পরামর্শ দিতে পারে। দারোগাগিরী করার অধিকার কারোই নেই। যেমন কুরআন ঘোষণা করছে, "সুতরাং তুমি উপদেশ দিতে থাক। উপদেশ অবশ্যই কল্যাণজনক হয়। যে (আল্লহ্‌কে) ভয় করে সে উপদেশ গ্রহণ করবে।" (সূরা আল আ'লা : ১০-১১) "সুতরাং তুমি আদেশ দিতে থাক। তুমি যে একজন উপদেষ্টামাত্র। তুমি তাদের উপরে দারোগা নহ"। (সূরা আল গাশিয়া : ২২-২৩) আরও দেখুন ৬ :১০৮ এবং ৩৯ : ৪২ ও ৪২ : ৭।

যুক্তি-প্রমাণ, বিনয়, ভালবাসা, পরমত সহিষ্ণুতা, ধৈর্য, উদারতা, উন্নত নৈতিক চরিত্র প্রদর্শন; সর্বোপরি আল্লাহ্‌র সাহায্য প্রত্যাশার মাধ্যমে মতাদর্শের প্রচার-প্রবর্তনই হচ্ছে একমাত্র উপায়, যার দ্বারা মানুষের চিন্তা-চেতনার পরিবর্তন সাধনের অনুমতি কুরআন করীমে দেয়া হয়েছে। সেজন্যই কুরআন বলছে, "সেই ব্যক্তি ধ্বংস হয়, যে দলীল-প্রমাণ দ্বারা ধ্বংস। এবং সেই ব্যক্তি জীবিত হয়, যে দলীল প্রমাণ দ্বারা জীবিত। (সূরা আল আন্‌ফাল : ৪৩)

ধর্ম হৃদয়ের পরিবর্তনের নাম। ধর্ম কোন রাজনৈতিক দল গঠন করা বুঝায় না। নিজের ইচ্ছা-অনিচ্ছাকে আল্লাহ্ তাআলার ইচ্ছা অনিচ্ছার ছাচে ঢেলে তাঁর গুণাবলীর বিকাশস্থলে পরিণত হওয়া, অর্থাৎ আপন স্রষ্টার গুণাবলীর রং ধারণ করার অপর নাম হলো ধর্ম।

ধর্মের উদ্দেশ্য, আধ্যাত্মিক পরিবর্তন সৃষ্টি, যা হৃদয়ের অন্ত:স্থলে সংঘটিত হয়। এর প্রধান সম্পর্ক আত্মার সাথে। কোন তরবারি কোন বলপ্রয়োগ, কোন নিগ্রহ-নির্যাতন যত ভীষণাকারই হোক, কোন একটি মানহৃদয়কে পরিবর্তন করার জন্য কোনও ক্ষমতা রাখে না। উন্নত নৈতিক শক্তি দ্বারা ধর্ম যুগে যুগে, দেশে দেশে জন-মানুষের হৃদয় জয় করেছে। তরবারি দিয়ে কখনও, কোথাও যা সম্ভব হয় না; সম্ভব হয়নি। ধর্ম প্রচারার্থে হযরত মুহাম্মদ (সা.) কখনও তরবারির সাহায্য নেননি। এ প্রসঙ্গে তাঁর ব্যবহার ছিল সম্পূর্ণরূপে নির্দোষ প্রকৃতির। তিনি (সা.) শুধু তখনই তরবারি ধারণ করেছিলেন যখন তাঁর প্রতি এবং তাঁর অনুসারীগণের প্রতি সব ধরণের অত্যাচার-নির্যাতন-নিপীড়ন সকল সীমা ছাড়িয়ে গিয়েছিল। তারা অন্ধ আর অজ্ঞ, যারা একথা বলে যে, ইসলামের প্রচার প্রসার তরবারি দ্বারা সম্পন্ন হয়েছে। অজ্ঞতা ও বিদ্বেষ তাদের মন-মগজকে সম্পূর্ণরূপে আচ্ছন্ন করে রেখেছে। অন্যথায় তারা দেখতে পেতো যে, হিজরত পূর্ব যুগের সেই কয়েকশত মুসলমান, যারা মক্কা ও মদীনার অধিবাসি ছিল, তাদের ইসলাম গ্রহণের পিছনে কোনই তরবারির ব্যবহার ছিল না। বাস্তবতা বরং সম্পূর্ণরূপে বিপরীত। এই কয়েকশত লোকই বিজয়-পরবর্তী যুগের মুসলমানদের তুলনায় ঈমান-আমলে, আত্মোৎসর্গের সকল বিষয়ে সকল যুগের মুসলমানদের চাইতে শ্রেষ্ঠ। তবে আজ জিজ্ঞাসা–কোন সেই তরবারি, যার দ্বারা তাদের অন্তরে ইসলামের আলো প্রবিষ্ট হয়েছিল?

ইসলাম তার নিজের শিক্ষায় এতো অধিক আলোকিত, এতো অধিক আকর্ষণীয় এবং যুক্তিসঙ্গত যে, এর প্রতি বিদ্বেষহীন ও নিরপেক্ষ দৃষ্টিতে তাকালে কোন বিবেকসম্পন্ন হৃদয় এর থেকে দূরে থাকতে পারে না। ধর্ম প্রচারে ইসলাম কখনই যুদ্ধ করেনি। শুধুমাত্র আত্মাক্ষার স্বার্থেই অস্ত্রধারণ করতে হয়েছিল।

এই আত্মরক্ষা ও ধর্মীয় স্বাধীনতা বলতে শুধুমাত্র মুসলমানদের স্বা ধীনতা বুঝায়নি। বরং সকল ধর্মাবলম্বীদের স্বাধীনতা নিশ্চিত করাই জিহাদের উদ্দেশ্য। যেমন কুরআন ঘোষণা করছে, "সেই সব লোক যাদেরকে তাদের ঘর বাড়ী হতে অন্যায়ভাবে বহিষ্কার করা হয়েছে শুধু এ কারণে যে, তারা বলে, 'আল্লাহ্‌ই আমাদের প্রভু-প্রতিপালক'। আল্লাহ্ যদি মানুষের একদল দিয়ে অপর দলকে প্রতিহত না করতেন, তাহলে সাধু-সন্যাসীদের মঠ, গীর্যা, সিনাগগ আর মসজিদ সমূহ যেখানে আল্লাহ্‌র নাম অধিক মাত্রায় স্মরণ করা হয়–ধ্বংস করে দেয়া হতো"। (সূরা আল হাজ্জ : ৪১) এই আয়াতে অমুসলমান আর মুসলমান নির্বিশেষে সকলের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষা করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে।

লক্ষণীয় যে, এখানে অমুসলিমদের উপাসনালয়গুলির কথা মসজিদের পূর্বে উল্লেখিত হয়েছে। এদ্বারা ইঙ্গিত করা হচ্ছে যে, প্রয়োজনের মুহূর্তে মুসলমানেরা যেন অপর ধর্মাবলম্বীদের উপাসনালয়গুলির প্রতিরক্ষাকে নিজেদের চাইতে অগ্রগণ্য করে। কত সুন্দর, কত মহান, আর মানবিক কুরআনের এই শিক্ষা! ইতিহাস পর্যালোচনা করলে দেখা যায়, আত্মরক্ষামূলক যুদ্ধগুলিও পরিণামের দিক দিয়ে ইসলাম প্রসারের অনুকূলে ছিল না। নবুওতের দাবী থেকে হুদায়বিয়ার সন্ধি পর্যন্ত উনিশ বছরের কালটা ছিল মুসলমানদের জন্য চরম বিপদাবলী, নির্যাতন ও অশান্তির। এই সময়ের মধ্যে তাদের উপর তিনটি অসম যুদ্ধ-বদর, ওহুদ, আহ্‌যাব–অন্যায়ভাবে চাপিয়ে দেয়া হয়েছে। এই দীর্ঘ উনিশ বছরে যত সংখ্যক মানুষ মুসলমান হয়েছে, তার চাইতে কয়েকগুণ অধিক মানুষ ইসলামে দীক্ষিত হয়েছে হুদায়বিয়া-সন্ধি পরবর্তী দুই বছর সময়ের মধ্যে; যখন কোন যুদ্ধ বিগ্রহ ছিল না। মক্কা বিজয়ের দিনে ইসলামের নবীর (সা.) সঙ্গে দশ হাজার সাহাবার সংখ্যাই একথার প্রকৃষ্ট প্রমাণ বহন করে। এর পূর্বে কোন যুদ্ধেই মুসলিম সৈন্য সংখ্যা দেড় হাজারের অধিক ছিল না।

মুসলমান আজ নানান মতে ও পথে বিভিক্ত। তাদের আজ এমন কোন সর্ব-জনমান্য একক নেতৃত্ব নেই, যার নির্দেশ প্রতিটি মুসলিমের জন্য অবশ্য পালনীয়। অস্ত্রের জেহাদ একক নেতৃত্বের

অধীনে সম্মলিতভাবে সম্পন্ন করার বিষয়। কোথায় এবং কে সেই এমন নেতা? যারা ডাকে সাড়া দিয়ে ইন্দোনেশিয়া থেকে মরক্কো পর্যন্ত বিস্তৃত মুসলিম জনতা একাজে অংশ নিতে পারে?

মহানবী (সা.) বলেছেন, "মানুষে উপর এমন এক জামানা আসবে যখন ইসলামের মাত্র নাম এবং কুরআনের মাত্র অক্ষরগুলি অবশিষ্ট থাকবে। তাদের মসজিদগুলি হবে বাহ্যিক আড়ম্বরপূর্ণ, কিন্তু হেদায়াতশূন্য থাকবে। তাদের আলেম-ওলামা আকাশের নীচে নিকৃষ্টতম জীবে পরিণত হবে। তাদের মধ্য থেকে যাবতীয় ফিতনা ফাসাদ সৃষ্টি হবে এবং তাদের মধ্যেই ফিরে যাবে। (সুনান বায়হাকী, মুসলিম শরীফ)। সকল ভবিষ্যদ্বাণীর পূর্ণতা মুসলিম-প্রধান দেশ বা অঞ্চলগুলির প্রতি খোলাচোখে তাকালেই বুঝা যায়।

এক কালে মুসলমানদের মধ্যে সর্বজন মান্য একক নেতৃত্বস্বরূপ খিলাফত ব্যবস্থা ছিল। গণতান্ত্রিক পদ্ধতিতে খলীফা নির্বাচন করা হত। আভ্যন্তরীণ অনৈক্য আর ধর্মের উপরে দুনিয়াকে প্রাধান্য দেয়ার কারণে খিলাফত উত্তরাধিকারের পদ্ধতিতে রূপান্তরিত হয়। ফলে খিলাফতের প্রকৃত রূহ্ আর বাকি থাকল না। পরিণত হলো বিলাস ব্যসনের রাজতান্ত্রিক ধারায়। নির্বাচিত খলীফার স্থান জবর-দখল করল বংশানুক্রমিক রাজা। মুসলিম উম্মাহ্ ঐক্য বজায় রাখতে পারে নি। বিভক্ত হলো ৭৩ ফির্কায়। ধর্মের প্রাণ স্বরূপ উন্নত নৈতিক চরিত্র, সেবামূলক আচরণ, পরমত সহিষ্ণুতা, বিনয়, ভ্রাতৃত্ববোধ, আত্মোৎসর্গের স্পৃহা তথা কুরআন নির্দেশিত জীবন বোধ বাহুলাংশে হারিয়ে বসে।

এক কালের মুসলমান, যারা ছিল বিজ্ঞান, শিল্প সাহিত্য, দর্শন, চিকিৎসা শাস্ত্রে সর্বজগতের শিক্ষক–তারা পরিণত আলো অতীতের বিষয়বস্তুতে। ধর্মের নামে তারা নানান ধরনের কুবিশ্বাস, রুসুম-রেওয়াজ, পীরপূজা, কবর-পূজায় অভ্যস্থ হয়ে পড়ল। আল্লাহ্‌র দেয়া জীবন প্রদায়ী ধর্ম ইসলাম ছেড়ে মোল্লাতন্ত্রের অনুসারী হলো। মোল্লা-তন্ত্রের বহু প্রকারের ভুল বিশ্বাসের একটি হলো, জিহাদ সম্পর্কে এহেন ভুল ধারনা।

তাদের ধারণা অনুযায়ী বিধর্মী, বিজাতীয়কে বল-প্রয়োগে ইসলামে দীক্ষিত করা, তা না হলে হত্যা করা–এই হলো জিহাদ। উদাহরণস্বরূপ দেখুন, জামাত-এ-ইসলামীর প্রতিষ্ঠাতা মাওলানা আবুল আ'লা মওদুদী রাচিত পুস্তক (ক) আল জিহাদ ফিল ইসলাম (খ) হাকীকাতে জিহাদ।

আহলে সুন্নাত, আহলে হাদীস (যাদেরকে ওহাবী বলা হয়) তাদের বিশ্বাস শেষ যুগে ইমাম মাহ্‌দীর আবির্ভাব হবে; আকাশে অবস্থানরত ঈসা নবী নেমে আসবে। উভয়ে মিলে জিহাদ করবে। অর্থাৎ সকল বিধর্মীকে হত্যা করবে, যদি না তারা ইসলাম গ্রহণ করে। অন্যান্য ফির্কা ভুক্ত মুসলমানেরা ও কম-বেশী এই ভ্রান্তধারনায় আক্রান্ত হয়ে পড়ে। এহেন খুনী মাহ্‌দী ও খুনী মসীহ্‌র প্রতি বিশ্বাস পোষণ তাদের আভ্যান্তরীণ অবস্থাকে খুনী ধ্যান-ধারনার প্রতি পরিচালিত করেছে। অমুসলিমদের দেশগুলিতে বসবাসরত মুসলমানদের মধ্যে যারা অনুরূপ বিশ্বাসের অনুসারী এবং কট্টরপন্থী তারা সেসব দেশ, সমাজ ও সরকারের প্রতি পরিপূর্ণ অনুগত থাকতে পারে না। জিহাদ সম্পর্কে এহেন কদর্য বিশ্বাসটাও এই পরিস্থিতির অন্যতম কারণ।

কুরআনে বর্ণিত এবং হযরত মুহাম্মদ (সা.) কর্তৃক অনুসৃত সকল প্রকারের জিহাদ ভুলে গিয়ে মুসলমান আজকাল জিহাদ সম্পর্কে এমন এক ভ্রান্ত ধারনায় উপনীত হয়েছে, যা নিজেই সম্পূর্ণরূপে কুরআন পরিপন্থী। আর ইসলাম বিদ্বেষী মহল এরই সুযোগ নিয়ে তাদের কায়েমী স্বার্থ উদ্ধারে নিয়োজিত রয়েছে। জিহাদ সম্পর্কে এই ভ্রান্ত ধারণাকে জগৎ-জোড়া প্রচারের মাধ্যমে ইসলাম সম্পর্কে জনমনে ভীতি, বিতৃষ্ণা, বিদ্বেষ সঞ্চারের অপ তৎপরতায় লিপ্ত রয়েছে।

জিহাদ সম্পর্কে ওয়াহাবী মুসলিমদের বিশ্বাস এবং মওলানা মওদুদী যা লিখেছেন, হুবহু একই কথা বলেছেন কতিপয় বিদ্বেষী খৃষ্টধর্ম প্রচারক। উদাহরণস্বরূপ দেখুন (ক) ব্রিটিশ ভারতের খৃষ্টধর্ম প্রচারক পাদ্রী রেভারেন্ড কার্ল ফেন্ডার রচিত পুস্তক : মিযান উল হক। (খ) ওয়াশিংটন আরভিং প্রণীত পুস্তক : মোহাম্মদ এন্ড হিজ সাক্‌সেসার্স। যার প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় নবীর এমন কাল্পনিক এক ছবি আঁকা হয়েছে, যার এক হাতে রয়েছে কুরআন; আর অপর হাতে নাংগা তলোয়ার। মাওলনা মওদুদীর রচিত পুস্তক "আল জিহাদ ফিল ইসলাম" এর ১৩৭-১৩৯ পৃষ্ঠাগুলি পড়ে দেখুন আপনার মানবচক্ষে ওয়াশিংটন আরভিং রচিত উপরোল্লিখিত পুস্তকের প্রচ্ছদ পৃষ্ঠায় অঙ্কিত ছবিটি ভেসে উঠবে। অতি সম্প্রতি ডেনমার্কের পত্র-পত্রিকায় হযরত মুহাম্মদ (সা.) এর যে সকল ব্যঙ্গ-চিত্র প্রকাশিত হয়েছে, সেগুলির বক্তব্য, আর মাওলানা মওদুদী এবং ওয়াহাবীদের জিহাদ সম্পর্কে ধারনা কি হুবহু একই নয়?

ধর্মীয় উদ্দেশ্য নিয়ে ইসলামের বিরুদ্ধে আজ আর কেহই অস্ত্রের হামলা করছে না। করছে কলম দিয়ে, রেডিও, টিভি, তথ্যপ্রযুক্তির মাধ্যমে। কাজেই এ যুগে অস্ত্রের জিহাদ করার কোন যুক্তি সঙ্গত কারণ নেই। ভবিষ্যতে পরিস্থিতি পরিবর্তন হলে এবং এর প্রয়োজনীয় শর্তাবলী পূর্ণ হলে অনুরূপ জিহাদে শামিল হওয়া প্রতিটি মুসলিমের জন্য ফরজ।

জিহাদ এ যুগে আধ্যাত্মিকতার রং ধারণ করেছে। শত্রুর কলমের মোকাবেলায় তরবারি/বল প্রয়োগের দিকে হাত বাড়ালে একথাই প্রমাণিত হবে যে, ইসলামের শিক্ষার নিজস্ব কোন সৌন্দর্য, কোন আকর্ষণ শক্তি নেই, নাউযুবিল্লাহ্। সালমান রুশ্‌দীকে স্যাটানিক ভার্সেস লিখিয়ে ইসলাম বিদ্বেষী মহল জগতের সামনে এ বিষয়টাই প্রমাণ করতে চেয়েছিল। বিদ্বেষী কলমের মোকাবিলায় নানাদ বন্ধুরা আয়াতউল্লাহ্ খোমেনীর নেতৃত্বে লাঠিসোটা নিয়ে রাজপথে নেমে পড়ল। পরবর্তী ঘটনাবলী সকলেরই নিকট জানা আছে। জগৎবাসী এই বার্তাই পেল যে, মুসলমানদের হাতে এমন কোন কলম নেই, যদ্বারা বিরুদ্ধবাদীদের মোকাবিলা করতে পারে। আছে শুধু লাঠিসোটা, গোয়ার্তুমি, অসহিষ্ণুতা, অশান্তি আর কলহপ্রিয়তা

জিহাদ প্রতিটি মুসলমানের জন্য ফরজ, অবশ্যই পালনীয়। আর তা হলো এই, (ক) আত্মশুদ্ধিমূলক জিহাদ (খ) কুরআনের প্রচারমূলক জিহাদ (গ) জান-মাল-সময়-সম্মান সহ যাবতীয় মানসিক শক্তি সৃষ্ট জগতের কল্যাণে উৎসর্গ করার জিহাদ (ঘ) অস্ত্রধারী আক্রমণকারী শত্রুর বিরুদ্ধে সকল নাগরীকের ধর্মীয় স্বাধীনতা রক্ষার্থে–একক নেতৃত্বের অধীনে, অস্ত্রের জিহাদ–এই চার প্রকারের জিহাদ হলো কুরআন অনুমোদিত জিহাদ এবং ইসলামের নবীর (সা.) জীবনভর আচরিত জিহাদ।

চরিত্রই হচ্ছে মানুষের প্রধান পরিচয়

সরফরাজ এম. এ. সাত্তার রঙ্গু চৌধুরী

একটি সুষ্ঠু ও সুন্দর সমাজ জীবন গড়ে তুলতে হলে প্রত্যেককেই নৈতিকভাবে আদর্শ চরিত্রে অধিষ্ঠিত হওয়া আবশ্যক। সততা, সাধুতা, বিনয়, নম্রতা, ভদ্রতা, পরস্পর সহানুভূতি, ভ্রাতৃত্ববোধ, ন্যায় পরায়ণতা, পরোপকারী কর্তব্যপরায়নতা, ধর্মপরায়ণতা, ইত্যাদি গুণাবলীর অধিকারী হওয়া একান্ত আবশ্যক। ন্যায় বিচার সামাজিক জীবনে বেশ গুরুত্বের দাবীদার। মহান আল্লাহ্ তাআলা যেমন ন্যায় বিচারক তেমনি মানবজাতিকে সামাজিক জীবনে ন্যায় প্রতিষ্ঠা করার জোর তাগিদ দিয়েছেন। মানব জীবনের প্রতিটি ক্ষেত্রে কথা বর্তা, চাল-চলন, কাজকর্ম আচর আচরণ, বিচার-ফয়সালা, লেন-দেন ক্রয় বিক্রয় ইত্যাদিতে ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করা বাঞ্ছনীয়। সুষ্ঠু সুন্দর আদর্শ ভিত্তিক সমাজ বিনির্মাণে আদর্শের কোন বিকল্প নেই। আর ন্যায় বিচার করা আদর্শ প্রতিষ্ঠা করাও আদর্শের মহামূল্যবান একটি দিক। ন্যায় বিচার প্রতিষ্ঠা করলে অত্যাচারি তার অত্যাচার কমাতে থাকে, পক্ষান্তরে ন্যায় বিচার না থাকলে অত্যাচারীগণ চিরকালই অত্যাচারী থেকেই যায়। সমাজ জীবনে মানুষকে দৈনন্দিন অগণিত সমস্যার সম্মুখিন হতে হয়।

শান্তি-শৃঙ্খলা বিরোধী তৎপরতা সমাজকে কলুষিত করে তোলে। সুতরাং বুঝা গেল যে, চরিত্রই হচ্ছে মানুষের প্রধান পরিচয়। মানুষ তার চরিত্র অনুযায়ী কাজ করে থাকে। চরিত্র অনুযায়ী তার চিন্তা-শক্তিকে প্রতিষ্ঠিত করার চেষ্টা প্রচেষ্টা করে। যার চরিত্র যেরূপ সে তেমনি ভাবে নিজের জীবনকে গড়ে তোলে এবং চরিত্রই মানুষ এবং সমাজকে প্রভাবিত করে। সৎ চরিত্র বিকাশ সাধনই মানুষের লক্ষ্য হওয়া উচিত। প্রতিটি মানুষের চরিত্র এমনটি হওয়া চাই, যাতে মানুষ নিজের এবং সমাজের কল্যাণ সাধন করতে পারে। অসৎ চরিত্রের অবসান ও সৎচরিত্রের বিকাশ সাধনই সমাজের প্রতিটি মানুষের কর্তব্য। "হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, 'সেই ব্যক্তি ঈমানে পূর্ণতা লাভ করেছে, যার আচার ব্যবহার উৎকৃষ্ট। অর্থাৎ যে ব্যক্তি উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী" (আবু দাউদ) ইসলাম ধর্মের বিধান অনুসারে মানুষের অভ্যন্তরীণ চারিত্রিক কাঠামোকে এমনভাবে গড়ে তুলা উচিত যে, সে একথা অনুভব করবে যে, চরিত্রের মহত্ত্ব ব্যতীত শ্রেষ্ঠত্বের দ্বিতীয় আর কোন মাপকাঠি নেই। চরিত্রের সাথে বর্ণ, বংশ, জাতি, গোষ্ঠী, ভাষা ইত্যাদির কোন সম্পর্ক নেই। পবিত্র কুরআন করীম এর বাণী, হযরত রাসূলে পাক (সা.) এর বাণী ও কর্মধারা দুনিয়ার মানুষকে অত্যন্ত স্পষ্টভাবেই এ শিক্ষা দিয়েছে। এ শিক্ষার আলোকেই আল্লাহ্ তাআলার খিলাফত দুনিয়ার বুকে এমন একটি সামাজিক ও প্রশাসনিক ব্যবস্থা, যার বদৌলতে একজন অভিজাত বংশের লোক ও কুৎসিত নিগ্রো ক্রীতদাসের মধ্যে কোন তফাৎ নেই। সকলই পরস্পর ভাই ভাই, অর্থনৈতিক ও সামাজিক সুবিধা ভোগের অধিকারের মধ্যে কোন বৈষম্য বা বঞ্চনার চিহ্ন মাত্র নেই।

পরম করুণাময় আল্লাহ্ তাআলার অপরিবর্তনীয় বিধান এই যে, মানব সমাজে মানুষের যখন চরিত্রের অধ:পতন ঘটে, যার ফলে সমাজ ও জাতীয় জীবনে অন্যায়, অবিচার, অত্যাচার, জোর, জুলুম নির্যাতন, সুদ, ঘুষ ব্যক্তিগত ও দলগত স্বার্থে হিংসা বিদ্বেষ, দলাদলি, রেষারেষি, ঝগড়া কলহ, হানাহানি, খুনাখুনি ইত্যাদি অমানবিক ক্রিয় কর্ম, দেখা দেয়, যা সমাজ দেহকে কলুষিত করে তোলে। এই অবস্থায় দয়াময় আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন বিধান অনুযায়ী কোন একজন প্রেরিত মহাপুরুষকে ধরাধামে আবির্ভূত করেন। যিনি এসে সত্য ও সঠিক পথ দেখিয়ে উচ্চাঙ্গীন চরিত্রের অধিকারী বানিয়ে মানব সমাজকে মানবতার উচ্চাসনে উন্নত করে তোলেন। ইহা বান্দার প্রতি আল্লাহ্ তাআলার চিরন্তন দয়ার বহির্প্রকাশ।

আল্লাহ্‌র এই বিধান অনুযায়ী তিনি বর্তমান যামানার পথ ভ্রান্ত দিশেহারা অবহেলিত অপমানিত মুসলমান জাতিকে সত্য ও সঠিক পথ দেখিয়ে তিনি মানবতার উচ্চাসনে উন্নীত করার নিমিত্তে হযরত মির্যা গোলাম আহমদ (আ.)-কে আখেরী জামানার প্রতিশ্রুত মহাপুরুষ হযরত ইমাম মাহ্‌দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) রূপে কাদিয়ানে আবির্ভূত করলেন। তিনি এসে নেতাবিহন দল ও উপদলে সতধা বিচ্ছিন্ন মুসলমানকে ইসলামের বিধান অনুসারে উন্নত ও নৈতিক চরিত্রে সমাসীন করে তাদের ভ্রাতৃত্ববোধ এবং পরস্পর সহানুভূতি ও মহব্বতের বন্ধনকে দৃঢ় করলেন।

হযরত আমর বিন আবাসা (রা.) থেকে বর্নিত হযেছে যে, "একদা হযরত রাসূল করীম (সা.)-কে জিজ্ঞাসা করা হয়েছিল যে, ইয়া রাসূল (সা.) ইসলাম কি? উত্তরে হুযূর (সা.) বললেন, "সুমিষ্ঠ কথা এবং খাদ্য দান" জিজ্ঞাসা করা হলো, কোন ইসলাম উৎকৃষ্ট?" উত্তরে হুযূর (সা.) বলেন, যার হস্ত এবং জিহ্বা থেকে অন্যরা নিরাপদ" জিজ্ঞাসা করা হলো, "কোন ঈমান উৎকৃষ্ট? উত্তরে হুযূর (সা.) বললেন, সৎস্বভাব (আহমদ) "হযরত আনাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "যার হস্তে আমার প্রাণ তার কসম, বান্দাগণের মধ্যে কেহ বিশ্বাস আনে নাই, যতক্ষণ পর্যন্ত না সে নিজের জন্য যা পসন্দ করে তা সে তার অপর ভাইয়ের জন্য পসন্দ করে।" (তিরমিযী, ইবনে মাজা) হযরত আবু হুরায়রা (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে,

"হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কসম (তিনবার বললেন), "সেই ব্যক্তি ঈমানদার নহে, যার হস্ত থেকে তার প্রতি বেশি নিরাপদ নহে"। (ঐ) হযরত আব্বাস (রা.) থেকে বর্ণিত হয়েছে যে, "হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "সেই ব্যক্তি প্রকৃত মু'মিন মুসলমান নহে, যে নিজে পেট ভরে খায় এবং তার প্রতিবেশী উপবাসে রাত কাটায়।" (বায়হাকী)

সৃষ্টির বিষয় নিয়ে চিন্তা ভাবনা করে দেখলে দেখা যায় যে, মানুষ আর চতুস্পদ জন্তু জানোয়ারের মধ্যে তেমন কোন পার্থক্য নেই। মানুষ যেমন আহার করে নিদ্রা যায় এবং তার কামসূলভ শক্তিকে চারিতার্থেরদ্বারা সন্তান সন্ততি লাভ করে থাকে তদ্রুপ চুতস্পদ জন্তুগণও আহার করে নিদ্রা যায় এবং তার কামশক্তির চারিতার্থ দ্বারা বাচ্চাকে পয়দা করে থাকে। সৃষ্টির দিক থেকে মানুষ আর চতুস্পদ জন্তু জানোয়ারের মধ্যে পার্থক্য আছে বলে মনে হয় না। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত। সৃষ্টির সেরা জীব। আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে ভালোমন্দ, ন্যায় অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ সত্য মিথ্যা যাচাই বাছাই বিচারের জ্ঞান বিবেক বুদ্ধি বিবেচনা শক্তি দিয়ে দুনিয়ায় আল্লাহ্ তাআলার প্রতিনিধিত্বের দায়িত্ব দিয়ে পূর্ণ স্বাধীনতা দিয়েছেন, যা কিনা ফেরেশ্‌তাদেরও দেয়া হয়নি।

মানুষ তার বিবেচনার কষ্টি পাথরে ভালো মন্দ, কল্যাণ, অকল্যাণ, সত্য মিথ্যা যাচাই বাচাই করে গ্রহণ ও বর্জনের পূর্ণ স্বাধীনতা রাখে। কিন্তু চতুস্পদ জন্তুদের ভালো মন্দ, আপন পর যাচাই বাছাই করার জ্ঞান-বুদ্ধি বিবেক বিবেচনা শক্তি নেই। তারা যখন যা পায় তখন তা-ই খায়, যেখানে সেখানে নিদ্রা যায় এবং যখন যেখানে মৌকা মিলে তখন সেখানে তারা তাদের কাম শক্তিকে চরিতার্থ করে। কিন্তু মানুষ তা পারে না। মানুষের প্রবৃত্তির ভালো মন্দ, ন্যায় অন্যায়, সত্য মিথ্যা উপলব্ধি বা চিন্তা করার অনুভূতি শক্তি আছে। মানুষ আশরাফুল মাখলুকাত বা সৃষ্টির সেরা, সেটা তখনই সার্থক হয়, যখন মানুষ আল্লাহ্ তাআলার বিধান অমান্য করার যে শক্তি তাকে দেয়া হয়েছে, তার মোহে আহমিকাগ্রস্থ না হয়ে তার শক্তিকে আল্লাহ্‌র বিধান পালনের কাজে ব্যবহার করে। আর যদি সে আল্লাহর দেয়া সেই শক্তি ও স্বাধীনতার অপব্যবহার করে, আল্লাহ্‌র দেয়া বিধান লংঘন করে চলে, তাহলে সে পশুত্বের সর্ব নিম্ন স্তরে 'আসফালা সাফেলীন' নিজেকে নামিয়ে নেয়। তখনই সমাজ জীবনে নেমে আসে পশু সুলভ প্রবৃত্তি হিংসা, বিদ্বেষ, ঝগড়া কলহ, জোর জুলুম, অন্যায় অবিচার, দলাদলি, রেষা রেষি, হানাহানি, মারামারি ইত্যাদি অমানবিক ক্রিয় কর্ম। এই অবস্থায় হাত পা বিশিষ্ট মানব হলেও চতুস্পদ জন্তু জানোয়ারের সমতুল্য।

সৃষ্টির সেরা অবস্থায় মানুষ ফেরেশ্‌তাদের থেকেও অগ্রগামী হতে পারে এর কারণ, আল্লাহ্‌র বিধান অমান্য করর কোন শক্তি ফেরেশ্‌তাদেরকে দেয় হয়নি। শুধু শক্তি দেয়া হয়েছে আদেশ মান্য করার। তার তুলনায়, যাকে মান্য ও অমান্য করার। মান্য ও অমান্য দুই কাজেরই শক্তি দেয়া হয়েছে, মানুষকে আর সেই মানুষ যদি আল্লাহ্‌র বিধান মান্য করে চলে, তাহলে অবশ্যই তার মর্যাদা অধিক হতে বাধ্য। আর এ কারণেই আল্লাহ্‌র প্রতি আনুগত্যশীল মানুষের স্থান ফেরেশ্‌তাদের উর্ধ্বে। সুতরাং ইসলামের দৃষ্টিতে খিলাফতের মর্যাদা প্রাপ্তির সঙ্গে ঈমান ও আমলে সালেহ্‌র বিনিড় যোগসূত্র আছে। সৃষ্টির শ্রেষ্ঠ হিসাবে মানুষের উপর সর্বাধিক দায়িত্ব ও কর্তব্য ন্যস্ত হয়েছে।

আল্লাহ্ তাআলা মানুষকে ভালো মন্দ, ন্যায়-অন্যায়, কল্যাণ অকল্যাণ, সত্য-মিথ্যা উপলব্ধি করার জন্য পর্যাপ্ত জ্ঞানও বিবেক-বিবেচনা শক্তিদান করেছেন। সৃষ্টির সেরা হিসাবে মানুষ তার বিবেক বিবেচনা শক্তি প্রয়োগ করে সত্য ও সঠিক পথে চলবে, ইহাই আল্লাহ্ তাআলা চাহেন। আল্লাহ্ তাআলা স্বয়ং মানুষের বিবেক ও ইচ্ছার স্বাধীনতাকে হরণ করেনি। হক ও বাতিল, সত্য ও মিথ্যার সুস্পষ্ট পার্থক্য মানুষের সামনে উপস্থিত করার পর, যে কেউ সত্য বা মিথ্যা গ্রহণ করার ব্যাপারে মানুষ পূর্ণ স্বাধীন, অর্থাৎ বেহেশ্‌ত ও দোযখ যেকোন একটিকে বেছে নেয়ার ব্যাপারে মানুষ পূর্ণ স্বাধীন। আল্লাহ্ তাঁর নবী (সা.)-কেও এমন অধিকার দেননি, যাতে তিনি যবরদস্তি কাউকে ইসলামে দাখিল করতে পারেন। ইসলাম প্রতিটি মানুষ ও প্রতিটি জাতির নিজ নিজ বিশ্বাস ও স্বাধীন ইচ্ছানুযায়ী জীবন ও সমাজ ব্যবস্থা গ্রহণের পক্ষপাতি। ইসলাম পথ দেখিয়ে দেয়, গ্রহণের দায়িত্ব মানুষের নিজের। 'লা ইকরাহা ফিদ্দীন' 'দিনের ব্যাপারে জবরদস্তি নেই; এক কথার ঘোষণা দিয়ে আল্লাহ্ মানুষের বিবেককে পূর্ণ স্বাধীন করে দিয়েছেন।

একটা আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হলে উৎকৃষ্ট চরিত্রের অধিকারী হওয়া প্রয়োজন। কথায় বলে, "সৎ সঙ্গে স্বর্গবাস অসৎ সঙ্গে সর্বনাশ" চরিত্র গঠনের জন্য ব্যক্তিগত প্রচেষ্টা ছাড়াও চরিত্রাবান ব্যক্তির স্বস্পর্শেও চরিত্রের উন্নতি করা সম্ভব হয়। একটা সুন্দর ও আদর্শ সমাজ গড়ে তুলতে হলে ছোট বেলা থেকেই শিশুদেরকে আদর্শ চরিত্রাবন রূপে গড়ে তুলতে হবে।

জন্মগ্রহণ কল্পে শিশুর চরিত্রে কোন প্রকার কলুষতা থাকে না। এ ক্ষেত্রে চরিত্র গঠনে মাতাপিতার ভূমিকাই সবচেয়ে বেশি। তাই মানব মুকুট মানব কুল শ্রেষ্ঠ শিরোমণি হযরত রাসূল করীম (সা.) বলেছেন, "প্রত্যেক মানব শিশু জন্মগ্রহণ করে মুসলমান অবস্থায়, পিতামাতাই তাকে ইহুদী খৃষ্টান অথবা মজুসি বানায়।" শৈশবকাল থেকে মাতা পিতা যদি তার সন্তানকে সৎ সাধু আদব কায়দা শিক্ষা দেয, তাহলে তা তারা শিখে। শিশুগণ অনুকরণ প্রিয়। যা দেখে তা-ই তারা অনুকরণ করে।

তাই মাতা পিতাকে ও আদর্শ চরিত্রবান হতে হবে। তাহলে সন্তানকেও আদব-কায়দা শিক্ষা দিয়ে আদর্শ চরিত্রবান রূপে গড়ে তুলা সম্ভব হবে। তাই বলা হয়ে থাকে যে, স্কুল কলেজের শিক্ষাই প্রকৃত শিক্ষা নহে, প্রকৃত শিক্ষা তার ঘরে।" শিশুর আচরণে কোন প্রকার অপরাধ পরিলক্ষিত হলে, তাকে বুঝিয়ে দেয়া উচিত যে, এটা খারাপ কাজ, এরকম কাজ আর কখনো করো না। শিশুদের প্রতি কঠোর হওয়া উচিত হবে না। যেহেতু শিশুগণ বড় দেরকে অনুসরণ করে চলে, সেহেতু নিজেদেরও এমন কাজ করা উচিত নয়, যে কাজ ভাল নয়। যে পরিবেশে শিশুগণ বড় হয়, তার পরিবেশ রাখতে হবে কলুষ মুক্ত। মা তার সন্তানকে আদর্শ মূল্যবোধে বলীয়ান করে চরিত্রবাণ রূপে গড়ে তুলে এক একজন আদর্শ মা দেশকে চারিত্রিক রূপে গড়ে তুলে আর এক একজন আদর্শ মা দেশকে এবং জাতিকে উপহার দিতে পারেন একজন আদর্শ চরিত্রবান নাগরিক।

চাঁনতারা মোখালেফাত ও কিছু কথা

মুহাম্মদ আমীর হোসেন

সকল প্রশংসা আল্লাহ্ তাআলার যিনি যমিন ও আসমান সৃষ্টি করেছেন, সৃষ্টি করেছেন নদ-নদী, গাছ-পালা, পশু-পাখী, জীব-জন্তুসহ নানাবিধ প্রাণী। প্রাণীকূল শিরোমণি মানুষও সৃষ্টি করেছেন তিনি। আল্লাহ্‌র এই সৃষ্টির রহস্য অনেকাংশই আমাদের অজানা। প্রতিদিন ঘটে যাওয়া ঘটনাও সবার জানা থাকে না। অনেক কিছুই অজানা থেকে যায়। পৃথিবী ও আকাশ সৃষ্টি অবধি কতই না রহস্য রয়েছে। কতইনা ঘটনা ঘটছে। সবকিছু কি জানা সম্ভব? না সম্ভব নয়। এই অজানা পথ পাড়ি দিয়েই আমরা ছুটে চলেছি। দিনের পর দিন, মাসের পর মাস ও বছরের পর বছর।

মহান আল্লাহ্ তাআলা কুরআন মজীদে বলেছেন, "তোমরা কিভাবে আল্লাহকে অস্বীকার করতে পার? অথচ তোমরা (যখন) প্রাণহীন ছিলে তিনি তোমাদের জীবন দান করলেন। আবার তিনি তোমাদের মৃত্যু দিবেন। পুনরায় তিনি তোমাদের জীবিত করবেন। এরপর তাঁরই দিকে ফিরিয়ে নেয়া হবে। (২ : ২৯)। মানুষের অনেক কিছু অজানা থাকলেও আল্লাহ্‌র সৃষ্টির কোন কিছুকেই অস্বীকার করা যাবে না। আল্লাহ্ তাআলার এই সৃষ্টির মাঝে অগণিত নেয়ামত রয়েছে। যা সসীম মানুষদের দ্বারা গণনা করা সম্ভব না। যেমন আল্লাহ্ তাআলা বলেন, "অতএব (হে জীন্ন ও ইনসান)! তোমরা উভয়ে তোমাদের প্রভু প্রতিপালকের কোন কোন অনুগ্রহ অস্বীকার করবে? (৫৫ : ১৪)।

১৯৭৫-৭৬ সাল টাঙ্গাইল জেলার ঘাটাইল থানার চাঁনতারা গ্রামে আকন্দ পাড়ায় জনাব আবু বকর সিদ্দিক আকন্দ সাহেব সর্বপ্রথম আহমদীয়াত গ্রহণ করে ঐশী জামা'তের অন্তর্ভুক্ত হন। তিনি তখন চাঁনতারা হাই স্কুলের প্রতিষ্ঠাতা ও প্রধান শিক্ষক ছিলেন। তাঁরই চেষ্টা-প্রচেষ্টা ও দোয়ার মাধ্যমে অত্র এলাকাতে বেশ কিছু ব্যক্তি ও কিছু পরিবার আহমদী হন।

১৯৮৬-৮৭ সনে বিরোধীবাদী উগ্র-ধর্মাবলম্বী মোল্লাদের অত্যাচার নির্যাতনের স্বীকার হন নীরিহ আহমদী পরিবারগুলো তারপর আহমদীরা ছত্রভঙ্গ হয়ে কেউ ঢাকাতে আসেন এবং বাকীরা চাঁনতারাতেই নিরব জীবন যাপন করতে থাকেন। জামা'তের শিকল থেকে দূরে থাকায় অনেক কিছুই তাদের অজানা থেকে যায়। সঠিক তরবিয়ত থেকে তারা বঞ্চিত হন। সে অনেক কথা যা লেখার মাধ্যমে তুলে আনা সম্ভব নয়।

সুধী পাঠক! শুধু মাত্র ধারণা দেওয়ার জন্য কিছু বিষয় আপনাদের সম্মুখে তুলে ধরছি। কিভাবে একটি প্রতিষ্ঠিত জামা'ত পতন:মুখ অবস্থা হতে পুনরায় পূর্ণাঙ্গীন জামা'তরূপে প্রতিষ্ঠিত হতে পারে। ২০০৫ইং এই অধম তখন ময়মনসিংহ জামা'ত আকুয়াতে মোয়াল্লেম ওয়াকফে জাদীদ ও ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে দায়িত্ব রত ছিলাম। ময়মনসিংহ জামা'ত হতে চাঁনতারার দূরত্ব প্রায় ৬৫ কিলোমিটার। বর্তমান ন্যাশন্যাল আমীর মোহতরম মোবাশশের উর রহমান সাহেব চাঁনতারাকে ময়মনসিংহ জামাআতের হালকা হিসেবে অনুমোদন দেন এবং খাকসারকে তার যাবতীয় নিগরানীর দায়িত্ব প্রদান করেন। এই অধম ২০০৮ইং সনের নভেম্বর পর্যন্ত উক্ত এলাকার দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করার চেষ্টা করেছি মাত্র। কতটুকু সফল হয়েছি তা মহান আল্লাহ্ তাআলাই ভাল জানেন।

প্রথম পর্যায়ে মাত্র ১২ জন সদস্য-সদস্যাকে লাযেমী চাঁদার অন্তর্ভুক্ত করে যাত্রা আরম্ভ করি। এর পূর্বে একাধিক বার সফর করি ও জনাব মোকাদ্দেস আলী আকন্দ সাহেবের বাড়ির ভিটায় একটি নামাযের ঘর নির্মাণ করা হয়েছিল। সদস্যরা অনেকেই ভয়ে বা শরমে একত্রিত হতে চাচ্ছিল না। অক্লান্ত পরিশ্রমে তাদের মধ্যে ভয় দূর হলো এবং সবাই নামাযে আসতে শুরু করলো ২/১ জন ব্যতীত। মাঝে মাঝে চাঁনতারার সদস্যদের ময়মনসিংহ এনে তালিম তরবিয়ত ও জামা'তি বিষয়ে দিকনির্দেশনা দেওয়া হয়েছিল। আস্তে আস্তে দূর্বল অসহায়, নীরিহ, ভয়ে ভীত আহমদীদের মাঝে এই পরিবর্তন বিরুদ্ধবাদীদের চোখে পড়তে লাগলো। এর আগে আহমদীরা নিজ নিজ বাড়ীতে শুধু মাত্র নামায পড়তো। চাঁদা বা অন্য কোন অনুষ্ঠানে তেমন একটা তারা যেতেন না। যাহোক এই হঠাৎ পরিবর্তন এলাকাবাসী কিছুতেই মেনে নিতে পারছিলেন না। সে সময় অত্র এলাকার জোনাল ইনচার্জ ছিলেন মওলানা জাফর আহমদ সাহেব। তার সাথে পরামর্শক্রমে কখনো আমি কখনও মুরব্বী সাহেব চাঁনতারা সফর করতাম। মাঝে আব্দুর রহমান রানু ও বেলাল উদ্দিন মোয়াল্লেমও আসতেন। আর এই ভাবেই জামা'তের কার্যক্রম বৃদ্ধি পেতে লাগলো। খাকসার

২০০৮ইং সনের শেষের দিকে ফতুল্লা বদলি হওয়ার পূর্বে চাঁনতারাতে পুনরায় মসজিদ নির্মাণের জন্য স্থানীয় সদস্য-সদস্যাদের আর্থিক সহযোগিতায় ৯ শতক জমি জামা'তের নামে রেজিষ্ট্রী করতে সক্ষম হই। উক্ত কুরবানীতে প্রায় সকল সদস্যগণ শরীক হন, আলহামদুলিল্লাহ্।

আমি ফতুল্লাতে চলে আসার পর ময়মনসিংহ জামা'তের বর্তমান প্রেসিডেন্ট জনাব আব্দুল হাইও চাঁনতারার সন্তান মোহাম্মদ ইব্রাহীম হোসেন সহ (যিনি ঢাকায় আছেন) অন্যান্যদের একান্ত প্রচেষ্টায় ও কেন্দ্রের সহযোগিতায় উক্ত জায়গাতে মাটি ভরট কাজ ও সমাপ্ত হয়। গত বছর ২০১০ইং সনে এই সময়ে মসজিদের ভিত্তিকে কেন্দ্র করে পুনরায় তুমুল মোখালেফাতের সম্মুখীন হন। অত্র এলাকার নীরহ, সরল, সোজা গ্রাম্য মানুষগুলো। যারা কখনো উচ্চস্বরে কথা বলতে জানে না, মানুষের ক্ষতি করতে জানে না। তাদের উপর অত্যাচারের সীমা এতটাই বৃদ্ধি পেয়েছিল যা স্বচক্ষে না দেখলে কল্পনা করা যায় না। নির্যাতনের দৃশ্য দেখে চোখের পানি রাখা যেত না। হায়রে মুসলমান! একি তোমার শিক্ষা ও আদর্শ। চাঁনতারাতে প্রায় ৩০টি আহমদী পরিবারের বসবাস। ২/১টি পরিবার বাদে সবগুলো পরিবারই আর্থিকভাবে পঙ্গু হয়ে যায়।

প্রায় প্রতি ঘরের ধান-চাল, গরু-ছাগল, হাঁস-মুরগী টিভি ফ্রিজ ও আসবাব পত্র লুট করে নিয়ে যায়। ঘরগুলো ভেঙ্গে চুরমার করে ফেলে। পুরুষ মহিলা ও শিশুদের উপর নির্মম অত্যাচার চালায়। এমনকি মসজিদের জন্য আনিত ইট ও সিমেন্ট নিয়ে যায়। আর এরাই দাবীদার তারা নাকি প্রকৃত মুসলমান, হায়রে মুসলমান!

মোল্লারা চারদিকে ওয়াজ মাহফিল করে আহমদীদের উপর মিথ্যা অপবাদ ছড়াতে থাকে। অপরদিকে আহমদীরা তাদের সাধ্যমত প্রচার করতে থাকে। বিভিন্ন এলাকাতে সত্যের সন্ধান, মুসলিম সংহতি দিবস ও সুন্নতি লাঠির সিডি প্রদর্শনসহ বিভিন্ন বই লিফলেট বিতরণের মাধ্যমে মানুষের মধ্যে ভুল শুধরানোর চেষ্টা করে। এতে বেশ ভাল ফল পাওয়া গিয়েছে। খাকসার উক্ত ঘটনার পর থেকে প্রায় প্রতি মাসেই কেন্দ্রের নির্দেশে চাঁনতারা সফর করি। বিভিন্ন মহলের লোকজনের সাথে আলাপ আলোচনা করি। এখনো এই প্রক্রিয়া জারি আছে। বিশেষ করে ঘাটাইল ও ঝরকাতে বেশ আলোড়ন সৃষ্টি হয়েছে। সেখান থেকে বকশীবাজার ও গাজীপুর জলসায় বেশ কিছু মেহমান এসেছিলেন। তারা বর্তমানে আহমদীদের পক্ষে বেশ ভাল কাজ করে যাচ্ছেন। তাদের ওপরও হামলার হুমকি দেওয়া হয়েছিল। পরবর্তীতে তারা বিষয়টি সামাল দেয়। আশা করি তাদের মধ্য হতে অনেকেই সত্যিকার ইসলাম অর্থাৎ আহমদীয়াত গ্রহণ করবে। মোখালেফাতের উক্ত ঘটনাকে কেন্দ্র করে ৫/৬টি মামলা চলছে। আসামীরা সবাই জামিনে আছে। ইসলাম শান্তির ধর্ম, ভালবাসা, প্রেম-প্রীতি হলো ঈমানের মূল শিক্ষা। উগ্র মোল্লাদের খপ্পরে পরে সরলমনা মুসলমানরা আজ বিভ্রান্ত হচ্ছে। চাঁনতারার ঘটনা এটাই প্রমাণ করছে। মোখালেফাতে ঈমান বৃদ্ধি পায়। কুরবানীর মান বাড়ে। চাঁনতারার আহমদীগণ এর সাক্ষী। তাদের মাঝে অনেকেই এখন শহীদ হওয়ার জন্য প্রস্তুত আছে এবং তারা নিজেদের নামও লিখিয়েছেন ধর্মের জন্য যারা নিজেদের জীবন দিতে চায় মহান আল্লাহ্ তাআলা কখনো তাদেরকে নষ্ট হতে দেন না। যারা হঠকারিতা করে, অহংকার করে তারাই জামা'তের নেয়ামত হতে দূরে সরে পড়ে। এমন ঘটনাও সেখানে হয়েছে। গ্রামবাসীর চাপে ২টি পরিবার জামা'ত হতে দূরে সরে যায় এবং তাদের সাথে জামা'তের কোন সম্পর্ক থাকে না। তারা মোখালেফাতকারীদের সাথে মিলিত হয়। কিন্তু খোদার কি নিয়তি সেখানে তারা প্রকৃত শান্তি পায় না। মিথ্যাবাদীদের দলে বেশিদিন তারা টিকতে পারেনি। গত ২৪/০৫/২০১১ইং তওবা করে পুনরায় ১টি পরিবার আহমদীয়াতে ফিরে আসে, আলহামদুলিল্লাহ্।

মোখালেফাতের সময় হতে অধ্যাবদি নিজ আত্মীয় স্বজনদের মধ্য থেকে ১০ জন বয়আত গ্রহণ করেন। আহমদীদের এই ক্ষতি কখনো পুরা করা সম্ভব হবে না। জামা'ত তার সাধ্যমত চেষ্টা করেছে কিছুটা সহযোগিতা করার। নামাযের যে ঘরটি ছিল তা ভেঙ্গে ফেলাতে বর্তমানে আহমদীরা সাইফুল ইসলাম সোনামিয়াদের বাড়ীতে নারী-পুরুষ সবাই নামাযে আসেন। এত ক্ষয় ক্ষতি হওয়ার পরও তারা চাঁদার প্রতি মনোযোগ দিয়েছেন। সেখানে আনসার ও লাজনাদের সংগঠন এরই মধ্যে গঠিত হয়েছিল। তারা সবাই নিজ নিজ চাঁদা পরিশোধ করে আসছেন। চাঁনতারার এই মোখালেফাতে খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) সহ বিশ্বের সকল আহমদীরা দোয়া করেছেন এবং হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস মির্যা মাসরূর আহমদ (আই.) চাঁনতারাতে পাকা মসজিদ নির্মাণের সদয় অনুমোদন প্রদান করেছেন। সেই লক্ষে জামা'ত বিভিন্ন ভাবে কাজ করে যাচ্ছে।

এই অধম চাঁনতারাতে বেশী বেশী সফর করার কারণে মনে হচ্ছে তাদের পরিবারের সদস্য হয়ে গেছি। প্রতিটি মুহূর্ত চাঁনতারার স্মৃতি ও আহমদীদের কথা মনে পড়ে। সেখানকার আহমদীরাও আমাকে খুব সম্মান দেখান।

এই মুহূর্তে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর বয়আতের দশ নং শর্তের কথা মনে পড়ে যায়। যেখানে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেছেন যে, আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে ধর্মানুমোদিত সকল আদেশ পালন করবার প্রতিজ্ঞায় এই অধমের [অর্থাৎ হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর] সাথে যে ভ্রাতৃত্ব বন্ধনে আবদ্ধ হল জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত তাতে অটল থাকবে। এই ভ্রাতৃত্ব বন্ধন এত বেশী গভীর ও ঘনিষ্ঠ হবে যে, কোন প্রকার পার্থিব আত্মীয়তা ও অন্যান্য সম্পর্ক এবং সেবকসূলভ অবস্থার মধ্যে এর তুলনা পাওয়া যাবে না।

আমি সকলের নিকট দোয়া চাই জামা'ত আমাকে যতদিন এই দায়িত্বে রাখবে আমি যেন নিষ্ঠার সাথে চাঁনতারার আহমদীদের পাশে থেকে কাজ করে যেতে পারি। যদিও আমরা এখনো পর্যন্ত

মসজিদের কাজে হাত দিতে পারিনি। তবে বিভিন্ন মহলে আলাপ-আলোচনা করছি। তাদের কাছ থেকে ভাল প্রতিশ্রুতি পাওয়া যাচ্ছে। আল্লাহ্ তাআলা যখন যেভাবে চাইবেন মসজিদের কাজের সুব্যবস্থা অবশ্যই করবেন। দীর্ঘ এই মোখালেফাতে আহমদীরা অনেক ভাবেই ধৈর্যের পরিচয় দিয়ে আসছেন। আমি অতি কাছ থেকে তাদেরকে দেখার সৌভাগ্য পেয়েছি। ছোট-খাটো কিছু ভুলত্রুটি আছে যেগুলো আশা করি পরিত্যাগ হয়ে যাবে। মোখালেফাত কখনো কামনা করা উচিত নয়। যদি কোন কারণে মোখালেফাত শুরু হয় তবে মনে করতে হবে এটা আমাদের ঈমানের উন্নতি ও জামা'তের প্রচার প্রসারের জন্য হয়ে থাকে। জামা'তের সদস্যরা বিভিন্ন ভাবে নিজেদেরকে তৈরী করার একটা সুযোগ পেয়ে যায়। আমরা হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর যুগের কথা যদি মনে করি তাহলে দেখতে পাবো প্রাথমিক যুগের মুসলমানগণ কতই না পরীক্ষার সম্মুখীন হয়ে ছিলেন। তারাও পরবর্তীতে বিজয়ী হয়েছেন। শত্রু পরাজিত হয়েছে। আজ চাঁনতারার আহমদীদের মনে রাখতে হবে যে, বিজয় আমাদের সামনে তাই নিজেদের মাঝে সামান্য সামান্য বিষয় ও সমস্যাদি দ্রুত মিটিয়ে ফেলা উচিত। হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কিশতিয়ে নূহ পুস্তকে বলেছেন, "তোমাদের মধ্যে সে-ই অধিক মহৎ, যে আপন ভাইয়ের অপরাধ অধিক ক্ষমা করে এবং হতভাগ্য সে, যে হঠকারিতা করে ক্ষমা করে না। সুতরাং তার সাথে আমার সম্পর্ক নাই। তিনি (আ.) আরও বলেন, "সুতরাং হে লোক সকল! যারা নিজেকে আমার জামা'তভুক্ত বলে গণ্য করে থাক, আকাশে কেবল তখনই তোমরা আমার জামা'তভুক্ত বলে পরিগণিত হবে যখন তোমরা সত্যিকার ভাবে তাক্ওয়ার (খোদাভীরুতার) পথে অগ্রসর হবে। সুতরাং তোমরা তোমাদের দৈনিক পাঁচওয়াক্তের নামায এরূপ ভীতিসহকারে এবং নির্বিষ্টচিত্তে আদায় করবে যেন তোমরা আল্লাহ্ তাআলাকে সাক্ষাৎভাবে দেখিতেছ। নিজেদের রোযাও তোমরা আল্লাহ্‌র উদ্দেশ্যে নিষ্ঠার সাথে পালন করবে। যারা যাকাত দিবার উপযুক্ত তারা যাকাত দিবে। যাদের জন্য হজ্জ ফরজ হয়েছে এবং তা পালনে কোন প্রতিবন্ধকতা না থাকলে তারা হজ্জ করবে। সকল পুণ্যকর্ম সুচারুরূপে সম্পন্ন করবে এবং পাপকে ঘৃণার সাথে বর্জন করবে, নিশ্চয় স্মরণ রেখো যে কোন কর্ম আল্লাহ্ পর্যন্ত পৌঁছতে পারে না যাতে তাক্ওয়া নেই। প্রত্যেক পুণ্য কর্মের মূল তাক্ওয়া। যেই কর্মে মূল ধ্বংস হয় না। সেই কর্ম কখনও ধ্বংস হবে না।

মহান আল্লাহ্ তাআলা বলেন, 'হায় আক্ষেপ মানবজাতির জন্য! তাদের কাছে যখনই কোন রাসূল আসে তারা তাকে নিয়ে হাসি বিদ্রূপ করে।' (৩৬ : ৩১)

চাঁনতারার আহমদীরা কি অপরাধ করেছিল? তারা অন্যান্য আহমদীদের ন্যায় হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর ভবিষ্যদ্বাণী অনুযায়ী আগত যুগের মসীহকে মান্য করেছিল। তারা এক জামা'তভুক্ত হয়ে থাকতে চেয়েছিল। এটাই তাদের অপরাধ। হে চাঁনতারার আহমদী ভাই ও বোনেরা! আপনারা সেই আশিষের ভাগীদার আপনারা সেই নেয়ামতের ভাগীদার আপনারা সেই সৌভাগ্যশালীদের অন্তর্ভুক্ত। যারা ইসলামের প্রথম যুগে বাস করতেন। তাদের ওপরও এই অমানসিক অত্যাচার নির্যাতন করা হয়েছিল। কিন্তু মহান আল্লাহ্ তাআলা তাদেরকে গ্রহণ করেছেন। আজ যদি আপনারা ধৈর্যের সাথে দিনাতিপাত করেন তাহলে আপনারা ও আপনাদের পরবর্তী বংশধরেরা অবশ্য অবশ্যই সেই নেয়ামত লাভ করবে ইনশাআল্লাহ্। যা আজ হতে ১৫শ বছর পূর্বে মুসলমানরা পেয়েছিল।

বর্তমানে চাঁনতারাতে ৪০ জন সদস্য-সদস্যা লাযেমী চাঁদার অন্তর্ভুক্ত হয়েছেন। হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) এ চাঁনতারাকে পূর্ণাঙ্গীন জামা'ত ঘোষণা দিয়েছেন। মোহতরম ন্যাশনাল আমীর সাহেবের সদয় অনুমোদন ক্রমে গত ০৮/০৭/২০১১ইং বাদ জুমুআ মোহতরম মোহাম্মদ সাহাবউদ্দিন নায়েব ন্যাশনাল আমীর-২ এর সভাপতিত্বে এবং মোহতরম মোহাম্মদ জাহিদুর রহমান জেনারেল সেক্রেটারী বাংলাদেশের উপস্থিতিতে চাঁনতারাকে স্বয়ং সম্পূর্ণ একটি পৃথক জামা'ত হিসেবে ঘোষণা দেন, আলহামদুলিল্লাহ্। সেদিন কেন্দ্র হতে ২ জন লাজনার সদস্যাও উপস্থিত ছিলেন। ওনারা নতুনভাবে লাজনা সংগঠনের অনুমোদন দেন।

পাঠক বন্ধুরা! জনাব মজিবর রহমান প্রেসিডেন্ট চাঁনাতারার নেতৃত্বে আমরা আশা করি অতি দ্রুত সেখানে একটি মসজিদ নির্মাণ করা হবে ইনশাআল্লাহ্। আর এ মসজিদ নির্মাণের মাধ্যমেই চাঁনতারাতে এক নতুন মাত্রা চালু হবে। অত্র এলাকার জনগণ সত্যিকার মাহ্দীকে মানার মাধ্যমে নিজেদের ভুলের প্রায়শ্চিত্ত করবে এই আশাই করছি। মহান আল্লাহ্ তাআলা নতুন দায়িত্ব প্রাপ্ত কর্মকর্তাদেরকে সেই তৌফিক দান করুন, আমিন। সবশেষে একটি কবিতার মাধ্যমে আমি আমার লেখার ইতি টানছি : –

"মোখালেফাতের এক বছর গত হল ভাই
বিরুদ্ধবাদীর হুমকি ধামকি এখনো থামে নাই।
সুযোগ পেলেই তাড়া করে, গালি দেয় তারা
সবুর করে ধৈর্য ধরে শুধু আহমদীরা।
আল্লাহ্‌র হুকুম মেনে তারা দিন করছেন পার
সুযোগ বুঝে মোল্লারা সব দেয় যে, হুংকার,
আকন্দ পাড়ায় বাস করেন ৩০টি আহমদী পরিবার
দোয়া চাই তাদের জন্য, আমি বার বার।
যুগের মাহ্দীকে মান্য করে তারা সঠিক পথ পান
খিলাফতের রজ্জু ধরে হচ্ছেন আগুয়ান,
আল্লাহর ফজলে যেন মসজিদ হয় নির্মাণ
ঈমানে বৃদ্ধি পাক সকল আহমদী মন ও প্রাণ।"

তালীমুল কুরআন ও ওয়াকফে আরযী

মোহাম্মদ হাবীবুল্লাহ্

গভীর মনোনিবেশের সাথে কুরআন শরীফ নিজে পাঠ করা ও অন্যদের শেখানো এবং আহমদীয়া জামাতের সদস্যদের ধর্মীয় শিক্ষা প্রদানের লক্ষ্যে ওয়াকফে আরযীর গুরুত্ব সম্পর্কে হযরত খলীফাতুল মসীহ্‌গণের মূল্যবান দিকনির্দেশনা।

তা'লীমুল কুরআন

মহানবী (সা.) বলেছেন –

খায়রুকুম মান তাআ'ল্লামাল কুরআনা ওয়া আ'ল্লামাহু

[সহীহ্ বুখারী, কিতাব ফাযাইলুল কুরআন হাদীস নম্বর ৪৬৩৯]

অর্থাৎ – তোমাদের মধ্য থেকে সেই ব্যক্তি উত্তম যে কুরআন করীম শিখে আর (অন্যদেরকেও) শেখায়।

হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) বলেন –

তোমরা বিশেষ মনোনিবেশের সাথে কুরআন শরীফ পাঠ কর এবং এর সাথে প্রগাঢ় ভালবাসার সম্পর্ক স্থাপন কর; এমনই গভীর ভালবাসা যা অন্য কারও সাথে তোমরা কর নাই।

কুরআন শরীফ সার্বিক সফলতা ও মুক্তির উৎস। ধর্ম-সম্বন্ধীয় তোমাদের এমন কোন প্রয়োজনীয় বিষয় নেই, কুরআন শরীফে যা পাওয়া যায় না। কিয়ামত দিবসে কুরআন শরীফই হবে তোমাদের ঈমোনের সত্যাসত্যের মানদন্ড। কুরআন শরীফ ছাড়া অন্য কোন কিতাব নেই, কুরআন শরীফের সাহায্য না নিয়ে যা তোমাদের 'হেদায়াত' দান করতে পারে। [রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, কিশ্‌তিয়ে নূহ পৃষ্ঠা-২৬]

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আউয়াল (রা.) ও হযরত মুসলেহ্ মাওউদ (রা.) সারা জীবন ভর পবিত্র কুরআন করীম আর এর শিক্ষা প্রচার ও বিস্তারে সদা তৎপর ছিলেন।

সৈয়্যদনা হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.)-ও কুরআন শিক্ষার ভিত্তি দৃঢ় করেছেন আর সেই সাথে জামা'তকে সম্বোধন করে বলেন–

"জামা'তের ব্যবস্থাপনার এটা কর্তব্য যে ওই ব্যক্তিবর্গ যারা ঘটনাচক্রে ও বাস্তব সম্মত কারণে এই যোগ্যতা রাখেনা যে, নিজ সন্তান-সন্ততিদেরকে কুরআন করীম পড়া শিখাবে। তাদের সন্তানদেরকে কুরআন করীম শেখানোর যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিন, টাকা পয়সা খরচ করে হলেও"। [দৈনিক আল ফযল, ২৩ ফেব্রুয়ারী ১৯৬৬]

হযরত খলীফাতুল মসীহ সালেস (রাহে.) আনসারুল্লাহ্-কে সম্বোধন করে আরও বলেন– আনসারুল্লাহ্-র প্রত্যেক সদস্যের এটা অবশ্য কর্তব্য যে তারা এই নির্দেশ প্রতিপালনের দায়িত্ব নিজেরা দেখাশুনা করবে যে, তার গৃহের পরিবার পরিজন, স্ত্রী ও সন্তান সন্ততিরা আর সেই সাথে ওই সব আহমদীরাও, যারা তার অধিনস্ত সবাই কুরআন পড়ছে, নতুবা তারা তাদেরকে কুরআন শেখানোর দায়িত্ব পালন করতে থাকবেন যে কতর্ব্য তাদের পালন করা উচিত ছিল। [প্রাগুক্ত, ১০ এপ্রিল, ১৯৬৯]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) শুদ্ধরূপে কুরআন করীম পাঠ শিখানোর জন্য শিক্ষক তৈরী করার প্রতি জামাতের দৃষ্টি আকর্ষণ করেছেন।

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জামাতের সদস্যদেরকে কুরআন করীম তেলাওয়াত ও তার অনুবাদ এবং ব্যাখ্যা-বিশ্লেষণ শেখার জন্য উপদেশ দান করে বলেন–

"প্রত্যেক আহমদীর এ বিষয়ে চিন্তা-ভাবনা করা উচিত প্রত্যেক আহমদী নিজে আর তার স্ত্রী-সন্তানও কুরআন করীম পাঠে ও এর তেলাওয়াতের প্রতি মনোনিবেশ করুন। তেলাওয়াতের পর অনুবাদ পাঠ করুন। এরপর হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.) কৃত তফসীর (ব্যাখ্যা বিশ্লেষণ) পাঠ করুন।

অতএব, ছেলেমেয়েদের মাঝে কুরআন করীম পাঠের অভ্যাস গড়ুন এবং নিজেও পড়ুন। প্রতিটি গৃহ থেকে তেলাওয়াতের ধ্বনি আসতে থাকা উচিত। অনুবাদ শেখার চেষ্টাও করুন। সব অঙ্গসংগঠনেরই এ বিষয়ে প্রচেষ্টা চালিয়ে যাওয়া উচিত, বিশেষ করে আনসারুল্লাহ্ অঙ্গসংগঠনকে। কেননা, আমার মনে পড়ছে আহমদীর তৃতীয় খিলাফত কালে তাদের ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল। এজন্য তাদের কর্ম-পরিধিতে একটি ক্বিয়াদতও রয়েছে যাকে তালিমুল কুরআন বলা হয়। আনসারুল্লাহ্ পুরোপুরি মনোনিবেশ করলে প্রত্যেক গৃহে কুরআন করীম পড়ানো এবং তা বুঝানোর ক্লাস নিয়মিত ভাবে চালু হয়ে যেতে পারে।"

"আল্লাহ্ করুন আমরা নিজেরা এবং আমাদের স্ত্রী ও সন্তানেরাও কুরআনের প্রতি মনোনিবেশকারী হোক আর নিজেদের অন্তর্লোক জ্যোতির্ময়কারী হোক এবং গ্রহণীয় মর্যাদার দোয়া-র প্রত্যক্ষকারী হোক যেমনটা আমি পূর্বেও বলেছি আহমদীয়াতের তৃতীয় খিলাফতকালে আনসারুল্লাহ্-র ওপর এই দায়িত্ব ন্যস্ত করা হয়েছিল যে, কুরআন করীম এর শিক্ষাকে প্রতিষ্ঠিত করুন, কুরআন করীম তেলাওযাতের প্রতি বিশেষভাবে মনোনিবেশ করুন, নিজেদের গৃহগুলোকে জ্যোতির্ময় সেই আলো দ্বারা সমুজ্জ্বল করে দিন। কিন্তু যতটা আমি অনুমান করতে পারছি, আনসারুল্লাহদের মধ্যে এখনও শতভাগ কুরআন তেলাওয়াতকারী নেই। হিসাব নিলে এই চিত্রই আপনাদের সামনে আসবে। এরপর আবার অনুবাদ পাঠকারীদের প্রসঙ্গটিও রয়ে গেছে। [দৈনিক আল ফযল, ৭ ডিসেম্বর ২০০৪]

যেসব আনসারুল্লাহ্ সদস্যরা দেখে কুরআন পড়তে জানেন না তাদের জন্য যথোপযুক্ত ব্যবস্থা নিতে হবে যাতে এমন কোন আনসারুল্লাহ্ সদস্য না থাকেন, যিনি কুরআন নাযেরা পড়তে পারেন না। শুদ্ধ ও সঠিক উচ্চারণে কুরআন করীম শেখানোর যে ব্যবস্থাই নেয়া হবে তা থেকে পুরোপুরী উপকৃত হওয়ার প্রচেষ্টা চালিয়ে যেতে হবে।

কুরআন করীমের অনুবাদ ও মর্মার্থ শেখা

যে সব আনসারুল্লাহ্ সদস্য শুদ্ধ ও সঠিক ভাবে কুরআন পড়তে পারেন তাদেরকে অনুবাদ শিখতে অনুপ্রাণিত করুন আর তা শেখানোর জন্য এমন কার্যকর ব্যবস্থা নিন, যাতে আনসারুল্লাহ্ সদস্যগণ নিয়মিত কোন শিক্ষকের সাহায্য ছাড়াই কুরআন করীমের অনুবাদ শিখতে সক্ষম হয়। এর সঠিক উপায় হলো আরবী ভাষা শিখে নিয়ে অনুবাদ শেখা আর আরবী ভাষা জানা না থাকলে অর্থাৎ বলতে

বা বুঝতে না পারলে অনুবাদসহ প্রকাশিত কুরআন করীম, যেমন আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বাংলাদেশের প্রকাশিত 'কুরআন মজীদ' এর অনুবাদ ও সংক্ষিপ্ত তফসীর পুস্তকটি থেকে নাযেরা পাঠ করুন আর একই সঙ্গে বাংলা অনুবাদও পড়তে থাকুন এবং সে সবের মর্ম কথা উপলব্ধি করতে সচেষ্ট হোন। MTA-তে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে রাহেমাহুল্লাহু তাআলার পরিচালিত কুরআন ক্লাস প্রতি বৃহস্পতিবার রাত ৮-৩০ মিনিটে ও শুক্রবার সকাল ১০ ঘটিকায় সম্প্রচারিত হয়ে থাকে। এই ক্লাসগুলো থেকে বিশেষ ভাবে উপকৃত হওয়া যেতে পারে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের প্রকাশিত বাংলা অর্থ ও তফসীর সহ 'কুরআন মজীদ'টিতে হযরত খলীফাতুল মসীহ্ রাবে (রাহে.) প্রদত্ত সূরাগুলোর পরিচিতি ও সংক্ষিপ্ত টীকা সমূহও সন্নিবেশিত করা হয়েছে যা পাঠকের জ্ঞান বৃদ্ধিতে বিশেষ সহায়ক হবে। তবে কুরআনের বিষয় বস্তু গভীরভাবে জানতে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর তফসির ছাড়াও হাক্বায়েক্কুল কুরআন ও তফসিরে কবীর পাঠ জ্ঞান বৃদ্ধিতে প্রভূত কল্যাণ দান করবে।

কুরআন করীমের কল্যাণ ও আশিস সম্পর্কে হযরত মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর অবিস্মরণীয় এক বাণী হলো–

তোমাদের জন্য একটি জরুরী শিক্ষা এই যে, কুরআন শরীফকে অকেজো বস্তুর ন্যায় পরিত্যাগ করো না কারণ এতে তোমাদের জীবন নিহিত। কুরআনকে যারা সম্মান দান করবে, আকাশে তারা সম্মান লাভ করবে। [রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, কিশতিয়ে নূহ্, পৃষ্ঠা-১৩]

তিনি (আ.) আরও বলেন–

"অতএব তোমরা গভীর অভিনিবেশ সহকারে পবিত্র কুরআন পাঠ কর আর এরই সাথে গভীর প্রেমময় সম্পর্ক গড়ো।" [রূহানী খাযায়েন ১৯তম খন্ড, কিশতিয়ে নূহ্, পৃষ্ঠা-২৬]

ওয়াকফে আরযী

কুরআন করীমের শিক্ষার প্রচলন ঘটাতে আর জামা'তের তরবীয়তের জন্য হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস (রাহে.) ১৯৬৬ ঈসাব্দে 'ওয়াকফে আরযী'-র তাহ্‌রীক করেন। আর ওই তাহরীক কালে তিনি (রাহে.) বলেছিলেন প্রতি বছর ৫ (পাঁচ) হাজার সংখ্যায় 'ওয়াকফে আরযী'- উৎসর্গকারীর আবশ্যকতা রয়েছে।

হুযূর (রাহে.) প্রদত্ত ওয়াকফে আরযী-র কতিপয় নির্দেশনা নিম্নে উদ্ধৃতি করা হলো–

ওয়াকফে আরযীতে উৎসর্গকালীন দিনের সংখ্যা কমপক্ষে দুই সপ্তাহ হওয়া আবশ্যক

আমি জামা'তকে সম্বোধন করে তাহরীক করছি, সেই সব বন্ধুগণ, যাদেরকে আল্লাহ্ তাআলা তৌফিক দিয়েছেন বছরে দুই সপ্তাহ থেকে ছয় সপ্তাহ কাল পর্যন্ত ধর্মের সেবায় উৎসর্গ করুন। আর তাদেরকে জামা'তের বিভিন্ন কাজ-কর্মের জন্য যে সমস্ত জায়গায় পাঠানো হবে সেখানে তারা নিজস্ব খরচে যাবেন এবং ওয়াকফ কালীন সময়ের যতদিন তাদেরকে সেখানে রাখা হবে নিজস্ব খরচে থাকবেন আর যে কাজ কর্মের দায়িত্ব তাদের ওপর অর্পিত হবে তা সম্পাদন করতে পরিপূর্ণ প্রচেষ্টা চালাবেন। [দৈনিক আল ফযল, ২৩ মার্চ ১৯৬৬]

প্রত্যেক আহমদী ওয়াকফে আরযী করুন

"মুরুব্বীগণেরও আর সাধারণভাবে সব কর্মকর্তাদের বরং প্রত্যেক আহমদীরই উচিত, তারা নিজেরা এবং তাদের ভাইদেরও এই তাগিদ করবেন যে তারা সবাই ওয়াকফে আরযীতে শামিল হউন। এতে কোন সন্দেহ নেই যে, এটা কুরবানী করবার এক পন্থা আর এটা কষ্টকরও। তবে এতেও কোন সন্দেহ নেই যে কুরবানীর পথে অগ্রসর হওয়া ছাড়া আমরা আল্লাহ্ তাআলার সন্তুষ্টি অর্জন করতে পারব না।" [আল ফযল, ২৭ আগষ্ট ১৯৬৬]

ওয়াকফে আরযীর উদ্দেশ্য ও লক্ষ্য হলো পবিত্র কুরআন শরীফ শেখানো

"ওয়াকফে আরযীর যে তাহরীক রয়েছে এর প্রধান লক্ষ্যই এটা ছিল আর আছেও যে, বন্ধুগণ স্বেচ্ছাসেবক হিসেবে নিজ খরচায় বিভিন্ন জামাতে যাবেন আর সেখানে কুরআন করীম শিখতে আর শেখাতে কার্যকর ক্লাসের আয়োজন করবেন আর এভাবে সেখানকার জামা'ত তরবীয়তের উত্তম নমুনা'র রূপ লাভ করবে। কুরআন করীমের শিক্ষা ও আদর্শ কাঁধে ধারণ করে তারা দুনিয়ার জন্য অনুকরণীয় আদর্শের নমুনায় পরিণত হবেন।" [আল ফযল, ১৪ মে, ১৯৬৬]

ওয়াকফে আরযী : আত্মশুদ্ধির কার্যকর উপায়

ওয়াকফে আরযী তাহরীকের অন্যতম বড় সুফল হলো, যে ব্যক্তিগণ ওয়াকফে আরযী'তে গমন করেন তাদের নিজেদের অন্তরাত্মার সাথে কোন কোন বিষয়ের হিসাব-নিকাশ তথা বুঝা-পড়া করে নিতে হয়, যাওয়ার পূর্বে নিজেদের কতিপয় দুর্বলতার প্রতি তাদের মনোযোগ আরও নিবিড় ও গভীরতর হয়। এমনকী ওয়াকফে আরযীতে যাওয়ার প্রস্তুতি নেয়ার যে ব্যাপারটি রয়েছে এর বড় উপকারিতা হলো সে দোয়ায় মনোনিবেশ করে আর নিজের ধর্মীয় জ্ঞানের পরিধি বাড়ানোতে সচেষ্ট হয় অথবা তা আরও সজীব ও সতেজ করার প্রচেষ্টা নেয়। যাবার পূর্বে ধর্মীয় পুস্তকাদি ভালভাবে পাঠ করে নেয়, আবার কয়েকটি পুস্তক নিজে সাথে করেও নিয়ে যায়। সে অনুধাবন করতে সক্ষম হয়, আর নিজের দোষ-ত্রুটিগুলোর প্রতি দৃষ্টি দিয়ে সেগুলো কাটিয়ে উঠতে চেষ্টারত থাকে। তার অভ্যন্তরে এই নেক ইচ্ছা জাগ্রত হয় যে, সে ভিন্ন স্থানে গিয়ে লোকদের জন্য উত্তম আদর্শ হবে, তাদের জন্য সে পরীক্ষার কারণে পরিণত হবে না। আর এভাবে প্রেরীত ওয়াকফে আরযী'র প্রতিনিধিবৃন্দ দোয়ার কল্যাণরাজী থেকে খুবই উপকৃত হয়ে থাকেন। [আল ফযল, ১২ ফেব্রুয়ারী ১৯৭৭]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) ২০০৪ ঈসাব্দে পাকিস্তানের 'মজলিসে মুশাবেরাতে', এর সদস্য বর্গের নামে প্রেরীত বাণীতে 'ওয়াকফে আরযী'র প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করে বলেন–

বিগত বছরগুলোতে ওয়াকফে আরযীর প্রসঙ্গে কয়েকবারই মনোযোগ আকৃষ্ট করা হয়েছে। কিন্তু বড়ই দুঃখের কথা যে জামা'ত এদিকটায় যথাযথ দৃষ্টি দেয় নি। যদিও এ বছর এ বিষয় সংশ্লিষ্ট প্রস্তাবাদি হয়তো নেই, তবুও শুরার সদস্যগণের কাছে আমার এ অনুরোধ যে, এই সংকল্প নিয়ে ফিরে যান যে, এই বছর, আমরা রাবওয়া ছাড়া বাইরে থেকেই ৫,০০০ (পাঁচ হাজার) ওয়াকফে আরযী কারীর যোগান দিব, যারা দলে দলে বিভক্ত হয়ে বিভিন্ন জামাতে যাবে। ইনশাআল্লাহ্ সেই প্রতিনিধিবৃন্দের নিজেদের তরবীয়ত হবে আবার জামাতের তরবীয়তের মানেও উল্লেখযোগ্য পরিবর্তন ঘটবে। আল্লাহ্ তাআলা সেই তৌফিক দান করুন। আমীন! [আল ফযল, ৫ এপ্রিল ২০০৪]

হুযূর আনওয়ার (আই.) ৩ নভেম্বর ২০০৬ তাহরীকে জাদীদের নববর্ষ ঘোষণা কালে বলেন–

ওয়াকফে আরযী'র এক মুতালেবাও রয়েছে, এর প্রতিও দৃষ্টি দেয়া আবশ্যক। বহির্বিশ্বের জামাতগুলোকে (বাহির বলতে ইউরোপ ও পাশ্চাত্যের দেশগুলো, আফ্রিকা ইত্যাদি) সুসংগঠিত করে এই মুতালেবার প্রতি সামগ্রিক ব্যবস্থাপনাকে দাঁড় করাতে পারলে নিজেদের তরবিয়তের দিক থেকেও আবার দাওয়াতে ইলল্লাহ্-র আঙ্গিকেও খুবই ভাল অবস্থা পরিদৃষ্ট হবে। সকল জামা'ত এ দিকটায় মনোযোগ দিন। [আল ফযল, ১২ ডিসেম্বর ২০০৬]

হযরত খলীফাতুল মসীহ্ আল খামেস (আই.) জার্মানীর আনসারুল্লাহ্-র ন্যাশনাল মজলিসে আমেলাকে সাক্ষ্যাৎ দান কালে বলেন–

"আমি যুক্তরাজ্য আনসারুল্লাহ্-র বার্ষিক ইজতেমায় প্রদত্ত বক্তব্যে আনসারুল্লাহ্-কে এ বিষয়ের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করেছি যে ওয়াকফে আরযীতে অংশগ্রহণ করুন। সুষ্ঠু ও সঠিকভাবে প্রোগ্রাম বানিয়ে পরিকল্পনা মাফিক ওয়াকফে আরযী করুন।"

[আল ফযল, ২ জানুয়ারী ২০১০]

স্মৃতির পাতা থেকে-

জলসা- ইজতেমার বরকত ও প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা

ফরিদ আহমদ, Chino, California, U.S.A

৬ষ্ঠ কিস্তি

ডিসেম্বর মাসে রাবওয়া অনুষ্ঠিতব্য জলসা সালানায় যাওয়ার জন্য আমি ও আমার স্ত্রী তৈরী হচ্ছিলাম। ঐ বছর চট্রগ্রাম জামা'ত থেকে ৭ জনের এক কাফেলা তার মধ্যে প্রেসিডেন্ট গোলাম আহমদ খান সাহেব ও তাঁর স্ত্রী, আতা ইলাহী সাহেব, মির্যা মোহাম্মদ আলী সাহেব ও তাঁর স্ত্রী রাবওয়া জলসা সালানায় অংশগ্রহণ করেন। সরকারী কর্মকর্তা হিসেবে বিদেশ যেতে হলে যেহেতু মন্ত্রণালয় থেকে ছাড়পত্র নিতে হত, তাই আমি পূর্ব অভিজ্ঞতার আলোকে একটু আগে ভাগেই বন্দর কর্তৃপক্ষ থেকে অনুমতি নেই। বাংলাদেশে থাকা কালীন সময়ে হাফেজ সিকান্দার আলী সাহেব, মৌলবী মতিউর রহমান সাহেব মুনশী রহিমুল্লাহ্ সাহেব এবং ব্রাহ্মণবাড়িয়ার আব্দুল আলী সাহেবের সাথে বড় হৃদ্যতা ছিল। জলসা-ইজতেমা উপলক্ষে ঢাকা গেলে রাতভর ওনাদের কারো না কারো সাথে আড্ডা দিতাম, যাক সে কথা।

আমার স্ত্রীর বড় ভাই আমজাদ হোসেন সাহেব আগেই বলে রেখেছিলেন যে ভিসার জন্য আমাদের দৌড়াদৌড়ি করতে হবে না। রওয়ানার আগের দিন উনার লোক দ্বারা উনি করিয়ে দিবেন। ইতিমধ্যে দেখি আমার স্ত্রী বেশ কিছু শীতের কাপড় কিনল। সবই মহিলা ও ছোট ছেলেমেয়েদের গরম কাপড়। আমি বললাম পাকিস্তানে তুমি ওগুলো কাকে দিবে? ওরা সব বড়লোক। ও বলল আমার লোক আছে ওখানে।

২২ ডিসেম্বর সকালে বিমানের করাচী ফ্লাইটে আমরা ৭ জন ঢাকা ত্যাগ করি। আমীন ভাইকে আগেই চিঠি লিখে জানিয়ে রেখেছিলাম। তিনি তিনটি কার ও একটি মাইক্রোবাস নিয়ে করাচী এয়ারপোর্টে উপস্থিত এবং আমাদের সবাইকে প্রথমে উনার ডিফেন্স হাউজিং সোসাইটির বাসায় নিয়ে যেতে চাইলেন। আমরা ক্ষমা চাইলাম এইজন্য যে আমরা অনেক লোক, জলসা যাওয়ার জন্য এসেছি তাই করাচী জামা'তের মেহমান হিসাবে জামা'তের ঘরেই থাকতে হবে যাতে করাচী কাফেলার সাথে পরদিন বিকেল বেলার ট্রেনে রাবওয়া রওয়ানা দিতে পারি। তবে জলসা শেষে করাচী ফিরে এসে উনার বাসায় এক রাত থাকব বলে কথা দিলাম।

রাবওয়ায় আমাদেরকে মেহমান খানা বিল্ডিং এর একটি কামড়ায় থাকবার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। আমাদের পাশের কামড়ায় দেওয়া হয়েছিল ইন্ডিয়ানদের। ভেতরের দরজা দিয়ে এ রুম থেকে ওরুম করে সব রুমে যাওয়া যেত। একদিন দেখলাম আমার স্ত্রী ইন্ডিয়ান কামড়ায় গিয়ে কতক মহিলাদের সাথে গল্পগুজব করলেন তারপর ফিরে এসে বাক্স খুলে ছোট ছোট পৃথক পৃথক বোচকা করা গরম কাপড়গুলি বের করে কোনটাতে ৩০ টাকা কোনটাতে ৫০ টাকা করে রেখে ফিতা দিয়ে বাঁধলেন। আমি জিজ্ঞাসা করলাম "কি ব্যাপার ও গুলো কোথায় দেয়া হচ্ছে?" উত্তরে সে বলল, ঐ ইন্ডিয়ান মেহমানদের কামড়ায়। অনেকে কাদিয়ান থেকে এসেছেন। ৪/৫ জনকে আমি চিনি উনাদের মারফত কাদিয়ানে পাঠাচ্ছি। কাদিয়ানে ভীষণ শীত।

আমাদের পরে পরে মোহতরম মৌলবী মহিবুল্লাহ সাহেবও গিয়েছিলেন। উনি জলসার প্রথম দিন রাবওয়া পৌঁছেন। বেচারার দূর্ভাগ্য সাধাসিধে লোক একাকীই এসেছিলেন। সকালে ফয়সালাবাদ ষ্টেশনে ট্রেন থেকে নামার সময় একমাত্র হাত বেগটা প্লাট ফরমের উপর ট্রেনের দরজার সামনে দাঁড়ানো এক লোককে বলেছিলেন "আমার বেগটা একটু ধর আমি নামি"। নেমে উনি আর ও লোককে দেখতে পাননি। বেগটাতে উনার কাপড় চোপড় ইত্যাদি সবকিছুই ছিল।

জলসাগাহে ষ্টেজে আমাদের চারজনকে বসবার জায়গা দেওয়া হয়েছিল। হুযূর (হযরত খলীফাতুল মসীহ্ সালেস রাহে.)-এর সাথে মুলাকাত পর্ব শুরু হতেই প্রথম দিনে আমাদের অর্থাৎ বাংলাদেশীদেরকে প্রথম কাফেলায় ডাকা হয়েছিল। ষ্টেজের উপর আহমদীয়া বিশ্বের অন্যান্য সম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথে সাথে মুসলিম বিশ্বের তিনটি মহাসম্মানিত ব্যক্তিবর্গের সাথেও আমার

মুলাকাতের সৌভাগ্য ঘটে। তাঁরা হলেন : মৌলবী করম ইলাহী জাফর সাহেব, প্রফেসর ড: আবদুস সালাম সাহেব এবং চৌধুরী সার মোহাম্মদ জাফরুল্লাহ্ খান সাহেব। এই ১৯৭৯ সনেই মৌলবী করম আলী জাফর সাহেব স্পেন থেকে ৩৮ বছর অবস্থানের পর দেশে প্রত্যাবর্তন করেন। তিনি স্পেনের কর্ডোভা মসজিদে ৫০০ বছরের ইতিহাসে প্রথম আজান দেন । বিশ্ববিখ্যাত মুসলিম বিজ্ঞানী প্রফেসর ড: আবদুস সালাম সাহেব এই বৎসরই পদার্থ বিজ্ঞানে 'নোবেল প্রাইজ' লাভ করেন।

১৯৮০ সনের জানুয়ারী ৩ তারিখ বিকেলে আমরা ঢাকা ফিরে আসি। বিমান বন্দরে যখন প্লেন নামে তখন সন্ধ্যা উৎরে গেছে। রাত্রে স্ত্রীর খালাতো বোন রুবির বাসায় উঠি।

পরবর্তীতে বিভিন্ন সূত্রধরে আমাদের পরিবারের সবাই একে একে আমেরিকা চলে আসে। এবং এই ব্যাপারে আল্লাহ্ তাআলা আমাদের প্রত্যেককে প্রত্যক্ষও পরোক্ষ ভাবে যথেষ্ট সাহায্য করেন। আলহামদুলিল্লাহ্। ছুম্মা আলহামদুলিল্লাহ্।

এখন যখন পিছনের দিকে তাকাই এবং আমার আহমদীয়াতে থাকাকালীন অতীতের দিনগুলির কথা চিন্তা করি, তখন দেখতে পাই আমি যখনই কোন জলসা বা ইজতেমায় যোগ দিয়েছি, সেটা দেশে হোক বা বিদেশে হোক কিছু না কিছু দিয়ে পুরস্কৃত করেছেন। একটাও ব্যর্থ যায়নি–আলহামদুলিল্লাহ্।

(চলবে)

পাঠক কলাম

[পাঠক কলামের এই আয়োজনে এবারের বিষয় ছিল **"পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত"**। পাঠকদের পাঠানো লেখা দিয়ে সাজানো হলো পাঠক কলামের এই অংশ]

পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত

আমাদের প্রত্যেকের জানা দরকার যে, মহান আল্লাহ্ তাআলার মদদ পুষ্ট আধ্যাত্মিক একটি সংগঠনের নাম আহমদীয়া মুসলিম জামাত। এই জামাত প্রতিষ্ঠিত হয়েছে হযরত ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.)-এর মাধ্যমে বিশ্বব্যাপী ইসলাম প্রচারের পাশাপাশি পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠায় আহমদীয়া মুসলিম জামাত, জামাতে আহমদীয়ার এটি একটি মৌলিক বিষয়। শান্তির জন্য মানুষ কি না করে। অনেকেই গান শুনে আর গান গায় শান্তি পাবার আশায় এবং আরো কত কি করে!

তবে উল্লেখ্য যে, পৃথিবীতে শান্তির ধর্ম একমাত্র ইসলাম। তাই এই ধর্মের প্রকৃত অনুসারীরাই পারে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে। কেননা, শান্তির মালিক একমাত্র মহান আল্লাহ্ তাআলা। আর তিনিই একমাত্র শান্তি দাতা। এহেন শান্তি দাতার পরিকল্পনাধীন না হয়ে কোন ব্যক্তি বা রাষ্ট্র শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে পারে না। এমনকি কোন রাজা বাদশাহও না। হ্যাঁ, তবে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁর পরিকল্পনাধীন হতে হবে এবং দুনিয়ার অনির্মল পরিবেশকে নির্মল পরিবেশে পরিণত করতে হবে। তা না হলে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথা ভাবাও যায় না।

শান্তির বিষয়টি আমরা এভাবেও অতি সহজে বুঝতে পারি যে মুসলমান সমাজে কোন ব্যক্তি যদি কোন বালা মুসিবতে বা রোগ ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়, তখন তাকে বলা হয় যে, ইয়া সালামু ইয়া সালামু দোয়াটি বেশি বেশি করে পড়তে থাক। ইয়া সালামু ইয়া সালামু অর্থ– হে শান্তি দাতা! হে শান্তি দাতা! আর হিন্দু সম্প্রদায়ের লোকেরা যাঁরা সাধু পুরুষ, তারা বলে, ওঁম শান্তি ওঁম শান্তি অর্থাৎ শান্তি হোক শান্তি হোক। অনুরূপভাবে অন্যান্য ধর্মের আনুসারীরাও প্রার্থনা করে শান্তির আশায় নিজ নিজ ভাষায়। এছাড়া আমাদের প্রিয় নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.) সম্মান সূচক একটি সুন্দর দোয়া শিখিয়েছেন যে, একে অপরের সাথে দেখা হওয়ার সাথে সাথে সাথে বলবে আসসালামু আলাইকুম, অর্থাৎ তোমাদের উপর শান্তি বর্ষিত হোক। ইতোপূর্বে উল্লেখ করা হয়েছে যে, শান্তির মালিক একমাত্র আল্লাহ্ তাআলা।

তাই পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করতে হলে তাঁর নিজ হস্তে রোপিত বৃক্ষ যার নাম নিখিল বিশ্ব আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, তার ছায়াতলে আশা প্রয়োজন। শান্তি দাতা মহান আল্লাহ্ তাআলা শান্তির প্রতীকরূপে সমগ্র বিশ্ববাসীর জন্য তাঁরই একান্ত মনোনীত মানুষ মহানবী ও বিশ্বনবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর এক মহা প্রেমিক ও আশেক হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী ইমাম মাহ্দী ও মসীহ্ মাওউদ (আ.) কর্তৃক প্রতিষ্ঠিত রূহানী সংগঠনই আহমদীয়া মুসলিম জামাত। এই জামাতের ওপরই ন্যস্ত করা হয়েছে পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠার পুরো দায়িত্ব। পরিশেষে উল্লেখ করা একান্তই আবশ্যক, শান্তির ধর্ম ইসলামের প্রবর্তক বা প্রতিষ্ঠাতা সর্বশ্রেষ্ঠ নবী হযরত মুহাম্মদ (সা.)-এর শিক্ষার মাধ্যমে এও জানা যায় যে, প্রতি ওয়াক্তের নামাযে বসা অবস্থায় এই দোয়াটিও অবশ্য পাঠ করতে হয়। আসসালামু আলায়না ওয়া আলা ইবাদিল্লাহিস্ সালেহীন অর্থাৎ শান্তি বর্ষিত হোক আমাদের সকলের উপর এবং যারা পুণ্যবান তাদের উপরও শান্তি বর্ষিত হোক। তারা দূরের হোক বা কাছের হোক, জীবিত হোক বা মৃত হোক। শেষ করার আগে একটি কথা বিশেষ ভাবে উল্লেখ করা আবশ্যক যে, বর্তমান বিশ্বে এই যুগে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতের সদস্যরাই আল্লাহ্‌র সন্তুষ্টি লাভের উদ্দেশ্যে তাক্‌ওয়ার ভিত্তিতে শান্তি প্রতিষ্ঠার কথাবার্তা বলে এবং সেভাবেই লেখালেখির মাধ্যমে কলমের জিহাদ করে যাতে সমাজে তথা বিশ্বে শান্তি শৃঙ্খলার ব্যত্যয় না ঘটে।

ডা: শেখ হেলাল উদ্দীন আহমদ, লালবাগ, ঢাকা

শান্তির বার্তাবাহক আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত

আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের প্রতিষ্ঠাতা যুগ ইমাম হযরত গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) তাঁর মৃত্যুর পূর্ব দিন পর্যন্ত হিন্দু মুসলিম ঐক্যের শান্তির সূত্র সম্বলিত যে পুস্তকখানি রচনায় ব্যাপৃত ছিলেন তার নাম পয়গামে সুলেহ্ (শান্তির বার্তা)। দুর্ভাগ্যক্রমে আমরা আজ কি মুসলমান কি হিন্দু কি বৌদ্ধ, খৃষ্টান ইহুদী কেউই প্রকৃত শান্তি তথা ইসলামের সাথে পরিচিত নই। সত্যিকার অর্থে সৈয়দনা হযরত মুহাম্মদ (সা.) যে শান্তির বার্তা নিয়ে এ ধরাপৃষ্ঠে আবির্ভূত হয়েছেন এবং জীবতাবস্থায়ই তার স্বার্থক বাস্তবায়ন করেছিলেন তা থেকে আজ স্বয়ং মুসলমানরাই বিচ্যুত।

বিশ্বে শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হতে পারে যখন প্রকৃতির রূপরেখার সাথে মানব প্রকৃতির সমন্বয় বা একীভূত রূপ লাভ করবে। পবিত্র ইসলাম সেই অবকাঠামোই বিশ্ব মানবের সম্মুখে উপস্থাপন করে। প্রতিক্রিয়া স্বরূপ একের শান্তি অন্যের অশান্তি সৃষ্টি করবে না-বিজ্ঞান তার পরিমার্জিত রূপে স্রষ্টার বিধান মতে প্রযুক্ত হবে এবং বিশ্বমানব পরিতৃপ্ত জীবনের অধিকারী হবে। মূলত এবং বাস্তবে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত বিশ্বে সেই শান্তির বার্তাই ঘরে ঘরে পৌঁছাচ্ছে শুধু আদর্শিক কথা বার্তায় সীমিত না থেকে নিজেদের জীবনের বাস্তবতায় তা প্রমাণ করে দেখাচ্ছে।

Love For All Hatred for None. ভালবাসা সবার তরে ঘৃণা নয় কারো পরে এ হল আহমদীয়া মুসলিম জামাতের স্লোগান। খৃষ্টানরা বা যারা ইসলাম বা শান্তি থেকে সটকে পড়েছে এবং একের স্থলে তিন খোদার পূজা আরম্ভ করে দিয়েছে তাদের আদি অবস্থায় ফিরিয়ে এনে সম্মুখবর্তী করতে, হিন্দুদের এক ঈশ্বরকে ত্যাগ করে বহু ঈশ্বরবাদের ধারণা মিটাতে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত আপ্রাণ প্রচেষ্টা করে চলেছে। ইহুদিদের পথ ভ্রষ্টতা অহংকার ও হঠকারিতা ত্যাগে উৎসাহিত ও অনুপ্রাণিত করছে। বৌদ্ধদের প্রকৃত বৌদ্ধ হতে আহ্বান করছে। যারা কোন ধর্মেরই অনুসারী নয় কিন্তু নীতি নৈতিকতা মানবতা ঐক্য

ইত্যাদি বুঝে তাদের মূলনীতিতে প্রতিষ্ঠিত করতে চেষ্টা করছে। ইসলামকে পুন:প্রতিষ্ঠিত করাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ব্রত। বিশ্ব মানবতা সভ্যতা, শান্তি, অগ্রগতি এবং আধ্যাত্মিকতার চরম ও পরম রূপই প্রকৃত ধর্ম তথা ইসলাম। সেই অবকাঠামোতে বিশ্বকে প্রতিষ্ঠিত করাই আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের ধর্মীয় কর্তব্য। বিভিন্ন দেশে স্কুল কলেজ হাসপাতাল চিকিৎসা কেন্দ্র এবং যে দেশেই অবস্থান করুক না কেন সে দেশের প্রতি আনুগত্য করে শান্তি স্থাপনে অন্য কথায় ইসলাম প্রচার ও বাস্তবায়নে দুই শতেরও অধিক দেশে কাজ করে যাচ্ছে। আহমদীয়া মুসলিম জামা'তের খলীফা (আই.) প্রতি শুক্রবার জুমুআর খুতবায় ইসলামের শান্তির বার্তা প্রচার করছেন যা সমগ্র বিশ্বের বহু দেশে প্রচারিত হচ্ছে। বিশ্ব পরিস্থিতি, এর বাস্তবতা, এর সমস্যা সংকট এবং এ থেকে উত্তরণের ব্যবস্থা সবই থাকছে হুযূরের খুতবায়। সমগ্র বিশ্বে ইসলাম তথা প্রকৃত শান্তি প্রতিষ্ঠিত হোক এটাই আমাদের কামনা।

মোহাম্মদ নূরুজ্জামান, বড়চর, হবিগঞ্জ

শান্তির ধর্মই হলো ইসলাম

ইসলাম শব্দের অর্থ শান্তি। আর ইসলাম শান্তির ধর্ম, মহান আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে এই ধর্মকে পাঠানোর উদ্দেশ্য হল পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। মহান আল্লাহ্ তাআলা পৃথিবীতে বহু নবী রাসূল (আ.) পাঠিয়েছেন, যার একমাত্র উদ্দেশ্য হল আল্লাহ্‌র বাণী প্রচার এবং পৃথিবীতে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) যখন জন্মগ্রহণ করেন তখন আরবের অবস্থা খুবই জঘন্য ছিল। সে সময় শান্তি বলতে কোন শব্দই শোনা যেত না। ঠিক তখনই প্রিয় নবী (সা.) হিলফুল ফুযুল নামে একটি শান্তি সংঘ গড়ে তুলেন। আর এর একমাত্র উদ্দেশ্য ছিল আরবে শান্তি প্রতিষ্ঠা করা।

মহান আল্লাহ্ তাআলা পবিত্র কুরআনের সূরা ফুরকানের ৫৪নং আয়াতে বলেন, "আর রহমান (আল্লাহ্‌র) বান্দা তারাই যারা পৃথিবীতে চলে এবং অজ্ঞরা যখন তাদের সম্বোধন করে তখন তারা বলে সালাম। আমাদের প্রিয় নবী (সা.) বলেছেন, "আল্লাহ্‌র কাছে সবচেয়ে ঘৃণিত ব্যক্তি ঝগড়াটে লোক।" হায়! আজ পৃথিবীতে শান্তির বড়ই অভাব। পৃথিবী আজ অশান্তির ভরাডুবিতে ভাসছে। আর এই ভরাডুবি থেকে পৃথিবীকে উদ্ধার করার জন্য আল্লাহ্ এই যুগে হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.)-কে পাঠিয়েছেন। আহমদীয়া জামাতের প্রতিষ্ঠাতা হযরত ইমাম মাহ্‌দী (আ.) বলেন, অর্থাৎ "অন্যের প্রতি যুলুম করে কাউকে কষ্ট না দেয়া, নিরুপদ্রব মানুষ হওয়া এবং শান্তির সাথে জীবন-যাপন করা অতএব কোনো সন্দেহ নেই যে শান্তি প্রিয়তা একটি উচ্চ পর্যায়ের নৈতিক গুণ এবং মানবতার জন্য অত্যাবশ্যক। (ইসলামী নীতিদর্শন)

আজ পৃথিবীতে একমাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামাতই শান্তি পুন:প্রতিষ্ঠা করার জন্য চেষ্টা করছে। মানুষ আজ ছত্রভঙ্গ হয়ে গেছে। প্রকৃত ইসলামের শিক্ষা ভূলে গিয়ে বিভিন্ন কলহ-ফাসাদ, ফিৎনাতে লিপ্ত হচ্ছে। নিজের ভাই নিজের ভাইকে খুন করছে। গোত্রে গোত্রে যুদ্ধ হচ্ছে। এইগুলো হল অশান্তির উদাহরণ। আজ আহমদীয়া মুসলিম জামাত ইসলামের বাণীকে পৃথিবীর প্রান্তে প্রান্তে পৌঁছাচ্ছে। আর এই শান্তির বাণী পৃথিবীর ২০০টিরও বেশি দেশে ছড়িয়ে গেছে। আর এই শান্তি তখনই প্রতিষ্ঠিত হবে যখন মানুষ এক পতাকা তলে আশ্রয় নেবে। আর এই পতাকা হল আহমদীয়া মুসলিম জামাত। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে শান্তি প্রিয় ভাবে চলার এবং শান্তি প্রিয় জামাতে দাখিল হওয়ার তৌফিক দিন, আমীন।

সজীব আহমদ হারুন
ছাত্র, জামেয়া আহমদীয়া বাংলাদেশ

শান্তির জন্যেই আমরা

"আল্লাহ্‌র মনোনীত ধর্ম হলো ইসলাম" (আলে ইমরান : ২০) আর ইসলামই হচ্ছে সেই ধর্ম যা সর্বাবস্থায় ব্যক্তি, সামজিক, অর্থনৈতিক, রাজনৈতিক, জাতীয় ও আন্তর্জাতিক সকল পর্যায় শান্তি প্রতিষ্ঠার নিশ্চয়তা প্রদান করে। আর আক্ষরিকভাবে ইসলাম শব্দের অর্থ হলো শান্তি। তাই যে ব্যক্তি সত্যিকার ভাবে ইসলাম ধর্ম গ্রহণ করে অর্থাৎ মুসলমান হয় সে শুধু নিজেই শান্তি বা নিরাপদ আশ্রয় লাভ করে তাই নয় বরং অন্যের জন্য শান্তি ও নিরাপত্তার কারণ হয়। ইসলামের নবী (সা.) বলেছেন, "সেই ব্যক্তিই মুসলমান যার কথা ও কাজ অন্যদের কোন ক্ষতি করে না বরং অন্যকে নিরাপদে রাখে। (বুখারী শরীফ) তাই বিশ্বের জাতি সমূহ যদি ইসলামের শিক্ষাকে অনুসরণ করে তবে বিশ্বে শান্তি প্রতিষ্ঠা সম্ভব।

তবে এ কথাও সত্য যে সমাজের প্রতিটিক্ষেত্রে প্রায় প্রতিটি ধর্মে এক প্রকার মধ্য যুগীয় গোঁড়ামি ও প্রতিপক্ষের প্রতি অসহিষ্ণু একটা মতাদর্শের তীব্র পশ্চাৎমুখী প্রবনতা লক্ষ করে যাচ্ছে। ফলে নৈতিকতা থেকে ধর্ম পিছিয়ে পড়ছে। অপরাধ প্রবণতা বৃদ্ধি পাচ্ছে সত্য থেকে দ্রুত পশ্চাত পদতায় ফিরে যাচ্ছে। এসব ধ্বংসাত্মক প্রবণতা ছাড়াও একটা চরম ব্যপার হলো ধর্মীয় গোঁড়ামী পৃথিবীর শান্তিকে নষ্ট করে দিচ্ছে। যার দরুন ধর্মের আসল চেহারা কালিমা লিপ্ত হচ্ছে, যে ধর্ম শান্তির শিক্ষা নিয়ে এসেছিল সেই ধর্ম অশান্তির কারণ হয়ে যাচ্ছে। ফলে দুর্ভাগ্যবশত: ইসলামের বিরুদ্ধবাদীরা এটাও অপপ্রচার চালাচ্ছে যে ইসলাম তার মতাদর্শ প্রচারের উদ্দেশ্যে যেখানে সম্ভব সেখানে বল প্রয়োগ করে থাকে। এ ধরনের কথা যে শুধু ইসলাম বিরোধীরা বলে থাকে তাই নয় বরং ধর্মীয় গোঁড়া কিছু সংখ্যক পীর মুসলিম উলামার কাছ থেকেও এমন কথা শোনা যায়, আর ইসলামের প্রকৃত শিক্ষা ও মতাদর্শ থেকে বিচ্যুতির ফলে এমন ধারনার সৃষ্টি হয়েছে। অথচ ইসলাম তার খোদার বাণী প্রচারে বল প্রয়োগের কখনই অনুমতি প্রদান করে না।

ইসলাম ঘোষণা দেয় যে, ধর্মের ব্যাপারে কোনো বল প্রয়োগ নেই, কারণ সৎপথ ও ভ্রান্ত পথ উভয়েরই পার্থক্য সুস্পষ্ট হয়ে গেছে। [সূরা বাকারা : ২৫৭]। সুতরাং জবরদস্তির কোন প্রয়োজন নেই। এটা মানুষের মর্জির উপর ছেড়ে দাও, তারাই ফয়সালা করে নিক আসল সত্য কোথায়?

এজন্যে যখনই মুসলমানকে বিশ্বব্যাপী ইসলামের বাণী প্রচারের নির্দেশ প্রদান করা হয় তখনই তাদের সুস্পষ্ট এ নির্দেশ প্রদান করা হয় যে, তুমি হিকমত (প্রজ্ঞা) ও সদুপদেশ দ্বারা তোমার প্রভু প্রতিপালকের পথের দিকে (মানুষকে) আহ্বান করো এবং তাদের সাথে এমন পন্থায় বিতর্ক করো যা সবচেয়ে উত্তম। নিশ্চয় তোমার প্রভু-প্রতিপালক তাদেরকে সর্বাধিক জানেন যারা তার পথ থেকে ভ্রষ্ট হয়েছে এবং তিনি তাদেরকেও সর্বাধিক জানেন যারা হেদায়াত প্রাপ্ত। (আল-নহল : ১২৬) এসব আয়াতই শান্তির সাথে ইসলাম প্রচারের শিক্ষা তুলে ধরে।

এ যুগে শান্তিপূর্ণ শিক্ষা যা মর্ধ যুগীয় ও ধর্মীয় গোঁড়ামী থেকে মুক্ত কেবল মাত্র আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত প্রচার করছে। আহমদীয়া মুসলিম জামাতের পবিত্র প্রতিষ্ঠাতা হযরত মির্যা গোলাম আহমদ কাদিয়ানী (আ.) ১৮৮৯ ইংতে জামাতের সদস্যদের বয়আত নেওয়ার পর থেকে ধর্মীয় গোঁড়ামী মুক্ত প্রকৃতি ইসলামের শিক্ষা জগৎময় প্রচার করে চলেছেন। আর তারই ফলে আজ পৃথিবীতে ২০০টি দেশে এ শান্তির ধর্ম ইসলাম প্রচারিত হচ্ছে। আর এভাবে পৃথিবীর শান্তিকামী মানুষ ইসলামের শিক্ষায় বিশ্ব শান্তি প্রতিষ্ঠায় একত্রিত হচ্ছে।

শবনাম নাজ দৃষ্টি, ঘাটুরা

বিশেষ বিজ্ঞপ্তি

মোকাররম আমীর/প্রেসিডেন্ট সাহেব

বিষয় : ২০১১ সনের ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা আদায়ের রিপোর্ট ২০ ডিসেম্বরের প্রেরণ প্রসঙ্গে

আগামী ৩১ ডিসেম্বর ওয়াকফে জাদীদের বর্ষ শেষ হবে, ইনশাআল্লাহ্। ওয়াকফে জাদীদের চাঁদা সম্পূর্ণ আদায় করা এবং নির্ধারিত সময়ের মধ্যে উক্ত রিপোর্ট কেন্দ্রে (লন্ডন) প্রেরণ করতে হয়। সুতরাং আপনাদের নিকট আমাদের বিনীত নিবেদন, আগামী ২০ ডিসেম্বরের মধ্যে রিপোর্ট ন্যাশনাল আমীর সাহেবের দপ্তরে প্রেরণ করবেন, যাতে উক্ত রিপোর্ট কেন্দ্রে প্রেরণ করা যায় ও হুযূর (আই.)-এর নিকট দোয়ার জন্য উপস্থাপন করা যায়। (প্রয়োজনে চাঁদা আদায়কারীর সংখ্যা ও টাকার পরিমাণ মোবাইলে SMS এর মাধ্যমে পাঠাবেন)।

ওয়াকফে জাদীদের নতুন বছর ১লা জানুয়ারী হতে আরম্ভ হবে, এখন হতে পরবর্তী বছরের বাজেট তৈয়ার করার জন্য প্রস্তুতি নিবেন এবং লক্ষ্য রাখবেন নতুন বাজেটে চাঁদা দাতার সংখ্যা ও চাঁদার পরিমাণ চলতি বছরের তুলনায় যাতে বৃদ্ধি পায়। এ ব্যাপারে প্রয়োজনে স্থানীয় মুরুব্বী ও মোয়াল্লেমগণের সহযোগিতা ও পরামর্শ নিবেন। আল্লাহ্ তাআলা আমাদের সকলকে বেশী বেশী আর্থিক কুরবানী করার তৌফিক দিন, আমীন।

শহীদুল ইসলাম বাবুল
সেক্রেটারী ওয়াক্‌ফে জাদীদ
আহমদীয়া, মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ।
মোবাইল : ০১৭১৪০৮৫০৭০

নিয়োগ বিজ্ঞপ্তি

আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, ঢাকার দপ্তরে একজন খাদেম/অফিস সহকারী নিয়োগের জন্য আহমদী প্রার্থীদের নিকট থেকে স্বহস্তে লিখিত আবেদনপত্র আহ্বান করা যাচ্ছে। শিক্ষাগত যোগ্যতা ন্যুনতম এস, এস, সি পাশ।

স্থানীয় আমীর/ প্রেসিডেন্ট এর সুপারিশসহ আমীর, ঢাকা জামাত বরাবর লিখিত আবেদনপত্র আগামী ২৫/১২/২০১১ তারিখের মধ্যে ঢাকা জামা'তের দপ্তরে পৌঁছতে হবে। বেতন আলোচনা সাপেক্ষ।

বিজ্ঞপ্তি

তালীম দপ্তর থেকে আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশ

তালীম দপ্তর আহমদীয়া মুসলিম জামাত, বাংলাদেশ এর পক্ষ থেকে জানাচ্ছি যে, হুযূর (আই.)-এর অনুমোদনক্রমে এ বছরে শিক্ষার বিভিন্ন স্তরে সর্বশেষ (২০১১ সালে) ঘোষিত ভাল ফলাফল অর্জনকারী ছাত্র/ছাত্রীদেরকে আগামী ২০১২ সালে অনুষ্ঠিতব্য আহমদীয়া মুসলিম জামা'ত, বাংলাদেশের কেন্দ্রীয় সালানা জলসায় পুরস্কার প্রদান করা হবে, ইনশাআল্লাহ্।

এতদোপলক্ষ্যে সকল স্থানীয় জামাতে আমীর/পেসিডেন্ট/মুরব্বী/ মোয়াল্লেম সাহেবানের নিকট সার্কুলার ও ফরম প্রেরণ করা হয়েছে। আপনার সন্তান যদি এ পুরস্কার পাওয়ার যোগ্য হয়, তাহলে স্থানীয় আমীর/প্রেসিডেন্ট সাথে যোগাযোগ করে আগামী ১৫ জানুয়ারী ২০১২ এর মধ্যে তথ্য কেন্দ্রে পৌঁছানোর জন্য অনুরোধ করা যাচ্ছে। উল্লেখ্য যে, উক্ত তারিখের পর কোন আবেদন কেন্দ্রে প্রেরণ করা হলে প্রয়োজনীয় ব্যবস্থা নেয়া সম্ভব হবে না।

জামালউদ্দিন আহমদ
সেক্রেটারী তালীম

দৃষ্টি আকর্ষণ

পাঠক কলামে আপনিও অংশ নিন

এবারের পাঠক কলামের বিষয় **"তোমাদের সেই উত্তম যে নিজে কুরআন শিখে এবং অপরকে শেখায়"**।

আপনার লেখা ৩০০ শব্দের মধ্যে সীমাবদ্ধ রাখতে হবে।

লেখা পাঠানোর আগে মনে রাখবেন- লিখতে হবে পৃষ্ঠার এক পাশে।

লেখার নিচে লেখকের মোবাইল নম্বরসহ পূর্ণাঙ্গ ঠিকানা দিতে হবে।

আমাদের হাতে লেখাটি আগামী ২০ ডিসেম্বর ২০১১-এর মধ্যে পৌঁছতে হবে।

লেখা পাঠানোর ঠিকানা-
সম্পাদকঃ পাক্ষিক আহমদী
(পাঠক কলাম)
৪, বকশী বাজার রোড ঢাকা-১২১১
e-mail: pakkhik_ahmadi@yahoo.com